পুজো শেষ, তবে মেলার শেষ নেই। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই মেলাগুলোর রূপবদল হয়েছে বারবার। কোচবিহার, ডুয়ার্স থেকে শান্তিনিকেতন, কেঁদুলি, সেই বদলই তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।

তেরো থেকে ষোলোর পাতায় — মেলা

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ কার্তিক ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 3 November 2024 Sunday 18 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 164 COB

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ছাড়াই নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : ফরেন্সিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ ছাড়াই ফালাকাটার মৃত শিশুর ময়নাতদন্ত করা হল। যা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এখানকার ফরেন্সিক বিভাগের একমাত্র চিকিৎসক প্রণবেশ ভারতী অসুস্থতার জন্য ছুটিতে রয়েছেন। ফলে শনিবার তাঁকে ছাড়াই অন্য বিভাগের তিনজন চিকিৎসককে নিয়ে মেডিকেল টিম গঠন করে ময়নাতদন্ত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই কাজ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠছে। শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ছাড়াই কীভাবে ময়নাতদন্ত করা হল তা নিয়ে মেডিকেলের অন্দরেই শোরগোল পড়েছে। সেক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে খামতি থাকলে পরবর্তীতে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

সমস্যায় কর্তৃপক্ষ

- ফরেন্সিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ ছাড়াই ফালাকাটার মৃত শিশুর ময়নাতদন্ত
- অন্য বিভাগের তিনজন চিকিৎসককে নিয়ে মেডিকেল টিম গঠন করে ময়নাতদন্ত করা হয়
- স্পর্শকাতর বিষয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া কীভাবে ময়নাতদন্ত করা হল তা নিয়ে মেডিকেলের অন্দরে শোরগোল
- ফরেন্সিক বিভাগে একাধিক চিকিৎসক না থাকার ঘটনায় বিপাকে কর্তৃপক্ষ

একজন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ নিয়ে চলা এমজেএন মেডিকেল কলেজের সমস্যা সমাধানের আর্জি রয়েছে চিকিৎসকদের। এমজেএন মেডিকেলের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের বক্তব্য, 'ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ছুটিতে রয়েছেন। ময়নাতদন্ত করার জন্য তিনজন সদস্যের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা ময়নাতদন্ত করেছেন। বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনেও জানানো হয়েছে।' শুক্রবার ফালাকাটায় এক শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। একজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলে উত্তেজিত জনতা। আরেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাতে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে শিশুটির দেহ রাখা ছিল। এদিন সকালে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দেহটি এমজেএন মেডিকেলের মর্গে নিয়ে আসা হয়। এদিন মেডিকেলে জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ, কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল সহ পুলিশের আধিকারিকরা হাজির হন। সেখানে মৃত শিশুর বাবা, মামা সহ পরিজনরা ছিলেন। ময়নাতদন্তের পর দেহ ফালাকাটায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মেয়ের কথা বলতে গিয়ে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন হতভাগ্য বাবা। বলছিলেন, 'কয়েকমাস আগে থেকেই ফুটফুটে

এরপর বারোর পাতায়

ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ফালাকাটায় প্রতিবাদ জারি

ফাঁসি চেয়ে অবরোধ

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২ নভেম্বর : শিশুকে ধর্ষণ করে পুকুরে ফেলে খুনের ঘটনায় ক্ষোভ আরও ছড়াচ্ছে। শুক্রবার ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই ঘটনায় এক অভিযুক্ত গণপিটুনিতে ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে। শিশুটির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগে রাতে আরেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের ফাঁসির দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা শনিবার ধনীরামপুরে ছয় ঘণ্টা অবরোধ করেন। বেশ কয়েকটি জায়গায় টায়ার জ্বালানো হয়। দুটি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তির একশেষ। পরে পুলিশের অনুরোধে প্রায় ছয় ঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে। ব্যবসায়ীরা তড়িঘড়ি আগেভাগেই এলাকার দোকানপাট, বাজারঘাট, বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিক্ষোভের আঁচ গোটা এলাকায় ছড়ানোর পাশাপাশি উত্তেজনাও ছড়ায়। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন মাদারিহাটে নির্বাচনি কর্মসূচি সেরে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ নির্যাতিতা শিশুটির বাড়িতে যান। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সেই সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হলে এলাকায়

টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয়রা। শনিবার ধনীরামপুরে।

আরেক দফা উত্তেজনা ছড়ায়।

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'গণপিটুনির জেরে একজন মারা গিয়েছে। আরেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছে।' ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে তোলার পর ১০ দিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদারের বক্তব্য, 'এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

শুক্রবার ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর তার দেহ পুকুরে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। অভিযুক্ত এক ব্যক্তি পড়ে ধরা পড়ে যায়। প্রতিবেশীরা অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বাসিন্দারাই ওই ব্যক্তিকে সুপারি গাছে বেঁধে প্রচণ্ড মারধর শুরু করেন। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হন। ওই বাড়ির একটি ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যুক্ত অভিযোগে পুলিশ রাতে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করে।

সকাল থেকেই এদিন এলাকার পরিস্থিতি থমথমে ছিল। ওই শিশুর বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে বাজার রয়েছে। সকালের দিকে সাময়িকভাবে দোকানপাট খুললেও বেলা গড়াতেই সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনায় ধৃতের শাস্তির দাবিতে মিছিল করার জন্য বাসিন্দারা এদিন সকাল থেকেই তৈরি হচ্ছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

দখল হয়ে গিয়েছে হাসপাতাল রোডের ফুটপাথ। শনিবার কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

রাজার শহরে দখলদারি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে সুনীতি রোডের দূরত্ব মেরেকেটে চারশো মিটার। ওইটুকু হেঁটে যেতেই ষাটোর্ধ্ব রেণুবালা রায় চারবার থমকালেন। দাস ব্রাদার্স মোড়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় চলন্ত বাইকের লুকিং গ্লাসের ধাক্কা লাগল বৃদ্ধার ডানহাতে। রাগে গজগজ করতে করতে পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কিস্যু হবে না এই শহরের। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। কেউ দেখার নেই।' শুধু ভবানীগঞ্জ বাজার লাগোয়া এলাকা নয়, কোচবিহার শহরজুড়েই ফুটপাথ, রাস্তা, নিকাশিনালা দখল করে তৈরি হয়েছে দোকান। নজরদারির অভাবে ফের অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে রাজার শহর। তবুও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে পুরসভা থেকে প্রশাসনের কর্তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর কয়েকমাস আগে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তায় নেমেছিলেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। সিলভার জুবিলি অ্যাভিনিউ, ভবানীগঞ্জ বাজার লাগোয়া এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য শহরে পাঁচটা ভেন্ডিং জোন চিহ্নিত করে দিয়েছিল প্রশাসন। সময় গড়াতেই ঠান্ডাঘরে ঢুকে গিয়েছে শহর দখলমুক্ত করার পরিকল্পনা। চিহ্নিত ভেন্ডিং জোনে ব্যবসায়ীরা যাননি। যেসব এলাকা দখলমুক্ত করেছিল প্রশাসন সেসব অনেক আগেই ফের দখল হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হতেই আগের থেকেও দ্বিগুণ তৎপরতায় শহরের রাস্তা, ফুটপাথ, সরকারি জায়গা দখল শুরু হয়েছে।

পরিস্থিতির কথা ভালোই জানেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কয়েকদিন পর রাসমেলা শুরু হবে। শহরে যান চলাচল ও মানুষের চাপ আরও বাড়বে। তখন যানজট এড়াতে বড় সমস্যায় পড়তে হবে প্রশাসনকে। তবে বারবার সচেতন করলেও ব্যবসায়ীরা কথা না শোনায় আপেক্ষের সুর চেয়ারম্যানের গলায়, 'আমি একা চেষ্টা করলে কিছু করতে পারব না। রাসমেলা শেষ হলে সবার সঙ্গে বসে পদক্ষেপ করতে হবে।' অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনার কথা, 'সব দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপের জন্য আমরা চেষ্টা করছি কিছু একটা করার।'

সুধাংশু মার্কেট (১ নম্বর ওয়ার্ড), বৃন্দা সাহা চৌপথি থেকে নিউ ডাবরি স্টোর (৩ নম্বর ওয়ার্ড), দুর্গাবাড়ি মার্কেট (৫ নম্বর ওয়ার্ড), মহারাজা ক্লাব থেকে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল সুনীতি রোড বাই লেন (১৭ নম্বর ওয়ার্ড) এবং জেনকিন্স স্কুল থেকে জেলখানা মোড় (১৭ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ড)- প্রশাসন চিহ্নিত এইসব ভেন্ডিং জোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য চিহ্নিত করে শহর সচল করতে চেয়েছিল প্রশাসন।

এরপর বারোর পাতায়

ধর্ষকদের পার্টি, কটাক্ষ শুভেন্দুর

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও জিষ্ণু চক্রবর্তী

মাদারিহাট ও গয়েরকাটা, ২ নভেম্বর : ধর্ষকদের দল তৃণমূল। এই দলকে রাজ্য থেকে উৎখাত করতে হলে এই উপনির্বাচন থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। শনিবার মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারের হয়ে প্রচারে এসে এভাবেই রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গড় রক্ষার জন্য নারী নির্যাতনের ইস্যুকেই হাতিয়ার করেন তিনি। আরজি কর, জয়গাঁ, ফালাকাটা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিন মাদারিহাট ও গয়েরকাটায় প্রচারের কর্মসূচি ছিল তাঁর। গত কয়েক মাসে আরজি করের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে গোটা বাংলা সহ দেশ। সেই আবহেই আগামী ১৩ নভেম্বর হচ্ছে মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচন। উপনির্বাচনের ট্রেন্ড ভেঙে এই আসনে জেতা কঠিন চ্যালেঞ্জ বিজেপির কাছে। জয়ের মঞ্চ তৈরি করতে এদিন প্রথম থেকেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ছিলেন শুভেন্দু। তিনি ঘোষণা করেন, এইসব ধর্ষকদের যেদিন ফাঁসির সাজা ঘোষণা হবে সেদিন তাঁরা এই রাজ্যে দীপাবলি পালন করবেন।

এদিন প্রথমেই আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে পক্ষান্তরে সরকার ও রাজ্য প্রশাসনকেই দায়ী করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'ফালাকাটার মানুষ এই ঘটনার জন্য অত্যাচারীকে যে শাস্তি দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমরা আইন মেনে চলা মানুষ। কিন্তু যখন জনগণের আইন, সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা থাকে না তখন মানুষ আইন হাতে তুলে নেন।'

সাংসদ রাজু বিস্ট ও মনোজ টিগ্গা, প্রার্থী রাহুল লোহারের সঙ্গে শুভেন্দু।

আরজি কর ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কর্মরত অবস্থায় কলকাতার মতো জায়গায় নৃশংসভাবে চিকিৎসকের খুনের ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। খুনিদের সাজা দেওয়ার বদলে রাজ্যের মুখমন্ত্রী ও তাঁর পুলিশ ধর্ষকদের আড়াল করেছে, এই সরকার আসলে ধর্ষকদের সরকার, মুখমন্ত্রী ধর্ষকদের মুখ্যমন্ত্রী। যেভাবে সাধারণ মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাও বিরল।' আসন্ন ভোটে এই ঘটনার 'বদলা' নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানান তিনি।

এদিন প্রার্থীর হয়ে গয়েরকাটায় প্রচারে এসে মিছিল করার পাশাপাশি একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। মিছিল চলাকালীন শুভেন্দুর উদ্দেশে জয় বাংলা স্লোগান দেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনায় রেগে গিয়ে পালটা তৃণমূল সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে 'চোর চোর- তৃণমূল চোর' স্লোগান দিতে দেখা যায় শুভেন্দুকে।

বীরপাড়ায় উন্নয়ন প্রসঙ্গে শুভেন্দু জানান, বীরপাড়ায় রেলের ওভারব্রিজ তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার বিরোধিতা করছে। তবে এখানকার প্রার্থীর জয়ের তিন মাসের মধ্যেই তাঁরা ওই আরওবি তৈরির কাজ শুরু করে দেবেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় মেডিকেল কলেজ তৈরি এবং উত্তরবঙ্গে কল্যাণীর মতো অল ইন্ডিয়া মেডিকেল কলেজ তৈরি করার আশ্বাসও দেন শুভেন্দু।

তিনি দাবি করেন, তাঁরা ২০২৬-এ ক্ষমতায় আসবেন আর যেসব পুলিশ 'চটিচাটা' তাদের আন্দামান পাঠাবেন। ২০২৬-এ ক্ষমতায় এসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ৩ হাজার টাকা করবেন। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা এক হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা করার কথা বলার পাশাপাশি চা বাগানের শ্রমিকদের হাজিরা ৩৫০ টাকা ও বোনাস ২০ শতাংশ করার কথাও বলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ২০২৬-এ ক্ষমতায় এসে রোহিঙ্গাদের চুলের মুঠি ধরে বাংলাদেশ পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। এই সরকার থাকলে সনাতনীদের উদ্বাস্তু হতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'রাজ্য সরকার বীরপাড়ায় আরওবি তৈরি করবে। শুভেন্দুদের কোনও ক্ষমতাই নেই আরওবি তৈরির।'

রকমারি মিষ্টিতে আজ ভ্রাতৃবরণ

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : উৎসবের মরশুমে ভাইফোঁটাতে সবার নজর।

সাধারণের ব্যস্ততার শেষ নেই। ব্যবসায়ীদেরও। শনিবার বিকেলে তখন বাজারের মাইকে শ্যামাসংগীত বাজছিল। মিষ্টি কিনতে কুন্তল দাস কোচবিহার শহরের অন্যতম নামী মিষ্টির দোকানে লাইন দিয়েছিলেন। রসমালাই, মালাই চপ ছাড়াও ভাইফোঁটার বিশেষ মিষ্টি নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। ব্যবসায়ীরা এবারে ভাইফোঁটা লেখা স্পেশাল ক্ষীরের সন্দেশ, স্পঞ্জ-বল, রসমালাই, মালাইকোপ্তা, মিহিদানা সহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরি করেছেন। রসগোল্লারও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মিষ্টি বিক্রেতা সঞ্জয় বণিক বললেন, 'ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে প্রায় ১০ হাজার মিষ্টি তৈরি হচ্ছে। শনিবার বিকেল থেকেই দোকানে ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। ভিড় সামলাতে আমাদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে।'

এদিনই অনেকে আগেভাগেই বাজার সেরেছেন। বাজারে ইলিশ, কাতলা কিংবা কেউ আবার ভাইয়ের পছন্দের চিতল কিংবা গলদা চিংড়িতেই ভরসা রেখেছেন। মাছ বিক্রেতা রফিকুল রহমান বললেন, 'বাজারে কোলাঘাট ও ডায়মন্ড হারবারের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে।'

বোনের জন্য কেনাকাটা। কোচবিহারে।

হিমঘর থেকে বাংলাদেশের ইলিশ এলেও বাজারে অবশ্য তেমন চাহিদা নেই।

শহরের বিশ্বসিংহ রোড এবং সুনীতি রোড সংলগ্ন দুই রেস্তোরাঁয় বোরোলি মাছের ঝোল থেকে শুরু করে ইলিশ ভাপা, কাতল কালিয়া সহ মাছের নানা ধরনের পদ পাওয়া যাবে। চিকেন ও মাটনের নানা পদও থাকবে। শহরের অন্যতম এক রেস্তোরাঁর কর্ণধার রাজু ঘোষ বললেন, 'বোরোলি মাছ সহ মাছের বিভিন্ন ধরনের পদের পাশাপাশি বিরিয়ানিতেও বিশেষ চমক থাকবে।' সুনীতি রোড এলাকার এক রেস্তোরাঁর কর্ণধার সুরোজকুমার ঘোষের কথায়, 'বাঙালি খাবার ছাড়াও চাইনিজ খাবারও তৈরি করা হবে।' শহরের এক বাসিন্দা রিনা ভৌমিক বললেন, 'ভাইফোঁটায় এতগুলি পদ একার পক্ষে রান্না করা অসম্ভব। তাছাড়া, বয়সও হয়েছে। তাই হোম ডেলিভারির শরণাপন্ন হয়েছি।' ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে পোশাক ব্যবসায়ীদেরও ব্যস্ততা তুঙ্গে। ব্যবসায়ী প্রবীরকুমার দাস বললেন, 'প্রতিবারের মতোই এবারেও ভাইফোঁটার উপহার কিনতে দিদি ও ভাইরা দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন।' উপহার সামগ্রীর দোকানগুলিতেও খুব ভিড়।

বনরক্ষায় কুনকি ভাইবোন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ নভেম্বর : রবিবার ভাইফোঁটা। আর এই উপলক্ষ্যে মনে পড়ে যায় ভাইবোনের অটুট সম্পর্কের কথা। কেবল মানুষ নয়, না-মানুষের মধ্যেও কিন্তু ভাইবোনের সম্পর্কে আলাদাই রসায়ন। সেটা বোঝা যায় জলদাপাড়ার পিলখানায় থাকা ভাইবোনদের দেখলেই। জঙ্গলরক্ষায় কিন্তু সবসময় এগিয়ে আসে এই কুনকি ভাইবোনেরাই। তাছাড়া পর্যটকদের মনোরঞ্জনে সাফারির ক্ষেত্রেও তো ভরসা এই কুনকিরাই। যদিও মাহুতরা বলছেন, পিলখানায় থাকা এই ভাই ও বোন হাতিদের মধ্যে সম্পর্কটা অম্ল-মধুর। এই ভাব-ভালোবাসা তো এই আবার মারামারি। প্রায় মানুষের মতোই।

এবিষয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবজিৎ দে বলেন, 'জাতীয় উদ্যানে অনেক কুনকি হাতি আছে যারা সম্পর্কে ভাইবোন। তবে হাতিদের পক্ষে তো আর এইসব সম্পর্ক বোঝা সম্ভব নয়। খুব কম কুনকিই এসব বুঝতে পারে। তাই হয়তো অনেক সময় কোনও কিছু বুঝতে না পেরে, অজান্তেই তারা মারামারি বাধিয়ে দেয়।' বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন কুনকি সম্পর্কে ভাইবোন হলেও তাদের আলাদা আলাদা জায়গায় রাখা হয়। বিভিন্ন সময় এই কুনকিদের বন দপ্তরের আলাদা আলাদা রেঞ্জে কাজে লাগানো হয়। অনেক সময় জলদাপাড়া থেকে অন্য জঙ্গলেও পাঠানো হয়। তবে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, ওই কুনকি ভাইবোনরা কিন্তু নিজেদের দায়িত্বে অবিচল থাকে।

শুধু ভাইবোনরা নয়, মা হাতিরাও কিন্তু দায়িত্বে অবিচল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জলদাপাড়ায় হাতি সাফারিতে একটি পরিচিত নাম হল কুনকি চম্পাকলি। তার মেয়ে আম্রপালি আবার কোদালবস্তিতে হাতি সাফারিতে 'কাজ করে'। আর আম্রপালির ভাই চন্দন, বোন এণাক্ষী, বিদ্যা ও চৈতি আবার বনকর্মীদের জঙ্গলে টহলের সময় সহযোগিতা করে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন ওয়াচটাওয়ারে রয়েছে এই কুনকিরা। গত বছর জলদাপাড়ায় মস্তিতে থাকা কুনকি সুন্দর মাহুতকে মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে বাগে আনতে কালঘাম ছুটেছিল বনকর্মীদের। সুন্দরের বোন সুজাতা এবং ভাই সৌরভ কিন্তু বন দপ্তরের হয়ে দিব্যি কাজ করছে। তাদের মা সুন্দরমণিকেও হাতি সাফারির কাজে লাগিয়েছে জলদাপাড়া কর্তৃপক্ষ। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বর্তমানে ৮৪টি কুনকি রয়েছে।

প্রবীণদের হোমে ভাইফোঁটা দেবেন ভাইরাও

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২ নভেম্বর : 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা...' ভাই কিংবা দাদার মঙ্গলকামনায় রবিবার ঘরে ঘরে পালিত হবে ভাইফোঁটা। নতুন জামাকাপড়, উপহার দেওয়া-নেওয়া, সুস্বাদু মেনু এবং দেদার আড্ডা। বাঙালির কাছে তো ভাইফোঁটা মানে তাই-ই। কিন্তু যাঁরা পরিবার থেকে দূরে? তাঁরা কি বঞ্চিত হবেন এই আনন্দ থেকে? না। কামাখ্যাগুড়ির তপোবন হোমে কিন্তু প্রতি বছরের মতোই দিনটি পালন করা হবে। তবে এবার একটু ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন ভাবে। সাধারণত এই দিনটিতে ভাইফোঁটা ও বোনফোঁটা নেওয়া হয় হোমে। এবার হোমে প্রবীণ-প্রবীণারা পরস্পরকে ভাই ও বোনফোঁটা দেবেন। হোমে ১৬ জন প্রবীণা ও ৮ জন প্রবীণ রবিবার পরস্পরকে ফোঁটা দেবেন। ৫৬ জন মেয়ে ও ৮৪ জন ছেলে ভাইফোঁটা ও বোনফোঁটা দেবে হোমে।

আবাসিক ভাইবোনরা প্রত্যেকেই একে অপরের মঙ্গলকামনায় এই পুণ্যতিথিতে দিনটি পালন করেন। আর উৎসব মানেই মিষ্টিমুখ, খাওয়াদাওয়া। এই আনন্দ থেকেও কিন্তু বিরত থাকছেন না আবাসিকরা। পাতে থাকবে তিন রকমের মিষ্টি। দুপুরের মেনুতে থাকবে ডাল, বেগুনি, চপ, মাংস, পনির, চাটনি, দই ও সবশেষে মিষ্টি।

হোমের প্রবীণরা এই আয়োজনে ভীষণ খুশি। তাঁদের মধ্যেই এক প্রবীণ বলেন, 'দিনটি এত সুন্দরভাবে পালিত হবে ভেবেই ভালো লাগছে। বহু বছর পর এমন একটা দিন পেলাম যেখানে আমরাও ভাইফোঁটায় শামিল হতে পারব। খুব আনন্দ হচ্ছে। ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। আগে কখনও এমন আয়োজন উপভোগ করিনি। খুব ভালো লাগছে।'

হোমের অন্য আবাসিকরা জানান, এই দিনটি খুব আনন্দে কাটাব। বিশেষ মেনু শুনেই তো মজা লাগছে। আর সকলে মিলে হইহুল্লোড় করে একটি দিন কাটানোর মজাই আলাদা। হোমের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানান, আবাসিকরা সকলে ভীষণ উৎসাহিত।

মৃত্যুকূপে খেলা। ধূপগুড়িতে কালীপুজোর মেলায়। শনিবার।

তিন প্রজন্ম ধরে রোজ মৃত্যুকে ছুঁয়ে খেলা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২ নভেম্বর : মৃত্যু নিশ্চিত। তাই বলে রোজদিন মৃত্যুকে ছুঁয়ে আসার সাহস ক'জন দেখাতে পারেন?

পেশার তাগিদেই রোজ মরণকুয়োয় ঝাঁপ দেন বছর চৌত্রিশের সোহরাব আলি। ইসলামপুর মহকুমার রামগঞ্জ সুজালি এলাকার বাসিন্দা। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে মেলায় মেলায় মৃত্যুকুয়োয় বাইক ও চারচাকা চালিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেন। সোহরাব জানেন, একটু ভুল হলেই জীবন শেষ। তবে পেশা কি সহজে ছাড়া যায়?

একেবারে ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে মৃত্যুকে ছুঁয়ে দেখার কৌশল সোহরাব, হাজিমুল শিখে নিয়েছেন। সেই কৌশলই তাঁদের ভাতের জোগান দেয়। দিনে একবার নয়, বারবার তাঁরা ওই মৃত্যুকূপে নামেন। যতক্ষণ দর্শকরা ভিড় জমাবেন ততক্ষণ চলে ওই মৃত্যু নিয়ে খেলা। তিন প্রজন্ম ধরে এভাবেই গতির ভেল্কিতে মরণখেলা দেখিয়ে সোহরাবদের জীবন চলছে। কী এই মরণকুয়ো?

মাইকে বাজতে থাকে 'চলতি হ্যায় গাড়ি, নিকলতি হ্যায় ধুঁয়া। ইসকা নাম হ্যায় মৌত কা কুয়া।' ভেতরে পঁচিশ থেকে তিরিশ ফুট উঁচু কাঠের গোলাকার খাঁচা বাঁধা হয়। তারপর সেই খাঁচাতেই একইসঙ্গে দ্রুতগতিতে মোটরবাইক ও চার চাকার ছোট গাড়ি ঘুরতে থাকে। সেই খেলা দেখিয়ে দর্শকদের থেকে তাঁরা হাততালি বকশিশ ও খ্যাতি পান। কিন্তু মেলা শেষের পর সোহরাবরা যে কোথায় চলে যান তাঁর খোঁজ কি দর্শকরা রাখেন?

বাবার থেকে মৃত্যুকুয়োতে নামার কৌশল শিখে সোহরাব আজ 'স্টার'। তবে তিনি জানেন, এই স্টার তকমার থেকে পেটের ভাত জোগাড় করাটাই তাঁদের আসল লক্ষ্য। তিন পুরুষ এই পেশাতে যুক্ত থাকলেও সন্তানরা এই পেশাতে আসুক চান না সোহরাব। তিনি বলেন, 'আমরা ছয় বোন ও দুই ভাই মেলাতেই ঘুরে ঘুরে বড় হয়েছি। তাই বাবার পেশা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। আমরা দুই ভাই এই পেশাতেই জীবন কাটাব। তবে সন্তানদের আর এই কাজে জড়াতে দেব না।'

কীভাবে তাঁর এই পেশায় আসা সেকথা শোনালেন সোহরাব। দাদু আসিরুদ্দিন আলি মেলায় মেলায় মৃত্যুকুয়োতে সাইকেল খেলা দেখাতেন। বাবা রুস্তম আলি সাইকেল ছেড়ে বাইকে খেলা দেখানো শুরু করেন। বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতেই সোহরাব, হাজিমুল দুই ভাই এই পেশায় যুক্ত হয়ে যান। এখন সোহরাব নিজেই একটা মৃত্যুকুয়োর মালিক ও তার প্রধান চালক। বাইক, চারচাকা দুটোতেই তাঁর নিয়ন্ত্রণ দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয়। সোহরাব জানান, হাততালি, বকশিশ এগুলো তাকে ওই পেশাতে টেনে এনেছে। ২০০৭ সালে সে যখন কুয়োয় বাইক চালাতে নামে তখন একটা শোয়ের টিকিটের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ মেলার চাহিদা অনুযায়ী সেই টিকিট ৫০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হয়। ওই পেশায় বাইকচালক ও চারচাকার গাড়িচালক দিনে যথাক্রমে হাজার ও দেড় হাজার টাকা রোজগার করেন।

কিন্তু কেন এই বংশানুক্রমিক পেশা থেকে নিজের সন্তানদের সোহরাব সরিয়ে রাখতে চান? দুটো শোয়ের মাঝের ফাঁকা সময়ে সোহরাব সেই কারণ জানালেন। তিনি বলেন, 'এই খেলা কেবল মৃত্যু নিয়ে খেলা নয়। দিন-দিন এই নিয়ে প্রশাসনিক বাধা আসছে। আমার মনে হয় আগামী দশকে হয়তো এই মৃত্যুকুয়ো থাকবে না।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে সামান্য ভুলের জন্য বড় কোনও ক্ষতি হতে পারে। সতর্ক থাকুন। চলতি ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে পারেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়।

বৃষ : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য আনন্দ দেবে। ব্যবসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। জমি ও বাড়ি ক্রয়ের সুযোগ আসবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ।

মিথুন : বাবার পরামর্শে কোনও জটিল কাজ সম্পন্ন করে স্বস্তি। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে গর্বিত হবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগামে আনন্দ। পথে চলতে এ সপ্তাহে খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তি। নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকলে কার্যসিদ্ধি হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ।

কর্কট : নিজের বুদ্ধির ভুলে অর্থের অপচয় হবে। প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে পুজোর আয়েজনে নিজেকেও শামিল করুন। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটিয়ে স্বস্তিলাভ। সংগীত ও অভিনয়ের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পাবেন। মায়ের সঙ্গে হঠাৎ সামান্য ব্যাপারে মতানৈক্য।

সিংহ : এ সপ্তাহে নিজের ভুলে অহেতুক অর্থব্যয় হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে শুধু নিজের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে কোনও কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না। পারিবারিক শান্তি ফিরে আসবে। অংশীদারি ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। চিকিৎসায় সাফল্য মিলবে।

কন্যা : হঠাৎই কোনও প্রিয়জনের চিকিৎসায় অত্যধিক ব্যয় করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিদীপ্ততা সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠায় জনপ্রিয়তা লাভ করবেন। সন্তানের জন্য গর্বিত হবেন। সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন। সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পাবেন।

তুলা : এ সপ্তাহে ব্যবসার ক্ষেত্রে নানারকম বাধা আসতে পারে। নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গেলে অবশ্যই অভিজ্ঞের পরামর্শ নেবেন। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ দিকটুকু কাটিয়ে আনন্দ লাভ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

বৃশ্চিক : প্রিয়জনের মেধার বিকাশ লক্ষ্য করে তৃপ্তি। হঠাৎ রাগ এ সপ্তাহে আপনার ক্ষতি করবে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কোনও প্রতারকের কথায় বিশ্বাস করে সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে অবিশ্বাস করলে ভুল করবেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব থাকলেও তা দ্রুতই স্বাভাবিক হবে।

ধনু : ব্যবসায়িক কারণে দূরে যেতে হতে পারে। বাবার সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। সন্তানের জন্য মানসিক চিন্তা থাকবে। কোনও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। আয়ের পথ প্রশস্ত হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ।

মকর : নতুন কোনও আয়ের পথ খুলবে। ঋণ এই সপ্তাহে পরিশোধ করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যলাভ। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। আপনার উদাসীনতায় কোনও কাজ নিয়ে সমস্যায় পারেন। কপট ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। মূল্যবান দ্রব্য চুরি হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

কুম্ভ : নতুন কোনও কাজ এ সপ্তাহে শুরু করলেই সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরোধীপক্ষ আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্য। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন।

মীন : এ সপ্তাহে দীর্ঘদিনের কোনও আশার পূরণ ঘটবে। নতুন আয়ের পথ পাবেন। পরোপকার করে মানসিক তৃপ্তি। সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্যে আনন্দ লাভ। অতি আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৭ কার্তিক, ১৪৩১, ভাঃ ১২ কার্তিক, ৩ নভেম্বর, ২০২৪, ১৭ কাতি, সংবৎ ২ কার্তিক সুদি, ৩০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৭, অঃ ৪।৫৬। রবিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।১৬। অনুরাধানক্ষত্র অহোরাত্র। সৌভাগ্যযোগ দিবা ১২। ৮। বালবকরণ দিবা ৭।৩৬ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।১৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৮।১৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, রাত্রি ৮।১৬ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৯।৫৮ গতে ১২। ৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ন ৪।৪০ গতে উত্তরেও নিষেধ। রাত্রি ৮।১৬ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত্য (ভাইফোঁটা)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ২।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৫ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ১।৩৪ মধ্যে ও ২।২৬ গতে ৫। ৪৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২০ গতে ৪।৩ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ কাশ্যপ গোত্র, মীন রাশি, দেবগণ, 30+, B.A. (His.) Hons., 5'-4", ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়িতে নিজ বাসভবন, দাদা সরকারি চাকরিরত, পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সরকারি চাকরিজীবী, কলেজের প্রফেসর, হাইস্কুল টিচার পাত্র চাই। Matrimony-এর যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। Contact : 8900096867. (C/113252)

■ বারুজীবী, 27/5'-7", B.A., LLB, কলকাতায় হাইকোর্টে কর্মরতা, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্র কাম্য। (M) 9474873033. (C/111970)

■ পাত্রী SSC শিক্ষিকা, 40, Gen., নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/শিক্ষক পাত্র চাই। (M) 9679335535. (K)

■ নমশূদ্র, 35/5'-3", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, সুশ্রী, প্রাঃ শিক্ষিকার জন্য আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার সংলগ্ন সঃ চাকরি, সুপাত্র কাম্য। 9735937341. (C/111969)

■ 1980-তে জন্ম, 5'-4", M.A., Information Technology-তে Dip., ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর উপযুক্ত সুচাকরিজীবী, অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/111968)

■ মাহিষ্য, কোচবিহার নিবাসী, কলকাতায় কর্মরত, 31/5'-2", NET পাশ, M.Phil., Ph.D. (সংস্কৃত), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত কর্মরত পাত্র চাই। মোঃ 8906625890. (C/111864)

■ আলিপুরদুয়ার, বারুজীবী, 30+/5'-1", M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য দাবিহীন ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9800154554. (U/D)

■ কুচবিহার নিবাসী, সাহা, একমাত্র কন্যা, 25/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., আইনত ডিভোর্সি। অবিবাহিত উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 8945867382. (D/S)

■ 28/5'-3", MBBS Govt. Doctor, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রীর জন্য ডাক্তার বা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Phone : 8293347638. (C/113262)

■ নমশূদ্র, SSC শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., 38/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম। উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 7318655469. (C/113264)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5', সরকারি প্রাঃ শিক্ষিকা। ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর চাকুরে/ব্যবসায়ী (APD/COB) পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/113265)

■ মুসলিম, ২৭/৫', রাজ্য সরকারি চাকরিরতা, কোচবিহারের মধ্যে সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। ৬২৯৫৮৩৬০২৭. (C/113266)

■ দেবনাথ, 33, শিক্ষিকা (উচ্চ), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। 8250987971. (C/113052)

পাত্র চাই

■ Gen., 28/5'-2", M.A., B.Ed., D.El.Ed., পিতা H.S. শিক্ষক, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুচাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8972291166. (C/112831)

■ বৈদ্য, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বয়স ৩০+/৫'-৩", M.A., B.Ed. উত্তীর্ণা, দেবারিগণ, মেষ রাশি, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী, বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 8617578150. (C/113242)

■ Gen., 41+/5'-1", রাঃ সঃ চাকরি (স্থায়ী)। 45-48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9531631086. (C/112834)

■ কায়স্থ, 38+/4'-8", H.S. (ব্যাক), ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 8167581218, 7557859365. (B/B)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.Sc. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9593965652. (C/113058)

পাত্র চাই

■ বয়স ২৯, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/113053)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, ২৮ বছর বয়সি, ইংলিশ-এ M.A., পিতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/113053)

■ কায়স্থ, ৫'-৮"/২৮-১০-১৯৯০, স্নাতক, ফর্সা, স্লিম, একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) ৯৪৭৪৯৩৭৬৭৩. (C/113059)

■ পাত্রীর জন্ম ১৯৯৭, বাঙালি হিন্দু, B.Tech. পাশ করে কলকাতার একটি MNC-তে কর্মরত। উত্তরবঙ্গ নিবাসী। স্বইচ্ছুক পাত্রের পরিবারের লোক যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 8101254275. (C/113056)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/113058)

পাত্র চাই

■ EB কায়স্থ, 30/5'-4", MD মেডিকেল কলেজে কর্মরতা ডাক্তার পাত্রীর জন্য ডাক্তার/Gazetted 1st Class অফিসার/উচ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9475444699. (C/113061)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, সুন্দরী, M.A., B.Ed., প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা (প্রাইভেট), পিতা-মাতা হাইস্কুল শিক্ষক (গভঃ)। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/113053)

■ কায়স্থ 28/5', M.A. পাশ, নাচে রত্ন, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/MNC-তে চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9475396307. (C/113061)

■ কোচবিহার নিবাসী, শিক্ষিত, কায়স্থ, যৌথ পরিবারের ফর্সা, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘাঙ্গী মাধ্যমিকে 6th (19+), কলেজে পাঠরতা একমাত্র কন্যার যোগ্য, নেশাহীন পাত্র কাম্য। (M) 8016754119. (D/S)

পাত্র চাই

■ পাত্রী মাহিষ্য 26+/5'6", M.A., B.Ed., সুশ্রী, সুন্দরী পাত্রী জন্য সরকারি চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। M-8372930747. (M/ED)

পাত্রী চাই

■ পাত্র পাল, 32/5'-7", H.S. পাশ, শাণ্ডিল্য গোত্র, শিলিগুড়িতে Medicine Whole Sale business. পাত্রের জন্য যে কোনও বর্ণের, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832549914, 9832589840 (রাত্রি ৯টার পর)। (C/113246)

■ আলিপুরদুয়ারের ঔষধ (হোলসেল) ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, নরগণ, 41/5'-4", পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/অব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9733068751. (C/111863)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 31/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিত, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8101597044. (C/113245)

পাত্রী চাই

■ রায়গঞ্জ নিবাসী, 34+/5'-7", হাইস্কুল শিক্ষক (Hons./P.G.), (SSC-2013) English, NET Qualified পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Ph : 9641627412. (C/113261)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 27+/5'-6", B.Tech., MNC-তে কর্মরত (বাড়ি থেকে কাজ), শিক্ষিত, ভদ্র ও সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8250818872. (C/113247)

■ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, ২৮/৫'-৯", উচ্চশিক্ষায় গবেষণারত, অনূর্ধ্ব ২৪ পাত্রী চাই। ৯৫৬৩৫১২০৮১, ৯৪৩৪০৮২৯৯৩. (C/111870)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী (কায়স্থ), 5'-6", B.Tech., উড়িষ্যা টাটা পাওয়ারে কর্মরত। সুশ্রী উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9641890851 (Call). (C/113052)

■ পাত্র ঘোষ, 38+/5'-7", B.Com., শিলিগুড়িতে Hotel Kitchen Sup. ছোট সংসার, মা ও ছেলে, নেশা ও দাবিহীন পাত্রী চাই। কায়স্থ চলিবে। (W) 9601415631, (M) 9635483654. (C/112832)

পাত্রী চাই

■ বয়স ৩২+, M.Tech. পাশ, ব্যাঙ্গালোর-এর একটি MNC কোম্পানিতে কর্মরত (বাড়ি থেকেই কাজ করেন)। বাড়ি শিলিগুড়ি। পাত্রী কাম্য। (M) 8101254275. (C/113053)

■ সরকার, 34, Area Manager (MR)। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9832527946. (C/113260)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-8", M.Tech., নামী MNC-তে কর্মরত, বছরে 26-28 লাখ আয়। সুপাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9733066658. (C/113059)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮৬, সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল টিচার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/113053)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী ব্রাহ্মণ, কেঃ সঃ অতি উচ্চপদে থেকে রিটায়ার্ড, বিপত্নীক পাত্রের জন্য সদ্বংশীয়, নিঃসন্তান, ৪৫ ঊর্ধ্বের পাত্রী চাই। কোনও জাতিভেদ নাই। পাত্রী স্বয়ং যোগাযোগ করুন। মোঃ 8900525571. (C/113258)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, 38/5'-5", H.S. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী (মাসিক 30,000+) (মাথায় চুল কম আছে)। পাত্রের জন্য H.S. পাশ, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832308987. (C/113253)

■ সাহা, 5'-7", বয়স 32+, B.A. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত, ঘরোয়া, সাহা পাত্রী চাই। Mob : 9800359347. (C/113255)

■ পাত্র কায়স্থ, 32+/5'-8", M.Sc., Central Govt.-এ উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9432076030. (C/113058)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, পাত্র 33/5'-10", MBA, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেঃ সঃ কঃ, সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বঃবঃ/অসঃবঃ পাত্রী চাই। (M) 9593936867. (C/113050)

■ বয়স ৩৫+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্টেট গভঃ-এর PWD-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী খোঁজ হচ্ছে। (M) 7596994108. (C/113053)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, হিন্দু বাঙালি, কায়স্থ, MBA, সরকারি চাকরিজীবী, পিতা সরকারি আধিকারিক ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ দাবিহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/113053)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Sc., স্টেট গভঃ-এর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এর উচ্চপদ-এ কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/113053)

■ জেনারেল, 39+/5'-6", M.P., সিভিক পুলিশ। 30-এর মধ্যে সুন্দরী, ঘরোয়া/সঃ/বেঃ চাকরিরতা, নিঃসন্তান, ডিভোর্সি হলেও চলবে। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8167493302 (রাতে)। (C/111871)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১/৫'-৮", কাশ্যপ, সুঠাম, সুদর্শন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্নাতক, পঃ বঃ সরকার অধিগৃহিত অফিসে কর্মরত (উঃ বঃ) পাত্রের সুদর্শনা, অনূর্ধ্ব ২৮ পাত্রী কাম্য। 9434073532. (C/112829)

■ সাহা, 34/5'-9", রেলস্টেশন মাঃ (75 হাজার), ডিভোর্সি (১ মাসের বিবাহিত), কোচবিহার নিবাসী, সুদর্শন, দাবিহীন একমাত্র সন্তানের জন্য শুধুমাত্র অবিবাহিত, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8918762564. (C/113059)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/113053)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 30/5'-2", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কথা বলায় সামান্য অসুবিধা আছে, এইরূপ দাবিহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9932697539. (C/112833)

■ ঘোষ, 35, MBA, 5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। নর, সিংহ। ডিভোর্সি, সুদর্শন পাত্রের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001699369. (C/113267)

■ সাহা, 27+/5'-8", গ্র্যাজুয়েট। বেসরকারি কর্মরত, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট পাত্রী কাম্য। জাতিভেদ নেই। 9002785558. (C/113064)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩০, শিক্ষিত, গভঃ ব্যাংক-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/113053)

■ বয়স ৩৯, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা। স্টেট গভঃ-এর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে Range Forest অফিসার (RFO)। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/113053)

■ কায়স্থ, 32/5'-11", বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক (60 বছর), সুপ্রতিষ্ঠিত, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7319473421. (C/113248)

শীতের আমেজ

আগামী সোম ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা। এর ফলে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি কমতে পারে। শুরু হয়ে যেতে পারে শীতের আমেজ।

চিকিৎসককে হেনস্তা

মহিলা চিকিৎসককে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এক অ্যাপ বাইকচালকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় পূর্ব যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। বুকিং বাতিল করার পর তাঁকে অশ্লীল ভিডিও পাঠানো হয়।

গঙ্গাগ্রাসে নিমতলা

গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেল নিমতলা ঘাটের একাংশ। ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘাটের কাছে রবিঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রটিও বিপদে রয়েছে।

জখম মহিলা

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরে একটি পুকুরে স্নান করছিলেন মহিলা। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুরসভার আবর্জনা ফেলার গাড়ি পুকুরে পড়ে যাওয়ায় জখম হন তিনি। অভিযোগ, চালক মদ্যপ ছিলেন।

তরুণীর 'প্রেমিক'কে জিজ্ঞাসাবাদ, ঘরে মদের বোতল

সঙ্গীর ফ্ল্যাটে অর্ধনগ্ন দেহ

কলকাতা, ২ নভেম্বর : গড়ফায় প্রেমিকের ফ্ল্যাট থেকে শনিবার অর্ধনগ্ন অবস্থায় এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ফ্ল্যাটের ভিতরে তাঁকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তারপর তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু তরুণীর মৃত্যুতে ক্রমশ রহস্য দানা বেঁধেছে। ইতিমধ্যেই গড়ফা থানার পুলিশ তাঁর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতার পরিবারের দাবি, ওই তরুণীকে খুন করেছেন তাঁর প্রেমিক। জানা গিয়েছে, প্রেমিক বিকাশ মণ্ডলের সঙ্গে বেশ কয়েকবছর সম্পর্ক ছিল মৃতা মধুরিমা রায়ের। বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর বাড়িতেই ছিলেন ওই তরুণী। মদ্যপানের কারণে অসুস্থ হয়ে নাকি মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রের খবর, গড়ফার শহিদনগর এলাকায় প্রেমিকের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত ছিল ৩৫ বছরের তরুণীর। তাঁরা প্রায়ই মদ্যপান করতেন। পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণীকে উদ্ধারের সময় ফ্ল্যাট থেকে মদের বোতল ও সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে। প্রেমিক বিকাশ মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর ২০১৩ সালে বিয়ে হয়েছিল। ২০২০ সাল থেকে স্বামী সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। তারপরই বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান মধুরিমা। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রাক্তন স্বামী সত্যজিৎও ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁর দাবি, বিকাশ মণ্ডল তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। বিকাশ মাদকাসক্ত ছিলেন। নেশা করে তরুণীকে মারধরও করতেন তিনি। বেশ কিছুদিন নেশামুক্তি কেন্দ্রেও রাখা হয় বিকাশকে। তরুণীর পরিবারও বিকাশের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছে। তাঁর বোন জানান, অভিযুক্ত তরুণের ফোন পেয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেন মধুরিমার দেহ পড়েছিল। তাঁর দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। বাড়িতে বিকাশ ও তাঁর মা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেননি।

মৃতার বাবার বক্তব্য, বিকাশ নামে ওই তরুণ তাঁদের মেয়ের ওপর অত্যাচার করতেন। তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্ত প্রেমিক বিকাশের মা জানান, ওই তরুণী ও বিকাশ প্রচুর মদ্যপান করতেন। তাঁদের ফ্ল্যাটে ওই তরুণী প্রায়ই আসতেন। বিকাশও বিবাহিত ছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে দেয়। বিকাশ খুনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি সকালে মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই। এসে দেখি ও পড়ে রয়েছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি। তাই গায়ে চাদরও দিয়ে দিয়েছিলাম। পরে ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া পাইনি। প্রতিবেশীদের থেকে সাহায্য চাই। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেননি। তারপর ওর পরিবারের সদস্যদের এবং পুলিশকে খবর দিই।' তরুণীর এই রহস্যমৃত্যুতে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন তরুণী। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট হতে পারবে পুলিশ।

যা জানা গিয়েছে

- প্রেমিক বিকাশ মণ্ডলের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর সম্পর্ক ছিল মৃতার
- বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর বাড়িতেই ছিলেন ওই তরুণী
- মদ্যপানের কারণে অসুস্থ হয়ে নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু খতিয়ে দেখছে পুলিশ

অল সোলস ডে'তে প্রিয়জনের স্মরণে। টালিগঞ্জের একটি সমাধিক্ষেত্রে। শনিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

উচ্চমাধ্যমিকে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাম্মানিক দেবে সংসদ

কলকাতা, ২ নভেম্বর : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীকে সাম্মানিক দেওয়ার কথা ঘোষণা করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এতদিন শুধুমাত্র ডিআই বা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের এই সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হত। তবে ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ এনে ইতিমধ্যেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

আগামী বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীকে ওই ভাতা দেওয়া হবে। শিক্ষা সংসদ এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডিআইদের ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। অথচ যুগ্ম আহ্বায়কদের মাত্র আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। যুগ্ম আহ্বায়কদের বক্তব্য, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্ত দায়িত্বভার তাঁরাই সামলান। জেলায় কতগুলি পরীক্ষাকেন্দ্র, মূল কেন্দ্র ও কতগুলি সাব-ভেনু হবে তা ঠিক করে দেন তাঁরাই। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা পরিচালনার বৈঠক, পরীক্ষার সময় কোনও অভিযোগ উঠলে তা নিষ্পত্তি করার দায়িত্বে থাকেন তাঁরাই। অথচ তাঁদের ভাতা ডিআইদের তুলনায় নগণ্য। জয়েন্ট কনভেনারদের অধীনে থাকা ডিএসইদের ১৫০০ টাকা, পরীক্ষার ভেনুর দায়িত্বে থাকা কাউন্সিল নমিনিকে ৬০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সেন্টার ইনচার্জদের ১৫০০ টাকা, ভেনু সুপারভাইজারদের ১৫০০ টাকা ও যাঁরা প্রশ্ন দেখভাল করবেন তাঁদের ৭০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ভাতার এই অঙ্ক নিয়েই শুরু হয়েছে ক্ষোভ।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'আগে এই সাম্মানিক দেওয়া হত না। এই প্রথম সাম্মানিক দেওয়া শুরু হল। পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

অয়নের বন্ধুর মৃত্যুতে চাপে তদন্তকারীরা

কলকাতা, ২ নভেম্বর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম সাক্ষী হিসেবে সৌমিক চৌধুরী ওরফে বাপ্পাকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল ইডির। কিন্তু শুক্রবার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সৌমিকের মৃত্যুর ফলে চাপে পড়লেন তদন্তকারীরা। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অয়ন শীলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সৌমিক। অয়নের ব্যবসায়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন তিনি। তাঁর কাছে অয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। ফলে সৌমিকের মৃত্যুতে তদন্তে বেশ খানিকটা ধাক্কা খেলেন ইডি আধিকারিকরা।

হুগলির চকবাজারের পাশে মোগলপুরার সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারের সন্তান সৌমিক। এলাকায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের যথেষ্ট সুনাম ছিল। এলআইসির এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতেন তিনি। অয়নের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর সংস্থায় কাজ শুরু করেছিলেন সৌমিক। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, অয়ন সম্পর্কে তথ্য জানতে সৌমিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছিল। কারণ, তাঁরা দুজনে বেশ কয়েকটি সংস্থা চালাতেন। এজেন্ট হিসেবে টাকার বিনিময়ে পুরসভায় চাকরির ব্যবস্থা করে দিতেন। তাই পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়নের ভূমিকা নিয়ে তাঁর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশায় ছিলেন তদন্তকারীরা। তাঁকে বেশ কয়েকবার ইডি জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। সিবিআইয়ের চার্জশিটেও সৌমিকের নাম রয়েছে।

লালবাজারে সেলিমের নালিশ

কলকাতা, ২ নভেম্বর : তাঁর পোস্ট বিকৃত করে তাঁকে 'ধর্ষক' তকমা দেওয়ার অভিযোগে লালবাজারের দ্বারস্থ হলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে গণস্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন তিনি। সেই পোস্ট দলের এক সমর্থক শেয়ার করে লেখেন, 'তিলোত্তমার সুবিচারের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন মহম্মদ সেলিম।' সেই পোস্টটিই রিপোস্ট করে পার্থ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'একজন ধর্ষক এক ধর্ষিতার বিচারের জন্য সই সংগ্রহ করছেন।' অপপ্রচার ও অপমানজনক মন্তব্যের অভিযোগে লালবাজারের সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

সাত বছর পর জেলমুক্তি

কলকাতা, ২ নভেম্বর : দাদাকে খুনের মামলায় সাত বছর জেলে কাটানোর পর হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তি পেলেন এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পায়নি আদালত। তাই তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তাঁর বড় দাদাকে খুনের অভিযোগ ওঠে। নিম্ন আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। আর এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিযুক্ত রণদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয়কুমারের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই ঘটনার ভিত্তিতে যে তথ্যপ্রমাণ রয়েছে তাতে অভিযুক্তের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে অস্পষ্টতা রয়েছে।

জোড়াবাগানে খুনের তদন্তে নয়া মোড়

কিশোরের ব্ল্যাকমেল

কলকাতা, ২ নভেম্বর : জোড়াবাগানে প্রৌঢ় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুনের ঘটনায় দ্বাদশ শ্রেণির এক নাবালককে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, শুধুমাত্র নাবালকের মায়ের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কই এই ঘটনার নেপথ্য কারণ নয়। ওই প্রৌঢ়কে টাকার জন্য ব্ল্যাকমেলও করত নাবালক। মায়ের সঙ্গে অভিজিতের বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি নিজের কাছে রেখে দেয় সে। সেই ছবি দেখিয়েই অভিজিতের কাছ থেকে টাকা চাইত। অভিজিতের বাড়িতেও অভিযুক্তের যাতায়াত ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এই টাকাপয়সা দেওয়া নিয়ে বিবাদের কারণে নাবালক তাঁকে খুন করেছে কি না তা জানতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার জোড়াবাগানের একটি বাড়ি থেকে প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টা পর অভিযুক্তকে নদিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, নাবালকের মায়ের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল অভিজিতের। তার জেরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করেছে সে। ঘটনার সম্পর্কে বিশদে তথ্য পেতে গিয়ে তদন্তকারীরা জানতে পারেন নাবালক অভিজিৎকে ব্ল্যাকমেল করত। অভিজিতের বাড়ির সম্পূর্ণ নকশা তার জানা ছিল। তাই তাঁকে খুনের পর চিলেকোঠার ঘরের পিছনের দরজা থেকে সে পালিয়ে যায়। তার আগে অভিজিতের সোনার চেন, আংটি লুট করে নাবালক। মৃতের মোবাইল থেকে অ্যাপ ক্যাব বুক করার চেষ্টাও করে সে। সেই সূত্রে পুলিশের ফাঁদে পড়ে যায়। তাকে জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হয়।

অন্নকূট উৎসবের একটি মুহূর্ত। শনিবার কলকাতার নববৃন্দাবনে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কেষ্টকে ফোন মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ নভেম্বর : গোরু পাচার মামলায় বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তার হওয়ার পর জেলার সাংগঠনিক দেখভালের জন্য ৭ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর নির্দেশ ছিল, প্রতি মাসে অন্তত চারটি করে বৈঠক করবে কোর কমিটি। কিন্তু অগাস্ট মাসের পর থেকে কোর কমিটি আর বৈঠকে বসেনি। তা নিয়ে জেলা তৃণমূলে অনুব্রতর ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিহার জেল থেকে ফিরে এসেছেন অনুব্রত। বীরভূমে নিজের দাপট ফিরে পেতে চাইছেন। এখানেই জেলা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। জেলায় তৃণমূলের যতগুলি বিজয়া সম্মিলনি হয়েছে, তার কোনওটিতেই কাজল ও কেষ্ট এক মঞ্চে আসেননি। এই ঘটনায় বিব্রত তৃণমূল। তারপরই অনুব্রতকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত কোর কমিটির বৈঠক ডেকে দলের মতানৈক্য কাটিয়ে ফেলতে হবে বলেও তিনি নির্দেশ দেন।

তবে দীর্ঘদিন ধরে কোর কমিটির বৈঠক না হওয়ার পিছনে কোর কমিটির আহ্বায়ক তথা সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীকে দায়ী করেছেন কাজল শেখ। কাজল বলেন, 'প্রতি মাসে অন্তত চারটি বৈঠক করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন দলনেত্রী। কিন্তু এতদিন কেন বৈঠক হয়নি? তবে দলনেত্রী যা নির্দেশ দেবেন, সেই মতোই আমরা চলব। অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে বৈঠকে বসতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু উনি কোর কমিটির সদস্য নন। উনি বৈঠক ডাকতে পারেন কি?' অনুব্রত অবশ্য কাজলের এই মন্তব্যের সরাসরি কোনও জবাব দেননি। তিনি বলেন, 'কোর কমিটির সদস্যরা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভালো কাজ করেছিলেন। সেই কারণেই জেলার ১১টি বিধানসভা আসনেই আমরা এগিয়েছিলাম। কালীপুজো, ভাইফোঁটা মিটলেই কোর কমিটির বৈঠক হবে।'

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন কোর কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। কিন্তু জেলে থাকলেও অনুব্রতকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরাননি মমতা। তাই অনুব্রত ফিরে আসার পর তাঁর বৃত্তের লোকজন ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে কাজল জেলা রাজনীতিতে অতি সক্রিয় ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে কাজল-কেষ্টর দ্বন্দ্বে উদ্বিগ্ন রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। বিষয়টি দলনেত্রীর কানেও গিয়েছে। তারপরই অনুব্রতকে ফোন করেন তিনি। একই সঙ্গে কাজলকেও সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বীরভূমে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্ষোভ

মহিলা কামরায় সফর, ধৃত ১৪১৩

কলকাতা, ২ নভেম্বর : মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষায় কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে মহিলা কামরায় পুরুষ যাত্রী উঠলেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গত এক মাসে অভিযান চালিয়ে মহিলা কামরায় ওঠার অভিযোগে রেল পুলিশ ১,৪১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'কিছু পুরুষ যাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলা কোচে ওঠেন। বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও কথা শোনেন না। বাধ্য হয়ে এই অভিযান।' গত এক মাসের অভিযানে পূর্ব রেলের হাওড়া শাখায় ২৬২ জন, শিয়ালদায় ৫৭৫ জন, মালদায় ১৭৬ জন ও আসানসোলে ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহিলা যাত্রীদের উদ্দেশে রেলের বার্তা, কামরায় পুরুষ যাত্রী দেখলেই ১৩৯-এ ডায়াল করুন।

'একলা চলো'র বার্তা নিয়ে দিল্লিতে শুভঙ্কর

কলকাতা, ২ নভেম্বর : 'একলা চলো' নীতি নিয়ে চলতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বে আসার পরেই কর্মীদের এই ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভঙ্কর সরকার। এরাজ্যে কংগ্রেসের গতিবিধি কোন পথে, কোন পরিকল্পনায় এগোবে তা নিয়ে জেলাভিত্তিক কর্মীদের মতামত জানতে তৎপর হয়েছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, সেই মতোই জেলাভিত্তিক রিপোর্ট বিধান ভবনে আসার পর তা নিয়ে দিল্লি গিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। দলের হাইকমান্ডের কাছে কর্মীদের মনোভাব বিস্তারিতভাবে জানাবেন তিনি।

রাজ্যে ৬টি আসনে উপনির্বাচনে কোন পথে এগোনো উচিত তা জানতে জেলাভিত্তিক রিপোর্ট চেয়েছিল বিধান ভবন। জেলা সভাপতিদের সঙ্গে প্রদেশ সভাপতির এই নিয়ে একাধিকবার বৈঠকও হয়। সূত্রের খবর, ওই আসনগুলির দায়িত্বে থাকা সভাপতিরা 'একলা চলো'র পক্ষেই সওয়াল করেছেন। জেলাভিত্তিক রিপোর্টেও প্রদেশ কংগ্রেস একক শক্তিতেই এগিয়ে চলুক, এই মতই জানিয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, বামেদের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি নিয়েও হাইকমান্ডের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছে। জেলাভিত্তিক সমস্ত মতামত এবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে জানাবেন শুভঙ্কর। সমস্ত শোনার পর হাইকমান্ড কী জানায় সেটাই এরাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের আগ্রহের বিষয়।

প্রথা ভেঙে প্রতিবাদের ভাষা

কলকাতা, ২ নভেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে মিটিং, মিছিল, সভা, অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছিলেন সাধারণ মানুষ। রবিবার ভাইফোঁটা। তার আগে শনিবার আরজি কর কাণ্ডের রেশ বজায় রাখতে ভিন্ন পন্থায় প্রতিবাদ জানানো হল। এদিন গড়িয়ায় সিপিএমের যুব নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বোনেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বোনফোঁটার আয়োজন করেন। প্রথা ভেঙে মহিলাদের কপালে ফোঁটা দিয়ে বললেন, 'বোনের কপালে দিলাম ফোঁটা, ধর্ষকের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' এছাড়াও হাওড়া ময়দানের কাছে গঙ্গার ধারে তেলকল ঘাটে বোনফোঁটার আয়োজন করেন পরিবেশ সুভাষ দত্ত।

আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ। সেই প্রতিবাদ জিইয়ে রাখতে অন্যরকমভাবে দিনটি পালন করা হয়। গড়িয়ায় সৃজনের নেতৃত্বে বামপন্থী ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের তরফে বোনফোঁটার আয়োজন করা হয়। ফোঁটার মন্ত্রেও নতুনত্ব আনা হয়।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গর্ভপাত

থানায় সালিশি, টাকা নিয়ে রফা

কলকাতা, ২ নভেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে দু'বার গর্ভপাত করাতে বাধ্য করেন প্রেমিক। তারপরেও তাঁকে বিয়ে না করায় তরুণী মিনাখাঁ থানায় অভিযোগ জানান। কিন্তু পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে উলটে থানাতেই সালিশি করে অভিযুক্তর থেকে দেড়লক্ষ টাকা নিয়ে বিষয়টি রফা করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তরুণী। তাঁর আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরী আদালতে জানান, পুলিশ এফআইআর করার বদলে থানাতেই সালিশি করে দেড়লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিষয়টি মিটমাট করিয়ে নিতে চায়। তরুণীকে ৩৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। অভিযোগ শুনে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। আগামী সপ্তাহেই এই ঘটনায় পুলিশের থেকে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, তরুণী একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন। ২০২১ সালে অভিযুক্ত সুমন বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সুমন তৃণমূল নেতা হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেন অভিযুক্ত। অভিযোগ, ২০২৩ সালে তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে অভিযুক্ত তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গর্ভপাত করতে বাধ্য করেন। কিন্তু তারপরও অভিযুক্ত তাঁকে বিয়ে করেননি। তরুণীর আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরী জানান, এবছর আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন তরুণী। এবারও তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গর্ভপাত করানো হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মিনাখাঁ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ থানাতেই পঞ্চায়েত বসিয়ে অভিযুক্তর থেকে টাকা নিয়ে বিষয়টি রফা করে দেয়। দেড়লক্ষ টাকা থেকে নির্যাতিতাকে ৩৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। হাইকোর্টে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তরুণীর বাবাকে তুলে নিয়ে গিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

রাজ্যের আইনজীবী আদালতে জানান, তরুণীর বাবা ১৬ অক্টোবর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওই তরুণী ই-মেল মারফত পুলিশকে অভিযোগ পাঠিয়েছেন। তরুণীর আইনজীবী বলেন, 'আমার মক্কেলের বাবা নিরক্ষর। তাই তিনি লিখিত অভিযোগ কীভাবে দেবেন?' এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেন। যদিও মিনাখাঁ থানার তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

ছটপুজোর আগে। শনিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

বিধায়কের খোঁজে

কলকাতা, ২ নভেম্বর : এলাকায় দেখা পাওয়া যাচ্ছে না বলে বসিরহাট উত্তরের তৃণমূল বিধায়কের সন্ধান চেয়ে পোস্টার পড়ল তাঁর বাড়ি ও অফিসের সামনে। আর এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে তৃণমূলেরই সম্মানরক্ষা কমিটির নামে। শনিবার সকাল থেকে এই পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

বসিরহাট উত্তর বিধানসভা মুরারিশায় বাড়ি তৃণমূল বিধায়ক রফিকুল ইসলামের। এদিন সকালে ওই এলাকাতেই তাঁর ছবি সহ বেশ কিছু পোস্টার পড়েছে। পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'এই ব্যক্তির নাম রফিকুল ইসলাম। পেশায় বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক। আগে বিধানসভায় যেতেন লাল পোশাকে। পরবর্তীতে সবুজ পোশাকে।... যদি কেউ এঁনাকে পেয়ে থাকেন, দয়া করে ফোন করে জানাবেন'। পোস্টারের সঙ্গে একটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। প্রিন্টার্স লাইনে লেখা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সম্মানরক্ষা কমিটি।

২০২১ সালে তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক হন রফিকুল। তার আগে তিনি সিপিএমের বিধায়ক ছিলেন। রফিকুলের দাবি, যাঁরা এই পোস্টার দিয়েছেন, তাঁরা কেউ তৃণমূল সমর্থক নন। এটা বিরোধীদের কীর্তি। তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে কালিমালিপ্ত করার জন্যই এই পোস্টার।

কলকাতায় সর্বোচ্চ দূষণ

কলকাতা, ২ নভেম্বর : অন্যবারের তুলনায় এবার শব্দবাজি কম পুড়লেও কালীপুজোর রাতে কলকাতা শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণের মাত্রা কিন্তু উদ্বেগজনক ছিল। দিল্লির সঙ্গে দূষণের দিক থেকে রীতিমতো পাল্লা দিয়েছে এরাজ্য। বাতাসে অতি সূক্ষ্ম দূষণকণার পরিমাণ ওই রাতে সর্বোচ্চ ৫০০ মাইক্রো গ্রাম ছুঁয়েছিল বহু জায়গায়।

প্রতি বছরই উৎসবের দিনগুলিতে বাতাসে দূষণের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। সেই দূষণ প্রতিরোধেই সচেষ্ট থাকে রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রতিবারই দূষণের মাত্রা বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতে কলকাতার বালিগঞ্জে প্রতি ঘন মিটার বাতাসে অতি সূক্ষ্ম দূষণকণা (পার্টিকুলেট ম্যাটার বা পিএম)-র পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল ৫০০ মাইক্রো গ্রাম। দূষণের পরিমাণ একই ছিল যাদবপুর ও বিধাননগরে। তাদের সঙ্গেই ছিল হাওড়ার ঘুসুড়ি এলাকা। ওই রাতে দিল্লি বিমানবন্দর এলাকায়ও প্রতি ঘন মিটার বাতাসে অতি সূক্ষ্ম দূষণকণার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৫০০ মাইক্রো গ্রাম। দিল্লির আনন্দ বিহার এলাকায়ও দূষণ ছিল একই মাত্রায়।

এই তথ্য সামনে আসতেই রীতিমতো উদ্বেগে পড়েন পরিবেশবিদরা। প্রতি ঘন মিটার বাতাসে ৫০ মাইক্রো গ্রাম পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার উপস্থিতিকে স্বাভাবিক বলা হয়। ১০০ মাইক্রো গ্রাম পর্যন্ত এই মাত্রা সন্তোষজনক। কিন্তু প্রতি ঘন মিটার বাতাসে ৪০০-র বেশি অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা থাকাকেই গুরুতর বলা হয়। কালীপুজোর রাতে কলকাতায় এই মাত্রা ছিল ৫০০ মাইক্রো গ্রাম। এতেই চিন্তিত পরিবেশবিদরা।

মাছ-মাংস, মিষ্টির দাম আকাশছোঁয়া

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২ নভেম্বর : পুজো থেকেই বাজারে জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। ভাইফোঁটা আসতেই শাকসবজি থেকে মাছ-মাংস ও মিষ্টি কিনতে কার্যত ছ্যাঁকা লাগছে মধ্যবিত্তের।

রবিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্কের এই উৎসব। ঘরে ঘরে তাই আনন্দের ফোয়ারা। ভাইদের সামনে বোনেরা সাধ্যমতো পছন্দের খাবার তুলে দিতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু বাদ সাধছে বাজারদর।

শনিবার থেকেই বেগুনের কেজি ১০০ টাকা ছুঁয়েছে। ফুলকপি ৫০-৬০ টাকা পিস, বাঁধাকপি ৮০ টাকা, কেজি পিছু পটল ৬০ টাকা, ক্যাপসিকাম ১২০ টাকা, বিনস ১৫০ টাকা, গাজর ৮০-১০০ টাকা, পেঁয়াজ ৭০-৮০ টাকা, রসুন ৩৫০-৪০০ টাকা, কাঁচা লংকা ১৫০ টাকা, আলু ৩৫-৪০ টাকা। খাসির মাংস ৮০০-৮৫০ টাকা, মুরগির মাংস ২৩০ টাকা, কাতলা মাছ ৩৫০ টাকা, রুই ২০০-২৫০ টাকা, গলদা চিংড়ি ৮০০ টাকা, তপসে ৭০০-৮০০ টাকা, ইলিশ ১৬০০-২০০০ টাকা (ওজন অনুযায়ী), ভেটকি ৮০০ টাকা, পমফ্রেট ৬০০ টাকা।

ভাইফোঁটা মানেই হরেকরকম মিষ্টির সমাহার। শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় এলাকায় মিষ্টির দোকানে থিকথিকে ভিড়। আগেভাগেই 'ভালো' মিষ্টি কিনে রাখার জন্য দোকানে ভিড় জমান বোনেরা। সন্দেশ, রসগোল্লা, রসকদম্ব, বাদশাভোগ, মোহনভোগ, খাজা সহ বিভিন্ন মিষ্টির দাম বেড়ে ২০-২৫ টাকা হয়েছে। এর সঙ্গে আছে ভাইদের জন্য বিশেষ মিষ্টি। তার দাম ৪০-৫০ টাকা। স্বভাবতই মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়ছে সব জোগাড় করতে।

নানারকম মিষ্টি। ভাইফোঁটার আগেরদিন সিউড়িতে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

ডুয়ার্স উৎসব কমিটির বৈঠক। শনিবার আলিপুরদুয়ারে।

বাড়তে পারে ডুয়ার্স উৎসবের সময়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ নভেম্বর : দিনক্ষণ ঠিক না হলেও এবছরের শেষের দিকে ১৯তম ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন করা হতে পারে। শনিবার ডুয়ার্স উৎসবের বৈঠকে এমনই আলোচনা হয়েছে। মাদারিহাটে উপনির্বাচনের জন্য জেলায় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠকে না থকলেও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী বৈঠকে সবাই উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছে উৎসব কমিটি।

এদিন আলিপুরদুয়ার পুরসভার অবকাশ ভবনে ডুয়ার্স উৎসবের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে ১৮তম ডুয়ার্স উৎসবের আয়ব্যয়ের হিসেব ছাড়াও ১৯তম ডুয়ার্স উৎসব আয়োজনের প্রাথমিক আলোচনা হয়। এবিষয়ে উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'ডুয়ার্স উৎসব সমিতির যে নিয়ম রয়েছে, সেই মোতাবেক হিসেব দিতে হত। সেটাই দেওয়া হল। সেখানে আগামী ডুয়ার্স উৎসব করা নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে। সবাই চাইছে উৎসব হোক।' ১৮তম ডুয়ার্স উৎসবের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, উৎসব কমিটির ব্যয় হয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। আয় তার থেকে কিছুটা বেশি। আরও কয়েকটি জায়গা থেকে টাকা আসা বাকি রয়েছে। সেটা এলে উৎসব কমিটির হাতে কত টাকা থাকবে, সেটা বোঝা যাবে।

বৈঠকে অনেকেই এবছরের উৎসবের দিনক্ষণ বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব দেন। বিগত কয়েক বছর ধরে এই উৎসব ১১ দিন হয়ে আসছে। এবছর তা ১৩ বা ১৫ দিন করার প্রস্তাব এসেছে। সেটা নিয়ে আগামী বৈঠকে সিদ্ধান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, উৎসবে নতুন কিছু যোগ করা যায় কি না তা নিয়ে প্রস্তাব আসে। 'ডুয়ার্স আইডল' নামে কোনও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করা যায় কি না, সেটা নিয়েও প্রস্তাব এসেছে।

উত্তরে শীতের আমেজ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : চেনা মুখগুলি না দেখে সাতসকালে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন রমাকান্ত আচার্য। প্রতিদিনের অভ্যাসে হঠাৎ কেন ছেদ পড়ল কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। রাত জেগে মণ্ডপ দর্শনের কথা নেই কারও, তাহলে কেন কামাই, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন নিজে থেকেই। একা একা মাঠের চারপাশে চক্কর কাটতে কাটতে এক এক করে সকলের দেখা পেয়ে হাসি ফিরল তাঁর। এখন থেকে যে আর সাড়ে পাঁচটা নয়, সাড়ে ছ'টায় দেখা মিলবে, জানিয়ে দিলেন সকলেই। সুবিমল বসু বললেন, 'ঠান্ডা পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন বুড়ো হাড়ে ঠান্ডা লাগলে রক্ষে নেই।' তাঁর শীতবার্তা যে খুব একটা ভুল নয়, তা কলেজপাড়ার রাস্তার ছবিতেই স্পষ্ট। অধিকাংশই গলায় মাফলার জড়িয়েছেন, গায়ে চড়িয়েছেন উইন্ডচিটার।

এবছরের অক্টোবর উষ্ণতার নিরিখে নতুন রেকর্ড করেছে, ছাপিয়ে গিয়েছে গত শতককে। ১৯০১ সালের অক্টোবরে দেশের গড় তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবছর তা বেড়ে হয়েছে ২৬.৯২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অর্থাৎ তাপমাত্রা বেড়েছে ১.২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই তথ্য সামনে আনার পাশাপাশি দেশে এবছর শীত দেরিতে, সেই বার্তাও দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় নিম্নচাপের জন্য জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসের প্রবেশ এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অনুপস্থিতির জন্য এমন পরিস্থিতি, বলছেন আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। কিন্তু শিলিগুড়ি সহ হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে এখন শীতের আমেজ। কালীপুজোর রাতের বৃষ্টিতে হঠাৎই তাপমাত্রার পতন।

কিছুদিন ধরেই দুপুরের অস্বস্তিতে শীতের খোঁজ চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতের বৃষ্টি কালীপুজোর আনন্দ মাটি করলেও, ফিরিয়ে এনেছে প্রতীক্ষিত সেই শীতের আমেজ। বৃষ্টির হাত ধরেই ২৪ ঘণ্টার হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে ৪-৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যেমন বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেখানে পরবর্তীতে তা কমে দাঁড়ায় ২৭.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ৩১.৫ থেকে কোচবিহারে কমে দাঁড়ায় ২৬.৫-এ। শৈলরানি দার্জিলিং ২০.৬ ডিগ্রি থেকে কমে দাঁড়িয়ে ১৬.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। শুধু সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নয়, সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও ২৪ ঘণ্টায় তফাত ঘটেছে ১-২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আগামী দিনগুলিতে তাপমাত্রার আরও পতনের পূর্বাভাস মিলছে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতে। ব্যতিক্রম শুধু গৌড়বঙ্গ। মালদা, বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জের মতো শহরগুলিতে এখনও শীতের পরশ পাওয়া যাচ্ছে না। বরং তাপমাত্রা অক্টোবরের মতোই উষ্ণ। গৌড়বঙ্গে তেমন বৃষ্টি না হওয়ার জন্যই এমন পরিস্থিতি, বলছেন আবহাওয়াবিদরা।

সপ্তাহের শুরুতে অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। অসমের উপর ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার পাশাপাশি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশে আগামী সোমবার উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস মিলছে। আর বৃষ্টি যদি পড়ে, তবে এবার লেপ-কম্বলেও হাত পড়বে।

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Installation of 2 Nos. of Seed Processing Unit under RKVY 2023-2024 & Construction of 6 Nos. 100MT Godown, Construction of 4 Nos. of SHG work shed cum sales counter, Installation of 2 Nos. of Oil Mill (Mustard) under RKVY 2024-2025. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)

SINGHAM AGAIN

Xing : Ajay Devgan, Kareena Kapoor, Akshay, Dipika, Ranbir Singh
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

মালিগাঁওএ মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৮ অফ ২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারির দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এন-২০২৪-২৫-০৮-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউ। কাজের নামঃ সম্পূর্ণ মালিগাঁও এবং পাণ্ডু এলাকা সহিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় পরিসরে স্থাপন করা বিভিন্ন টেলিকম গীয়ারের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৩,৩৪,৬৬৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট সিগন্যাল এবং টেলিকম অভিযন্তা/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No.- 17 (e)/EO/K-I PS of 2024-25, Date- 30.10.2024 by the E.O, Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in/ www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 15.11.2024 upto 11:00 hours.

E.O.
Kaliachak-I PS, Malda

নিউ জলপাইগুড়িতে পণ্য শেডে পার্কিং চুক্তি

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-পার্কিং-এনজেপিজি। নিলাম শুরু ঃ ১৩-১১-২০২৪ তারিখে ১০:৩০ ঘন্টায়। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; দিন ঃ ১০৯৫।

ক্রম. নং.	লট নং/ক্যাটাগরি	স্টেশন
এ/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিডি-১০৪-২৪-১	নিউ জলপাইগুড়ি পণ্য শেডে পার্কিং

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৩-১১-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ-এর সময়কাল হচ্ছে ৩০ মিনিট। ক্রমাগত লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

শেষমেশ উদয়নের পাশেই তৃণমূল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : আবাস যোজনার টাকা নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনের মধ্যে বচসার ঘটনায় অবশেষে উদয়নের পাশেই দাঁড়াল দল। আবাস যোজনার টাকা নিয়ে উদয়নের বিরুদ্ধে করা বংশীবদনের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব। পাশাপাশি গোটা বিষয়টি তাঁরা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে এনেছেন বলেও জেলা নেতৃত্বে জানিয়েছেন। উদয়ন ও বংশীর মধ্যে বচসার ঘটনায় সিতাই উপনির্বাচনের আগে কোচবিহারে তৃণমূল যে অস্বস্তিতে পড়েছে তা পরিষ্কার।

শনিবার গোটা বিষয়টি নিয়ে বংশীর কঠোর সমালোচনা করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। তিনি বলেন, 'আবাস যোজনার ঘরের টাকা নিয়ে উদয়ন যেটা বলেছেন, তা দলীয় কর্মীদের দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের সংযত করতে বলা।' উদয়নের কথার সূত্র

বংশীকাণ্ড

ধরে গ্রেটার নেতা বংশীবদনের দাবি ছিল, আবাস যোজনার টাকা মন্ত্রীও পান। হিপ্পির মতে, এটা তাঁর চরম ঔদ্ধত্য। এটা তাঁদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক এবং দলের প্রতিটি কর্মীর কাছে অসম্মানের। হিপ্পি বলেন, 'বংশীবদন বর্মন নিজে রাজ্য সরকারের দুটি দায়িত্বশীল পদে থেকে বারবার রাজ্য সরকারের সমালোচনা করছেন। মন্ত্রীদের নাম ধরে প্রকাশ্যে অসম্মানজনক বিবৃতি দেওয়ায় আমরা দলের পক্ষ থেকে এই বিষয়টার নিন্দা করছি। সংবাদমাধ্যমে বংশীবদন বর্মনের বিবৃতি আমরা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।' এবিষয়ে বংশীবদনকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'ওরা কাকে জানাবে না জানাবে সেটা ওদের দলের বিষয়। এই নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই।'

তৃণমূলের সহযোগী হয়েও বংশীবদনের এমন অভিযোগ আনায় বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়েছিল। দল সেই সময় বংশীবদনের সমালোচনা না করায় উদয়ন ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। এবিষয়ে দলের কোচবিহারের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'উদয়ন সম্পর্কে বংশীবদন বর্মনের বক্তব্যের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাঁর কোনও এক্তিয়ার নেই আমাদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলার।'

অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার অধীনে বিভিন্ন কাজের টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা: ... তারিখ: ২৯-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ... টেন্ডার রাশি: ... বায়না রাশি: ... টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এসএন্ডটি/এপিডিজে/ ... তারিখ: ৩০-১০-২০২৪; ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টিএডিকে- গুলির পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগের জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি

রেল মন্ত্রকের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ ইউনিট টিএডিকে -এর পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগের জন্য "এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)" -এর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। টেন্ডার নং.: ই/২৮৩/II (ই. পিয়ন) ডিবিডব্লিউএস, তারিখ ঃ ৩০-১০-২০২৪; সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর), রেল মন্ত্রকের অধীনে ডিবিডব্লিউএস ইউনিট টিএডিকে- গুলির পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগের জন্য ইওআই (এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট) -এর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যার জন্য সিডব্লিউএম/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ অফিসে অর্থাৎ সিনিয়র ডিপিও/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ইওআই প্রস্তাব জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০১-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ০১-১২-২০২৪ তারিখে ১৬:৩০ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

ইওআই জন্য প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য কাজের সুযোগ, যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা, ফর্ম এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে বিশদ ইওআই নথি এনএফআর, ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ ইউনিটের ওয়েবসাইট https://nfr.indianrailway.gov.in/view section.jsp?lang=0&id=0.6.655.660 থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে এবং এটি ০১-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বা তার আগে সিডব্লিউএম/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ অফিসে অর্থাৎ সিনিয়র ডিপিও/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ অফিস, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১ -এ জমা দিতে হবে। একই দিনে ১৬:৩০ ঘন্টায় টেন্ডার খোলা হবে এবং টেন্ডার খোলার সময় আপনার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কোনো কারণ উল্লেখ না করে প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং এই বিষয়ে কোন দাবি/বিবাদ গ্রহণ করা হবে না।

সিনিয়র ডিপিও/ডিবিডব্লিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রাঁধুনিতে ভাইফোঁটা বিশেষ পর্বে মশলাদার দহি মাটন রাঁধবেন নন্দিনী মণ্ডল এবং পূর্ণ বক্সী। দুপুর ১.৩০মিনিটে **আকাশ আটে**

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সবুজ সাথী, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধ্যা ৭.০০ মানিক, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৪০ আশ্রিতা, রাত ৮.২০ দেবী, রাত ১১.৫০ সহজপাঠের গপ্পো

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ কমলার বনবাস, দুপুর ২.০০ পুত্রবধূ, বিকেল ৪.৩০ পিতা মাতা সন্তান, সন্ধ্যা ৭.০০ সত্যমিথ্যা, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাটের গুরু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাজনর্তকী, সন্ধ্যা ৭.৩০ বস্তির মেয়ে রাধা

শাদি মে জরুর আনা দুপুর ১.৫৩মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্সে**

সহজপাঠের গপ্পো রাত ১১.৫০মিনিটে **জলসা মুভিজে**

বাহুবলি ২ : দ্য কনক্লুশন বিকেল ৪.২৫মিনিটে **এন্টারটেন মুভিজে**

ফাইটার বিকেল ৪.৩২মিনিটে **স্টার গোল্ডে**

ফের চর্চায় বাগানে ব্লেডতারের বেড়া

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ নভেম্বর : বন দপ্তরের তরফে কখনও চিঠি দিয়ে নির্দেশ। আবার কখনও বৈঠক করে। তবুও ডুয়ার্সের বহু চা বাগানের ব্লেডতারের বেড়া খুলে ফেলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। শুক্রবার চালসা লাগোয়া একটি চা বাগানে ব্লেডতারের বেড়ায় চিতাবাঘ ফেঁসে গিয়েছিল। সেই ঘটনার পর ফের এই বিষয়টি উঠে এসেছে। এখনও বাগানগুলিতে ব্লেডতারের বেড়া থেকে যাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'ডুয়ার্সের দিকে এই প্রবণতা এখনও রয়ে গিয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। বাগানগুলিকে চিহ্নিত করে দ্রুত ব্লেডতার খোলার নির্দেশ দিয়ে ফের চিঠি দেওয়া হবে।'

এলেনবাড়ি থেকে সংকোশ। ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে থাকা চা বাগানগুলিতে ঢুঁ মারলে ব্লেডতারের ছড়াছড়ি চোখে পড়বে। তাতে আটকে কখনও জখম হচ্ছে হাতি-বাইসন, চিতা কিংবা হরিণ। বাগানগুলির আবাদি এলাকায় গোরু-ছাগলের মতো গবাদি পশু ঢুকে পড়া আটকাতে ওই ব্যবস্থা করলেও তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে বুনোদের জন্য।

চা বাগানের মাঝখান দিয়ে নানা জায়গায় হাতিদের করিডর রয়েছে। লোকালয়ে হাতির হানার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার পেছনেও রয়েছে ওই ব্লেডতারের বেড়ার বাধা। ওই তার টপকাতে গিয়ে সৃষ্ট আঘাত থেকে শরীরে মারাত্মক সংক্রমণ হয়।

এতে বুনোদের একাংশের মৃত্যুও ঘটেছে বলে দাবি পরিবেশপ্রমী সংগঠনগুলির। ২০১৮ সাল থেকে বন দপ্তরের কড়াকড়িতে ব্লেডতার লাগানোর বিষয়টি কিছুটা কমে এলেও তা যে পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, তা শুক্রবারের ঘটনাটি থেকে স্পষ্ট।

একটা সময় চা বাগানের ব্লেডতার নিয়ে সরব হয়েছিলেন বন দপ্তরের তৎকালীন অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরী। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ওই পরিবেশপ্রেমী বলেন, 'বহুদিন ধরে ব্লেডতারের বিষয়টি আলোচনায় নেই। চালসা লাগোয়া বাগানের ঘটনাটির পর আর দেরি করা উচিত নয়। আশা করছি, বন দপ্তর কড়া পদক্ষেপ করবে।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসুও বন দপ্তরকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। চা মালিকদের সংগঠন আইটিপিএ'র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'যদি কেউ এখনও সেটা লাগিয়ে রেখে থাকে, তবে অবিলম্বে খুলে ফেলা উচিত।'

ভাইফোঁটা নিয়ে ব্যস্ততা হোমে

জলপাইগুড়ি, ২ নভেম্বর : ভাইরা উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক শোভা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বোনেদের জন্য তৈরি করেছে সুন্দর কার্ড। রবিবার ভোরে বোনেরা শিশির সংগ্রহ করবে। এসবই জলপাইগুড়ি কোরক হোমে ভাইফোঁটার প্রস্তুতিপর্ব। রেসকোর্সপাড়া, পিলখানা সহ সংলগ্ন এলাকার বোনেরা হোমের ভাইদের ফোঁটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দীর্ঘ ২১ বছর ধরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্পন্দন ভাইফোঁটার যাবতীয় খাবারের আয়োজন করে আসছে। ভাইফোঁটার আগেই সংগঠনটি কোরক হোমের ৮৫ জন আবাসিকের জন্য মাছ, মাংস, চাল, ডাল, সবজির পাশাপাশি সুস্বাদু মিষ্টি হোম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে। অনুভব হোমের অবাসিকদের মধ্যে দশজন আবাসিককে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে নিয়ে যাবেন হোমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দীপা রায়। রবিবার দুপুরে নিউটাউনপাড়ার এই হোমে আবাসিকদের নানা খাবার দেওয়া হবে। নিজালয় হোমেও ভাইফোঁটার প্রস্তুতি তুঙ্গে।

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে জিএসডিপাণ্ডু ... মাসের জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রম সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ/সময়
১	নভেম্বর/২০২৪	[illegible]	১২-১১-২০২৪/১০.৩০
২		[illegible]	১৯-১১-২০২৪/১০.৩০
৩		[illegible]	২৬-১১-২০২৪/১০.৩০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীযন, প্রশিক্ষণ এর অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আহ্বান করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যান্ড ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৫।

অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-পার্কিং-বিওআরএ-

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এ/১	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএম-১০৭-২৪-১ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলে বাগডোগরা স্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ/২	পার্কিং-কেআইআর-এইডবি-এমএম-১৬-২৪-২ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলে আলুয়াবাড়ি রোড স্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএম-১০৩-২৪-২ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলে কিশনগঞ্জ/শিবায়ার দিশায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ/৪	পার্কিং-কেআইআর-ইকেয়াই-এমএম-১০৩-২৪-২ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলে একলাখী স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএম-১১১-২৪-২ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলে আরারিয়া স্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১১-২০২৪ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১১-২০২৪ তারিখে ১১.১০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের ৩ মাসের কোচিং। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/113059)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, বাবুপাড়া, শক্তিসোপান ক্লাবের বিপরীত বাইলেনে- 2 কাঠা 6 ছটাক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা- মিউটেশন করা খালি জমি বিক্রয়। M: 8252185784/ 9547173755. (C/113061)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৪½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে '১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮½ রাস্তা ও ৮½ রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। (M) 9735851677. (C/113063)

বিক্রয়

■ জল-রায়কতপাড়ায় সুপরিবেশে ৩ কাঠা জমি সহ পাকা বাড়ি বিক্রয়। M : 62977-09733 (9 A.M.- 5 P.M.)। দাম - 95 Lac. দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/112830)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় প্লট করে জমি বিক্রয়, দূরত্ব 2 km. Price - 8 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 7478998997. (M/M)

ভাড়া

■ Rent for 3rd floor near Matri Bhandar Aurobindo Pally, Siliguri. 9434050112. (C/113268)

■ 2/3 group of working ladies or girl students. Semi-furnished 2 rooms, 1 common Kitchen & Bathroom for rent at Hakimpara. 10k per mnt. wifi, geyser, cctv. M : 9800005345. (C/113061)

ভাড়া

■ 3 BHK flat for rent at Subhaspally, near Hatimore. Family only. M: 9933066940/9474773872. (C/113061)

■ Rent 3/2 BHK Flat 2nd floor Saktigar Rd.-4, near Highway, Slg-5. 73191-42221. (C/113059)

RENT/SALE

■ 3 BHK flat, near Sagardighi, Cooch Behar Town with modular kitchen & Garrage for Rent/Sale. M : 9434813546.

চিকিৎসা

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স - স্টুডেন্ট, যুবক, যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)। 9832012088 (9 A.M. - 5 P.M.). (C/110815)

জ্যোতিষ

■ আলোড়ন... বিখ্যাত বৈদান্তিক তান্ত্রিক, জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ বিশেষজ্ঞ, প্রোঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী (গুরুজি)-র শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার, সময়- প্রতিদিন ১১টা থেকে ৬টা, অগ্রিম যোগাযোগ - 94340-43593.

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/113052)

কর্মখালি

■ মালবাজারে Computer এবং অ্যাকাউন্টসের কাজ জানা লোক চাই। (M) 9434228853. (B.B)

■ Required Civil Engineer for Siliguri. (M) 7001023651. (C/113269)

■ শিলিগুড়িতে থেকে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। বেতন ১৩০০০ টাকা। (M) 9002590042. (C/113057)

■ শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে ২টি দেশি গোরু দুধ ছ্যাঁকা এবং মালির কাজ জানা সবসময় থাকার জন্য ১ জন লোক চাই। (M) 9434044342. (C/113057)

■ শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে অবস্থিত মেডিসিন দোকানের জন্য স্থানীয় কর্মঠ স্টাফ চাই। (M) 9832385729. (C/113052)

■ বাগডোগরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে Chinies Cook প্রয়োজন। P.No. 7908516510. (C/113254)

কর্মখালি

■ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির সমগ্র উত্তরবঙ্গে মার্কেটিং-এর জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন Executive প্রয়োজন। (M) 9875574472. (K)

■ বাড়ির জন্য সিকিউরিটি গার্ড (24X7) চাই। বেতন - 13,000/- + থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে। খাওয়া-দাওয়া নিজস্ব। M : 9434044575/9832011192.

■ Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri (Affiliated to CBSE), urgently requires PGT & TGT Chemistry and PRT. Apply within 5 days. E-mail : schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/113061)

■ Need for Coaching Centre- Physics, Math, Bio, Chemistry teacher (Calcutta University background) at Siliguri. 8837030364. (C/113061)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি বিধান রোডে কাগজের দোকানে অভিজ্ঞ Salesman ও প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন। M : 9832394341. (C/113062)

■ শিলিগুড়িতে ফ্যাক্টরির জন্য প্রয়োজন, অভিজ্ঞ অটোক্যাড/ কোরেল ড্র (Auto CAD/Corel Draw) ডিজাইনার, অভিজ্ঞ ড্রাইভার এবং ফ্যাক্টরির জন্য পিছুটানহীন কেয়ারটেকার। বয়স ৪০-এর ঊর্ধ্বে প্রয়োজন। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। থাকার জায়গা দেওয়া হবে, cv@9002957792 পাঠান। (C/113060)

■ কলেজ বাস এবং ছোট গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ - Ph.- 83482-84066, শিলিগুড়ি। (C/113065)

কর্মখালি

■ মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট (সহায়ক)চাই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির, সবসময়ের জন্য (দিবা-রাত্রি)। বয়স-২১ থেকে ৩১-এর মধ্যে হতে হবে। ডিভোর্সি হলেও হবে, পড়াশোনা ন্যূনতম মাধ্যমিক হলে ভালো। থাকা-খাওয়া, সঙ্গে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন। প্রাথমিক বেতন ১০,০০০/- যোগ্যতা অনুযায়ী বাড়বে, যোগাযোগ - 9002004418, ডঃ শাস্ত্রী, গ্রিনভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে। সেবক রোড, শিলিগুড়ি।

■ Need 2 Dynamic site supervisor & Office Assistant urgently. M : 9434498473. (C/113061)

Required

■ Urgent need of 2 nos of Hospital Marketing Executives. Experienced persons are preferred. Salary negotiable. Interested person send your resume at medineurohealthcare2021 @gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কমলার জয় চেয়ে প্রার্থনা চেন্নাইয়ের গ্রামে

চেন্নাই, ২ নভেম্বর : আমেরিকাকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কমলা হ্যারিস। আর তাঁকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর ওয়াশিংটন থেকে ১৪ হাজার কিলোমিটার দূরের একটি ছোট্ট গ্রাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে প্রথম মহিলা হিসাবে কমলাকে দেখার প্রার্থনা নিয়ে ইতিমধ্যে পূজার্চনা শুরু করে দিয়েছেন তামিলনাড়ুর তুলাসেন্দ্রপুরমের বাসিন্দারা।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে গোটা বিশ্বের আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তুলাসেন্দ্রপুরমের উৎসাহটা অন্যদের চেয়ে আলাদা। কারণ, কমলা যে তাঁদের গ্রামের মেয়ে। গ্রামবাসীর কাছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভারসাম্য, বৈষম্য, প্যাঁচপয়জারের চেয়েও বড় প্রাপ্তি হবে, যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হোয়াইট হাউসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা প্রেসিডেন্ট হন। কারণ, তুলাসেন্দ্রপুরমের মাটির সঙ্গে কমলার নাড়ির যোগ রয়েছে।

এই ছোট্ট গ্রামেই রয়েছে মার্কিন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর মায়ের বাপেরবাড়ির স্মৃতি। এই গ্রামেই তাঁর দাদু পিভি গোপালনের বাড়ি। গোপালনের মেয়ে শ্যামলা স্কলারশিপ পেয়ে ১৯ বছর বয়সে আমেরিকা চলে যান ডাক্তারি পড়তে। তারপর সেখানেই পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন। সেখানেই জন্ম নেয় তাঁর দুই মেয়ে, প্রথমে কমলা এবং পরে মায়া। ওই পরিবার এই গ্রামে আর কখনও না ফিরলেও কমলা ছোটবেলায় একবার এখানে এসেছিলেন।

সেই কমলাকে আজও ভোলেনি গ্রাম। সেখানে রীতিমতো পোস্টার-ব্যানার পড়েছে কমলার সমর্থনে। পড়শির বাড়ির দেওয়াল থেকে শুরু করে রাস্তার মোড়ে ঝুলছে কমলার ছবি সহ ব্যানার। দেখলে মনে হবে ভোটটা বুঝি এখানেই হচ্ছে! স্থানীয় শ্রীধর্মশাস্ত্র মন্দিরেও বিশাল বড় ব্যানার টাঙানো হয়েছে। তাতে তামিল ভাষায় লেখা 'গ্রামের আদরের মেয়ে কমলা হ্যারিস বিপুল ভোটে জয়ী হন'। পুরোনো বাসিন্দারা বললেন, কমলার পরিবার এই মন্দিরে প্রচুর টাকা দান করেছেন। কমলার নামে একটি দরজা নির্মাণে এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া সরলা গোপালন ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষকে।

গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার অশীতিপর এন কৃষ্ণমূর্তি বললেন, 'কমলার জন্য আমরা গর্বিত। তাঁর জন্যই এই অজ পাড়াগাঁ গোটা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে।' গ্রামের আরেক বাসিন্দা বালাম্বিকার কথায়, 'কমলার আলোয় আলোকিত আজ তাঁর দাদুর গ্রাম।' ১৯ বছরের কলেজছাত্রী মধুমিতা বলেন, 'কমলাকে দেখে অনুপ্রেরণা পাই।' মন্দিরের লাগোয়া মুদি দোকানি মণি জানান, 'কমলা জিতলে সকলকে মিষ্টি খাওয়াব।' কমলার জন্য এঁরা সব করছেন, শুধু ভোটটাই যা দিতে পারবেন না, এই যা!

তামিলনাড়ুর তুলাসেন্দ্রপুরমে মন্দিরের সামনেই পড়েছে কমলা হ্যারিসের জন্য হোর্ডিং।

টাকার অঙ্ক ফাঁস প্রশান্ত কিশোরের

১০০ কোটিতে বাজিমাত ভোটে

পাটনা, ২ নভেম্বর : বিজেপি থেকে তৃণমূল, কংগ্রেস থেকে আপ-মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দেশের একাধিক রাজনৈতিক দল তাঁকে দিয়ে নির্বাচনি রণকৌশল তৈরি করেছিল। দলীয় প্রার্থী বাছাই থেকে প্রচারের অভিমুখ সবই ঠিক করত তাঁর হাতে তৈরি আই-প্যাক। কিন্তু টাকার অঙ্ক কখনও সেভাবে প্রকাশ্যে আনেনি কেউই। কিন্তু ভোটকৌশলের বিনিময়ে 'আর্থিক প্যাকেজ' এর পরিমাণ নিজমুখে জানিয়ে দিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বা পিকে।

পিকে বলেন, 'বিভিন্ন রাজ্যের ১০টি সরকার আমার পরামর্শে চলছে। আপনারা কী ভাবেন প্রচারে তাঁবু খাটানোর জন্য আমার কাছে টাকাপয়সার অভাব রয়েছে? বিহারে আমার মতো পারিশ্রমিক নেওয়ার কথা কেউ শোনেননি। আমি যদি কাউকে একটি মাত্র নির্বাচনের জন্য পরামর্শ দিই তাহলে আমি ১০০ কোটি কিংবা তারও বেশি টাকা পারিশ্রমিকবাবদ নিই। এরকম একটি নির্বাচনে পরামর্শ দিয়ে আমি অন্তত আগামী ২ বছর আমার প্রচারের টাকাপয়সা ঠিকই জোগাড় করে ফেলব।'

১৩ নভেম্বর বিহারের বেলাগঞ্জ, ইমামগঞ্জ, রামগড় এবং তারারি আসনে উপনির্বাচন রয়েছে। তার আগে ওই চার আসনে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে জন সূরয পার্টির আহ্বায়কের দাবি ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই হইচই পড়ে গিয়েছে। কারণ, কোনও দলই এখনও পর্যন্ত পিকে-কে কতটাকা পারিশ্রমিক বাবদ দিয়েছিল সেই কথা এতদিন প্রকাশ্যে আনেনি।

ভারতীয় রাজনীতিতে পিকের সাফল্যের রথ প্রথমবার ছুটেছিল ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে। সেবার নরেন্দ্র মোদির হয়ে নির্বাচনি রণকৌশল সাজিয়েছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে বিহার বিধানসভা ভোটে জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেসের মহাজোটের নেপথ্য কারিগড় ছিলেন পিকে। তাঁর ওই কৌশলে বিহারে পরাজিত হয়েছিল বিজেপি। পিকের সাফল্যগাথার সঙ্গে জড়িয়েছিল তৃণমূলও। ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটে পিকে এবং তাঁর আই-প্যাককে রাজ্যে ডেকে এনেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের যাবতীয় প্রচারকৌশল সাজানোর পাশাপাশি পিকে দাবি করেছিলেন, বিজেপির আসনসংখ্যা তিন অঙ্কে পৌঁছোবে না। ভোটের ফলে সেই পূর্বাভাস অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। বিধানসভা ভোটের পর পরামর্শদাতার ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ালেও তাঁর আই-প্যাক এখনও তৃণমূলের প্রচারের দায়িত্বে রয়ে গিয়েছে। গতবছর পঞ্চায়েত ভোটেও তৃণমূলের পরামর্শদাতা ছিল আই-প্যাক। যদিও লোকসভা ভোটে তৃণমূল আসনসংখ্যা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি।

পিকের ১০০ কোটির কাহিনী সম্পর্কে তৃণমূলের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'এসব উনি কোথায় বলেছেন, কেন বলেছেন কিছুই জানি না আমি। উনি তো আইপ্যাকেই নেই শুনেছি। নিজে একটা দল গড়েছেন। আগে কোথায় কী করেছেন, এখন এসব বলছেন কেন তাও বোঝা দায়।' তাঁর খোঁচা, 'উনি বলেছিলেন, রাজ্যে লোকসভা ভোটে বিজেপি এক নম্বর পার্টি হতে চলেছে। যদিও ভোটের পর দেখা যায় তৃণমূলের অর্ধেক আসনও পায়নি বিজেপি।'

কংগ্রেস অবশ্য ভোটকুশলীকে দলে শামিল করাতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ তাঁর সমস্ত শর্ত না মানায় কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে পিকের সম্পর্কে ইতি পড়ে যায়। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের পরামর্শদাতা ছিলেন পিকে। উত্তরপ্রদেশে সাফল্য না পেলেও পঞ্জাবে তাঁর ভোটকৌশলে বাজিমাত করেছিলেন ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। ২০১৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং ২০২০ সালে দিল্লিতে আপের বিপুল জয়ের নেপথ্য কারিগর ছিলেন পিকে।

পিকে-র ক্লায়েন্ট

- ২০১৪-র লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদি
- ২০১৫-য় বিহারে নীতীশ কুমার
- ২০১৭-য় পঞ্জাবে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং
- ২০১৯-এ অন্ধ্রে জগন্মোহন রেড্ডি
- ২০২০-তে দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল
- ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তামিলনাড়ুতে এমকে স্ট্যালিন

দেশে ফেরানোর চেষ্টা গ্যাংস্টার লরেন্সের ভাইকে

মুম্বই, ২ নভেম্বর : গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই আনমোল বিষ্ণোই ওরফে ভানুকে আমেরিকা থেকে ভারতে আনার প্রক্রিয়া শুরু করল মুম্বই পুলিশ। বলিউড অভিনেতা সলমন খানের বাড়ির বাইরে গুলি চালনার ঘটনায় নাম জড়িয়েছে আনমোলের। জারি হয়েছে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। সূত্রের খবর, আনমোলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে রেড কর্নার নোটিশও জারি করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দাদের ধারণা ছিল কানাডায় আশ্রয় নিয়েছে

সক্রিয় মুম্বই পুলিশ

আনমোল। সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার তরফে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চকে জানানো হয়েছে, আমেরিকায় আত্মগোপন করে রয়েছে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই। গুজরাটের সবরমতী জেলে বন্দি লরেন্সের হয়ে আনমোলই এখন বিষ্ণোই গ্যাংকে পরিচালনা করছে। এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকীকে খুনের ঘটনায় আনমোলের যোগ রয়েছে বলে মত তদন্তকারীদের। তাঁকে হাতে পেলে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত মাসে আনমোলকে প্রত্যর্পণের অনুমতি চেয়ে মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। তাকে মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী তালিকায় শামিল করেছে এনআইএ। আনমোলের গ্রেপ্তারিতে সাহায্য করলে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

জঙ্গি নিকেশ কৌশলে প্রশ্ন তুললেন ফারুক

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর : নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি উপদ্রব বেড়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) সভাপতি ফারুক আবদুল্লা। সত্যিটা জানার জন্য জঙ্গিদের নিকেশ করার বদলে গ্রেপ্তার করার নিদানও দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার বুদগামে জঙ্গি হামলায় উত্তরপ্রদেশের দুই পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর আহত হন। জঙ্গিদের খোঁজে শুক্রবার রাতের পর শনিবারও তল্লাশি অভিযানে নামে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ। অনন্তনাগে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে দুজন জঙ্গি নিহত হয়। শ্রীনগরের খায়নার এলাকাতেও এদিন সকালে গুলির লড়াই হয় দুই পক্ষের। জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন সরকার আসার পরও কেন জঙ্গি উপদ্রব বন্ধ হচ্ছে না তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরে লাগাতার হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে সেটা জানার জন্য জঙ্গিদের গুলি করে মেরে ফেলার বদলে গ্রেপ্তারের নিদান দেন ফারুক আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'বুদগামে জঙ্গি হামলার তদন্ত করা উচিত। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই কেন এমনটা ঘটতে শুরু করল তার

খতম ২ জঙ্গি

তদন্ত করা উচিত। আমার সন্দেহ হচ্ছে, যারা এই সরকারকে অস্থির করতে চায় তারাই এর নেপথ্যে রয়েছে কি না। জঙ্গিদের মেরে ফেলার বদলে আমরা যদি গ্রেপ্তার করি তাহলে কারা এসব করছে সেটা জানা যাবে। কোনও এজেন্সি ওমর আবদুল্লাকে অস্থির করে তোলার চেষ্টা করছে কি না সেটাও খুঁজে বের করা দরকার।' বুদগাম সহ প্রত্যেকটি হামলার ঘটনায় পাকিস্তানের নিন্দা করা উচিত কি না সেই প্রশ্নের উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের ওপরই জোর দিয়েছেন।

বিজেপি অবশ্য ফারুকের সঙ্গে একমত নয়। জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি রবীন্দর রায়না বলেন, 'ফারুক আবদুল্লা জানেন সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তান থেকে আসছে। এটা সকলেই জানেন। তাহলে এখানে তদন্তের প্রশ্ন উঠছে কেন? জম্মু ও কাশ্মীরে যে হামলাগুলি ঘটছে তাতে পাকিস্তান এবং জঙ্গি সংগঠনগুলি জড়িত রয়েছে। আমাদের উচিত, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে সমর্থন করা।' প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী কবীন্দর গুপ্তা বলেন, 'এখানে কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা পাকিস্তানের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হন। উৎসবের মরশুমে কাপুরুষোচিত হামলা চালানো হয়েছে। যারা হামলা চালাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা দরকার। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা এখনও জঙ্গিদের হয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনে কাজ করছেন।' তবে শারদ পাওয়ার বলেছেন, 'ফারুক আবদুল্লার মতো একজন নেতা যখন মন্তব্য করছেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচিত সেই মন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং কীভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় সেব্যাপারে কাজ করা।'

জঙ্গির খোঁজে চলছে সেনার তল্লাশি অভিযান। শনিবার শ্রীনগরে।

৪৭ না ৪৯, বয়স বিভ্রাটে হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ২ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের মুখে বয়স নিয়ে বিভ্রান্তিতে জড়ালেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। তাঁর প্রকৃত বয়স ৪৭ না ৪৯ বছর, সেটা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ২০১৯ সালে যে নির্বাচনি হলফনামা হেমন্ত জমা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বয়সের জায়গায় ৪২ লিখেছিলেন। সেই হিসেবে বর্তমানে তাঁর বয়স হওয়ার কথা ৪৭। কিন্তু ২৪ অক্টোবর বারহাইত আসনে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে তিনি নিজের বয়সের জায়গায় লিখেছেন ৪৯। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থার দাবি তুলেছে বিজেপি। যদিও জেএমএম, কংগ্রেস জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর হলফনামা খতিয়ে দেখা দরকার। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বয়স নিয়ে জলঘোলার মধ্যেই আসনরফা চূড়ান্ত করে ফেলেছে ইন্ডিয়া জোট। ঝাড়খণ্ডের ৮১টি আসনের মধ্যে জেএমএম লড়ছে ৪৩টি আসনে। কংগ্রেস লড়ছে ৩০টি আসনে। আরজেডি ৬টি আসনে, বামেরা তিনটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। ধানওয়ার, ছত্রপুর এবং বিশ্রামপুর আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হচ্ছে ইন্ডিয়া শরিকদের।

এবার খাড়গের পালটা নিশানায় পদ্ম

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর : বাজেট অনুযায়ী নির্বাচনে গ্যারান্টি ঘোষণা করা নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি। কংগ্রেস ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দেয় বলে আক্রমণের ঝাঁঝও বাড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। এর জবাবে এবার কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের চরিত্রে মিথ্যাচার, প্রতারণা, লুট এবং ভুয়ো প্রচারের প্রবণতা রয়েছে বলে আক্রমণ করেছেন খাড়গে। তিনি এও বলেছেন, এনডিএ সরকারের ১০০ দিনের পরিকল্পনা বলে যে বস্তুটি রয়েছে সেটিও জনসংযোগের একটি মামুলি কৌশল।

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেছেন, 'বিজেপির বি-র অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা, জে-র অর্থ জুমলা। মোদির গ্যারান্টি ১৪০ কোটি ভারতীয়র সঙ্গে একটি নিষ্ঠুর উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আচ্ছে দিন, বছরে ২ কোটি চাকরি, বিকশিত ভারতের মতো প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। মানুষকে লাগাতার বিভ্রান্ত করছে বিজেপি।'

দিল্লিগামী বিমানে কার্তুজ

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর : ভুয়ো হুমকির পর এবার বিমানেই মিলল কার্তুজ। যা প্রশ্ন তুলে দিল বিমানযাত্রায় নিরাপত্তা নিয়ে।

২৭ অক্টোবর দুবাই থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের যাত্রী-আসনের পকেটে কার্তুজ পাওয়া যায়। বিমান সংস্থার এক মুখপাত্র শনিবার জানিয়েছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার এআই৯১৬ বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করার পরই ঘটনাটি নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিমানে থাকা প্রত্যেক যাত্রী সুরক্ষিত।

চলতি সপ্তাহে সোমবারই দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। যদিও পরে বিমানে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। তার মধ্যেই এবার কার্তুজ আতঙ্ক। কীভাবে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে বিমানের মধ্যে কার্তুজ এল তা-ও রহস্য!

মার্কিন কোপে ভারতের সংস্থা

ওয়াশিংটন, ২ নভেম্বর : ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করার অভিযোগে বিভিন্ন দেশের ২৭৫ জন ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। এই তালিকায় রয়েছে ১৫টি ভারতীয় সংস্থাও। গত সপ্তাহে এদেশের ৪টি সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির কথা জানিয়েছিল জো বাইডেন সরকার। এবার সেই তালিকায় আরও ১১টি সংস্থাকে যুক্ত করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় নাগরিককে নিষিদ্ধ করার কথা জানা যায়নি।

ভারত ছাড়াও চিন, সুইৎজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড সহ অন্তত ১২টি দেশের বহু সংস্থাকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। আমেরিকার ট্রেজারি বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি ওয়ালি আদিয়ামো বলেছেন, 'আমেরিকা ও আমাদের বন্ধুরা ইউক্রেনে রাশিয়ার অবৈধ অভিযানের সমর্থনে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সরবরাহের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে পদক্ষেপ করছে। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে রাশিয়াকে সাহায্যকারী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই প্রক্রিয়া জারি থাকবে।'

দেবেন্দ্রর সুরক্ষা

মুম্বই, ২ নভেম্বর : ভোটের মুখে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রদবদল করা হল। জেড প্লাস নিরাপত্তা পাওয়া বিজেপি নেতার সুরক্ষাবলয়ে এতদিন মহারাষ্ট্র পুলিশের স্পেশাল প্রোটেকশন ইউনিটের আধিকারিকরা থাকতেন। কিন্তু শুক্রবার থেকে ফড়নবিশের নিরাপত্তার দায়িত্বে আনা হয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশের ফোর্স ওয়ান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা দাবি করেছেন, ভোটের আগে প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে ফড়নবিশের। সেই কারণেই তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রদবদল করা হল।

গাজায় ইজরায়েলি হামলার বলি ৫০ শিশু

গাজা, ২ নভেম্বর : দিনকয়েকের বিরতির পর হামাসের শক্তঘাঁটি গাজায় ফের জোরদার বিমান হামলা চালাল ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। শনিবারের হামলায় ৫০টি শিশু সহ অন্তত ৮৪ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, এদিন ভোরে উত্তর গাজার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। হামলায় গুঁড়িয়ে যায় ঘনবসতিপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃতদের অধিকাংশ ২টি বহুতলের বাসিন্দা।

গাজার স্বাস্থ্য দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইজরায়েলি বিমান হামলা থেকে বাঁচতে বহু মানুষ বহুতল ২টিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক শিশু ছিল। সেখানেই বোমা ফেলে ইজরায়েলের বাহিনী। ঘটনাকে 'নৃশংস হত্যাকাণ্ড' বলে দাবি করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ইজরায়েলি হামলার প্রতিবাদে সরব হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংস্থাও।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অবশ্য গাজায় হামলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। এদিন এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'হামাসকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত গাজায় হামলা চলবে।' তবে সাধারণ প্যালেস্তিনীয় নয়, হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ইজরায়েলি সেনা হামলা চালাচ্ছে বলে নেতানিয়াহু জানিয়েছেন। গাজায় ইজরায়েলের চলতি অভিযানে এখনও পর্যন্ত ৪৩ হাজার প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বহু। এদিকে গাজার গণ্ডি টপকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে সিরিয়া, লেবানন ও ইরানে।

তিরুপতিতেও মর্মান্তিক ঘটনা

চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ-খুন

তিরুপতি, ২ নভেম্বর : দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় চলছে নাবালিকাদের উপর অত্যাচার, উঠছে ধর্ষণের অভিযোগ। এরমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ৩ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তারই এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। আরজি কর কাণ্ডের পর দেশজুড়ে যখন 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'-এর দাবি ঝড় তুলেছে সেই সময় দেশের দুই প্রান্তে ২টি শিশুর ধর্ষণ-খুনের ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

তিরুপতিতে ধর্ষিত শিশুর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার বাড়ির সামনে খেলছিল শিশুটি। সেই সময় তার মা-বাবা কাছাকাছি ছিলেন না। সুযোগ বুঝে অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুটিকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যায়। অভিযুক্ত পরিচিত হওয়ায় শিশুটি তার সঙ্গে যেতে আপত্তি করেনি। এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণের পর খুন করে অভিযুক্ত। তারপর মাটি খুঁড়ে দেহ পুঁতে দেয়।

এদিকে শিশুকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির লোক খোঁজ শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শিশুটির সন্ধান না পেয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান পরিবারের সদস্যরা। তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে পুলিশ। তখনই একজনের সঙ্গে শিশুটিকে যেতে দেখা যায়। সিসিটিভি ফুটেজের ব্যক্তিকে তাঁদের আত্মীয় বলে চিহ্নিত করেন শিশুর মা-বাবা। অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করে পুলিশ। শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের কথা স্বীকার করে অভিযুক্ত। যেখানে দেহটি পোঁতা হয়েছিল সেই জায়গাও দেখিয়ে দেয়। মাটি খুঁড়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। শিশুকে ধর্ষণ-খুনের তীব্র নিন্দা করে এলাকার বিধায়ক গালি ভানু প্রকাশ অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

৫৯ বছর পূর্ণ করলেন বাদশা। মন্নতে শুক্রবার রাতে কেক কেটে জন্মদিন পালন করলেন শাহরুখ খান। ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি পোস্ট স্ত্রী গৌরীর।

সাউথ ব্লকে তলব কূটনীতিককে

কানাডার 'সাইবার প্রতিপক্ষ' ভারত

নয়াদিল্লি ও অটোয়া, ২ নভেম্বর : ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন প্রতিদিন নতুন মোড় নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র নির্দেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা কানাডায় সক্রিয় খালিস্তানপন্থীদের নিশানা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন জাস্টিন ট্রুডোর সরকারের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী। পত্রপাঠ সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে ভারত। এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ এনেছে কানাডা সরকার। সেই দেশের সরকারি ওয়েবসাইটগুলিতে সাইবার হামলার জন্য ভারতীয় হ্যাকারদের দায়ী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাইবার হামলার ক্ষেত্রে ভারতকে অন্যতম প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছে কানাডা। এতদিন এই তালিকায় রাশিয়া, চিন, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার নাম ছিল। এবার সেখানে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

'প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের তরফে সাইবার হুমকি' শীর্ষক কানাডা সরকারের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'আমাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্র সমর্থিত হ্যাকাররা সম্ভবত গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে কানাডা সরকারের নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে সাইবার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।' রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'ভারতীয় নেতৃত্ব নিশ্চিতভাবে দেশের সাইবার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি আধুনিক সাইবার প্রোগ্রাম তৈরির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। ভারত খুব সম্ভবত সাইবার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে নিজের জাতীয় নিরাপত্তাকে জোরদার করতে চাইছে। এর মধ্যে রয়েছে গুপ্তচরবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ দমন, এবং বৈশ্বিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি।'

শনিবার ভারতে কানাডার দূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ কূটনীতিককে নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকে তলব করা হয়েছিল। অমিত শা'র বিরুদ্ধে কানাডা 'অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন' অভিযোগ করেছে বলে ওই কূটনীতিককে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'শুক্রবার কানাডার দূতাবাসের এক প্রতিনিধিকে তলব করে একটি কূটনৈতিক নোট হস্তান্তর করা হয়েছে। এই নোটে জানানো হয়েছে যে, কানাডার বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ডেভিড মরিসন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছেন আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি।'

'পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গোপন কুঠুরি নেই'

ভুবনেশ্বর, ২ নভেম্বর : পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারে কোনও গোপন কুঠুরি নেই বলে জানিয়ে দিলেন ওড়িশার মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। তাঁর দাবি, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া পুরীর রত্নভাণ্ডারে যে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার সার্ভে বা জিপিআর সমীক্ষা চালিয়েছে, তাতে কোনও গোপন কুঠুরির অস্তিত্ব মেলেনি। যদিও এই নিয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

পুরীর রত্নভাণ্ডারের গোপন কুঠুরি নিয়ে নানা গুজব ছড়িয়েছিল। ওই গোপন কুঠুরিতে বহুমূল্য রত্ন-অলংকার আছে বলেও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ধরনের কোনও কুঠুরির অস্তিত্বই পায়নি এএসআই। তাঁর কথায়, 'জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের মধ্যে কোনও গোপন সুড়ঙ্গ বা কক্ষ নেই। গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার (জিপিআর) সমীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট শীঘ্রই আসবে। প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রত্নভাণ্ডারের ভিতরে কোনও গোপন সুড়ঙ্গ জাতীয় কিছুই নেই।' একই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, রত্নভাণ্ডারের সিন্দুকে সামান্য ফাটল ধরা পড়েছে। আপাতত এএসআইয়ের লক্ষ্য সেই ফাটল মেরামত করা। তবে সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

শিখ পুণ্যার্থীদের নিখরচায় ভিসা

ইসলামাবাদ, ২ নভেম্বর : পর্যটন শিল্পের কথা মাথায় রেখে পাকিস্তান সম্প্রতি ব্রিটেন, আমেরিকা এবং কানাডার শিখ তীর্থযাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে অনলাইন ভিসা দেওয়া শুরু করেছে। পাক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সে দেশে প্রবেশের পর মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই বিদেশি পুণ্যার্থীদের ভিসা দেওয়া হবে। এই নীতি পরিবর্তন পাকিস্তানের পর্যটন ও বিনিয়োগ বাড়ানোর বৃহৎ উদ্যোগের একটি অংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় ১৪ অগাস্ট থেকে ১২৪টি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা ফি সম্পূর্ণ মকুব করা হয়েছে।

পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি বলেছেন, বিদেশি পর্যটকদের জন্যই ভিসা নীতি পালটানো হয়েছে। নতুন নীতি কার্যকর করার মাধ্যমে শিখ তীর্থযাত্রীরা সহজে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাদের তীর্থস্থানগুলোতে ভ্রমণ করতে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।

অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার পালা চলছে এখনও

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

বেল পেকেছে। খবর গেছে কাকের কানে। কাক এবার কী করবে? মাল্টিপল চয়েস। এক, কাক শুধু বেলের শক্ত খোলে ঠোকরাবে। দুই, কাক ভূপতিত খোলাভাঙা বেলের অপেক্ষায় থাকবে। তিন, কাক আসার আগেই ন্যাড়া বেলতলায় এসে বেল হাতিয়ে নেবে। এমন ঘোলা জলে আন্দাজে দাগ মারতে হবে যে কোনও একটা অপশনে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভোটের ফলের সঙ্গে ভারতের ভালোমন্দ কতটা জড়িত, সেটা বোঝাতে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার কলামিস্ট ফারিদ জাকারিয়ার ব্যাখ্যা এরকমই। তিনি লিখেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতলে ভারতের কতটা লাভক্ষতি কিংবা কমলা হ্যারিস জিতলে ইন্ডিয়ার কেমন ফায়দা বা লোকসান, সেটা এখনই হলফ করে বলা যাবে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের কাছে ব্যাপারটা আপাতত অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো।

অবশ্য এটা সুনিশ্চিত যে, ট্রাম্প-কমলার লড়াইয়ের ফল ভারতের বিশ্ব কূটনীতি ও বৈদেশিক অর্থনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। পক্ষান্তরে ভবিষ্যতের মার্কিন বিশ্ববীক্ষায় ভারতের অবস্থানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাথায় রাখতে হবে যে, ভুবনায়নের আঙিনায় দক্ষিণ এশিয়া এখন উদীয়মান মেরুশক্তি। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারত খুব একটা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে নেই। চিনের একতরফা আগ্রাসন গোটা বাণিজ্যিক বিশ্বকে গিলে খাচ্ছে। ভারতের হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী সরকারের সঙ্গে মীমাংসাহীন বিরোধ তৈরি হয়েছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট সরকারও তেমন ভারতবান্ধব নয়। মাঝে মাঝেই ভারত বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে মালদ্বীপ এবং নেপাল। এই অবস্থায় এশিয়ায় ভারতকে মাতব্বরি করতে হলে আমেরিকার শরণাপন্ন হতেই হবে!

কিন্তু প্রশ্ন, আমেরিকা কি আর তেমন 'দাদা'টি আছে? মোটেই না। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায়ের মতো মার্কিন দেশের এখন মেজাজটি থাকলেও 'মানি' নেই! অতল ঋণে ডুবে আছে আমেরিকা। বেকারি হুহু করে বাড়ছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বল্গাহীন। তারই জেরে পচন ধরতে শুরু করেছে ক্রেতা পরিষেবায়, যা একদা ছিল আমেরিকার অন্যতম প্রধান 'ইউএসপি'। ঘুণ ধরতে শুরু করেছে আমেরিকার রিটেল, সাপ্লাই, হোটেল ও এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রিতে। এই অবস্থায় ভারতের মতো খরকুটোকেই আঁকড়ে ধরতে হবে আমেরিকাকে। তবে সেটা ভারতপ্রেমের কারণে নয়। দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার ভারতকে প্রয়োজন চিনের 'মার্কিন নিধন' পালা সামলাতে। এবং উপমহাদেশে মুসলিম ও কমিউনিস্টদের 'বাড়াবাড়ি' ঠেকাতে।

কাজেই 'ঠেলার নাম বাবাজি' কৌশলে ভবিষ্যতে আমেরিকা ও ভারতের পরস্পরকে খুব দরকার। সেক্ষেত্রে কিছু সম্ভাবনার সমীকরণ বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাল্টিপল চয়েস। এক, ট্রাম্প জিতলে কী হবে? দুই, কমলা জিতলে কেমন দাঁড়াবে? প্রথমে ট্রাম্পের কথাই ধরা যাক। কারণ, নির্বাচনি ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় এসে মালুম হচ্ছে, কথাবার্তায় কমলার গলায় 'ক্ল্যাসিকাল' রেওয়াজের ছাপ আছে বটে, তবে ট্রাম্প হলেন এমনই ওস্তাদ যাঁর 'মার শেষ রাতে'!

বাজারে খবর আছে, ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'মাসতুতো ভাই'। তাঁরা দুজনেই মৌলবাদ, ফ্যাসিজম, উগ্র জাতিপ্রেম, বর্ণবিদ্বেষ এবং ধর্মান্ধতার প্রবক্তা। কাজেই আপাতভাবে মনে হতেই পারে যে, দক্ষিণ এশিয়ার দুই মুসলিম রাষ্ট্রের বাড়া ভাতে ছাই দিতে ট্রাম্প ভারতকে তোল্লা দেবেন। কিন্তু সেটা ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর আগে পর্যন্ত। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ হরি কুমার লিখেছেন, ট্রাম্প জিতে গেলে তাঁর প্রধান দুটি কাজ হবে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং আমেরিকানদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সেটা করতে হলে ট্রাম্পকে অবশ্যই ভারত ও চিনকে ব্যাপক চাপে রাখতে হবে। কারণ মার্কিন বাজার দখলের ক্ষেত্রে ভারত ও চিন অতিসক্রিয়। উপরন্তু, মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের একটা বড় অংশ অভিবাসী ভারতীয় ও চৈনিক চাকরিজীবীদের দখলে। সেজন্যই ট্রাম্প ঘোষণাই করে দিয়েছেন যে, জেতামাত্র তিনি ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করতে বিশাল অঙ্কের শুল্ক বা মাশুল চাপাবেন। এবং অবশ্যই সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে 'আউটসোর্সিং' বন্ধ করবেন। আর ট্রাম্প নিশ্চয়ই জানেন যে, অভিবাসী ভারতীয়দের একটা বড় অংশ রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। সুতরাং ট্রাম্প জিতলে মোদিজির সঙ্গে 'মৌখিক ভ্রাতৃত্ব' বজায় থাকলেও, ভারতের লক্ষ্মীলাভে 'লক আউট' হওয়াটা প্রায় অনিবার্য!

হাতে রইল কমলা রংয়ের পেন্সিল! এখন, ভোটের আগে অভিবাসী ভারতীয়দের সমর্থন পেতে কমলা নিজের 'ইন্ডিয়ান অরিজিন' প্রচারে মরিয়া। যদিও, এবার নানা কারণে কমলার ক্ষেত্রে না খাটলেও, অভিবাসী ভারতীয়দের বেশিরভাগ এমনিতেই ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেয়। 'দি ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ রানা আয়ুবের বিশ্লেষণ : ভোটে জিতলে কমলাকে সর্বাগ্রে মার্কিন অর্থনীতির হাল ফিরিয়ে আমেরিকানদের চাকরির ব্যবস্থা করতেই হবে। সেজন্য তাঁকে 'আড়ি' করতে হবে ভারতের সঙ্গে। নইলে ভারত থেকে স্রোতের মতো আসতে থাকা সুলভ তথ্যপ্রযুক্তি শ্রমিকরা আমেরিকার তথাকথিত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের ভাত মেরে দেবে। পাশাপাশি মার্কিন বাজারে চিনের মতোই 'সস্তা' ভারতীয় পণ্যের অনুপ্রবেশ আমেরিকার উৎপাদন শিল্পের সর্বনাশ করে দেবে। কাজেই 'মায়ের কথা' ভুলে ভারতের ব্যাপারে কড়া হতেই হবে কমলাকে।

অবশ্য মুখে ভারতদরদের হদ্দমুদ্দ হলেও, কমলা আদতে ধরমে করমে মরমে 'আমেরিকান'। নইলে এমন ভোটের মরশুমেও, গত এক বছরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জনাকুড়ি ভারতীয় ছাত্র নিহত হলেও, কমলা 'স্পিকটি নট'! গত এক বছরে অবৈধভাবে ঢুকে পড়া সহস্রাধিক অসহায় ভারতীয়কে কপর্দকশূন্য অবস্থায় ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। কমলা মৌন সেক্ষেত্রেও। এমন কমলা জিতলে ভারত কি আর আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক ভাবে করেকম্মে খেতে পারবে!

বোঝাই যাচ্ছে, ট্রাম্প বা কমলা যিনিই জিতুন, অর্থনীতি এবং কূটনীতির বিচারে ভারতের পোয়াবারো হবে না মোটেই। বাকি রইল সামাজিক কাঠামোর প্রশ্নটি। মনে রাখতে হবে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভারতীয় আমেরিকায় পড়তে যায়। শিক্ষান্তে যে কোনও একটা চাকরি জোটাতে পারলেই, পারিবারিক চাপে বা নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাদের বেশিরভাগই স্বপ্নের দোহাই দিয়ে এবং 'ভারতের অবস্থা খুব খারাপ' গোছের বানানো যুক্তি দিয়ে আমেরিকায় থেকে যায়! নানা ক্ষেত্রের ভারতীয় বিশেষজ্ঞ এবং পেশাদাররা আমেরিকা যাওয়াটাকে জীবনের চরম সাফল্য বলে মনে করে। বাইরের চটকে ভোলা 'আম্রিকা চলো' পন্থী ভারতীয়রা হালের কঙ্কালসার আমেরিকাকে দেখতেই পায় না। নিজের সংসার সামলাতে ভাবীকালের আমেরিকা অভিবাসীদের এই মোহযাত্রা রুখে দিলে, ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে তা একটা অনিবার্য অভিঘাত হয়ে উঠবে!

অতএব, ডোনাল্ড বা কমলা যিনিই জিতুন, অদূরভবিষ্যতে ক্ষয়িষ্ণু আমেরিকা ভারতের কাছে সর্বার্থেই 'নির্ভরতার স্বপ্নভঙ্গ' হয়ে থেকে যাবে!

(লেখক প্রবন্ধকার। আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা)

তামিলনাড়ুতে কমলা হ্যারিসের মায়ের গ্রামে চলছে তাঁর জন্য বিশেষ পুজো।

কে জিতলে ভারতের লাভ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পরশুদিন। কমলা হ্যারিস না ডোনাল্ড ট্রাম্প, কে জিতবেন? এই প্রশ্নের চেয়েও ভারতীয়দের কাছে বড় প্রশ্ন, কারা জিতলে ভারতের লাভ বেশি? গড়পড়তা অনাবাসী ভারতীয়দের পছন্দ ডেমোক্র্যাট পার্টিকে। তবু কমলা ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও আমেরিকায় অনেক অনাবাসী ভারতীয়র ভোট পাবেন ট্রাম্প। অঙ্ক অনেক জটিল। আমেরিকার নির্বাচনে ভারতের অঙ্ক নিয়ে দুটি প্রতিবেদন উত্তর সম্পাদকীয়তে। একটি আমেরিকা থেকে, একটি নয়াদিল্লি থেকে।

চিয়ার্স! কমলা হ্যারিসের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

হাউডি মোদি! নমস্তে ট্রাম্প। হাতে হাত নমো এবং ডোনাল্ডের।

যে-ই আসুন, সমস্যা নেই নয়াদিল্লির

গৌতম হোড়

আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত কোনও মহিলা দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে কমলা হ্যারিস যদি জিততে পারেন, তাহলে তিনিই হবেন আমেরিকার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। সেইসঙ্গে তিনি হবেন প্রথম আমেরিকান ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট। কমলা হ্যারিসের বাবা জ্যামাইকান হলেও মা ছিলেন ভারতীয়, আরও স্পষ্ট করে বললে তামিলনাড়ুর। ফলে কমলা হ্যারিসের শিকড় রয়েছে ভারতেও। তাঁর নাম থেকেও স্পষ্ট, পরিবারে মায়ের প্রভাব কতটা ছিল।

তবে তার মানে এই নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ইন্ডিয়ান আমেরিকান ভোটদাতারা আছেন, তাঁরা সকলেই হইহই করে কমলা হ্যারিসকে ভোট দেবেন। এমনিতে ইন্ডিয়ান আমেরিকানদের বরাবরের পছন্দের দল হল ডেমোক্র্যাট, যারা এবার কমলাকে প্রার্থী করেছে। আর মার্কিন মুলুকে ৫২ লাখের বেশি ভারতীয়র মধ্যে ভোটদাতার সংখ্যা ২৬ লাখ। ভোট সমীক্ষা বলছে, ট্রাম্প ও হ্যারিসের মধ্যে ভয়ংকর লড়াই হবে। সেই নিরিখে ২৬ লাখ ভোটদাতার ভোটের গুরুত্বও বিশাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আর সমীক্ষা বলছে, এই ইন্ডিয়ান আমেরিকানরা আগের থেকে আরও বেশি করে ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কমলা হ্যারিস ভারতীয় মূলের হলে কী হবে, তিনি ইন্ডিয়ান আমেরিকানদের ভোট আগের থেকে কম পাবেন। কাকতালীয় হলেও এখানেই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় মূলের বাসিন্দাদের পছন্দ মিলে যাচ্ছে। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সখ্য কোনও গোপন বিষয় নয়। ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন মোদির জন্য তিনি আয়োজন করেছিলেন 'হাউডি মোদি' ইভেন্টের। আবার গতবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্প যখন ভারত সফরে এসেছিলেন, তখন আহমেদাবাদে মোদি আয়োজন করেছিলেন 'নমস্তে ট্রাম্প'-এর। এবারও কিছুদিন আগে মোদি যখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন, তার আগে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন বন্ধু মোদির সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। শেষপর্যন্ত অবশ্য মোদি-ট্রাম্প বৈঠক হয়নি।

তবে ট্রাম্প ও হ্যারিসের মধ্যে যিনিই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হোন না কেন, তাতে খুব বেশি একটা ইতরবিশেষ হবে না। কারণ, যিনিই প্রেসিডেন্ট হোন না কেন, ভারতকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বাইডেন যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখনও প্রথম দিকে এমন আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, ভারতকে তিনি চাপের মধ্যে রাখবেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতো মসৃণ থাকবে না। কিন্তু ২০২০ সালের পর থেকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে কোনও নিম্নগতি লক্ষ করা যায়নি। বরং ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারত আমেরিকার বারণ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল কিনে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত একবারের জন্যও ইউক্রেনে আগ্রাসন নিয়ে ভারত রাশিয়ার নিন্দা করেনি। মোদি গিয়ে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এতে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি খুশি হয়েছে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কারণ, তাদের যাবতীয় অনুরোধ, আশঙ্কা সত্ত্বেও ভারত নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে।

আর সেজন্যই হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প বা হ্যারিস যিনিই প্রবেশ করুন না কেন, ভারতকে তাঁকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ, এর সঙ্গে আমেরিকার স্বার্থ জড়িয়ে আছে। কী সেই স্বার্থ? বর্তমান সময়ে আমেরিকার কাছে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ হল চিন। যে চিন অর্থনীতি থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে চাইছে। যারা আবিশ্ব আমেরিকার প্রাধান্যের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে উঠে এসেছে। এই চিনকে ঠেকাবার জন্য আমেরিকা চার দেশের জোট করেছে। তার নাম কোয়াড। এই চার দেশ হল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ভারত। আর এটাই ভারতের জোরের জায়গা। ভারতের ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে একটা অসীম গুরুত্ব আছে। যে এশিয়া প্যাসিফিক নিয়ে আমেরিকা এতটা উদ্বিগ্ন, যে এশিয়া প্যাসিফিকে চিন সমানে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে, সেখানে চিনের মোকাবিলা করতে গেলে ভারতকে পাশে পেতেই হবে আমেরিকাকে।

দ্বিতীয় সুবিধা হল অবশ্যই বাণিজ্যজগৎ। এখন বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সবসময়ই বাজারের খোঁজে থাকে। তারা নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করতে চায়। বিনিয়োগ করতে চায় এমন জায়গায় যেখানে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যাবে। সেজন্যই একসময় তাদের নজর চিনের দিকে পড়েছিল। চিনও দরজা খুলে বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানাবার পর সেখানে বড় বড় বহুজাতিক সমানে বিনিয়োগ করেছে। এবার চিনের সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপের কিছু দেশের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর ভারতের গুরুত্ব বাড়ছে। ভারতেও বিশাল বাজার আছে। কারণ, এখানে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মধ্যবিত্তরা আছে। মধ্যবিত্তের পরিধি সমানে বাড়ছে। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হারও ঠিক আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে তারা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির শিরোপা পেতে পারে। ভারত এখন প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে অনেক বেশি অর্থ খরচ করছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রেও প্রচুর বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রচুর নতুন বিমান কেনা হচ্ছে। অন্য প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দিচ্ছে তারা। এ সবই আমেরিকার কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভারত-মার্কিন সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে তাই অনেকগুলি বিষয় আছে। গত দুই মাসের মধ্যে মোদি ছাড়াও আমেরিকায় গেছেন রাজনাথ সিং, এস জয়শংকর, নির্মলা সীতারামন ও পীযূষ গোয়েল। তাঁরা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মার্কিন মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে কমলা হ্যারিস ও ট্রাম্পের মধ্যে ভারত কাকে পছন্দ করবে? ট্রাম্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হল, তাঁকে ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে ফেলা যাবে না। তিনি কখন কী করবেন, কী বলবেন তার আগাম অনুমান কেউ করতে পারেন না। এর ভালো ও মন্দ দিক দুটোই আছে। ট্রাম্প মানে তাই চমক। এই তো কিছুদিন আগেই ট্রাম্প বলেছেন, ভারত তো বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গের জন্য দোষী। আবার একনিঃশ্বাসে তিনি এটাও বলেছেন, তবে মোদি খুবই ভালো। তবে প্রেসিডেন্ট থাকার সময় এবং এবারও প্রচারে ট্রাম্প দুটি জিনিসের উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। তা হল, বাণিজ্য এবং সেখানে আমেরিকান সংস্থাকে সুবিধা দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয়টা অভিবাসন। দুটি বিষয়ই ভারতের কাছে চিন্তার। ট্রাম্প যদি বাণিজ্য নিয়ে তাঁর পরিকল্পনামতো এগোন, তাহলে ভারতীয় সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁর অভিবাসন ও ভিসা নীতির ফলে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের ভারতীয়রা বিপাকে পড়তে পারেন। আবার যেহেতু তাঁর সঙ্গে মোদির সম্পর্ক খুব ভালো এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে তিনি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই চলবেন বলে আশা করা যায়।

একই আশা কমলা হ্যারিসের ক্ষেত্রেও করা যায়। তিনি ভারতীয় মূলের হলেও কাশ্মীর সহ বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের কড়া সমালোচনা করতে ছাড়েননি। কিছু কিছু বিষয় আছে, যেখানে তাঁর মতামত খুবই কড়া ও দৃঢ়। তিনি চট করে নিজের মত থেকে সরে আসেন না। তবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের সঙ্গে পরিচিত ভারতীয় কূটনীতিকরা। কমলা হ্যারিসের ক্ষেত্রে সেই সুযোগটা নেই।

তবে এরপর একটা কথাই বলা যায়, কমলা হ্যারিস হোন বা ট্রাম্প তাতে শেষপর্যন্ত ভারতের সত্যিই কিছু আসে যায় না। ভারতকে গুরুত্ব না দেওয়ার জায়গায় এখন আমেরিকা নেই।

(লেখক সাংবাদিক। নয়াদিল্লির বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

চড়চড়াবাড়ি থেকে রাস্তা বেহাল

জামালদহ, ২ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছিল পাকা রাস্তা। বর্তমানে সেই রাস্তার পিচের চাদর উঠে বেহাল হয়ে পড়েছে। এমনই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের চড়চড়াবাড়ি থেকে দেউতিরহাট বাজার পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার। পথের এমন বেহাল দশায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমছে। বর্তমানে খানাখন্দময় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। যদিও জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়েই ওই রাস্তাটির সংস্কার করা হবে।

> প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় তৈরি রাস্তাগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যায়ক্রমে সংস্কার হয়। এটিও হবে।
>
> **কেশবচন্দ্র বর্মন** সদস্য কোচবিহার জেলা পরিষদ

মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। তাঁরা জানান, দৈনিক এই রাস্তা দিয়েই মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। পিচের আস্তরণ উঠে যাওয়ায় গাড়ি যাতায়াতের সময় রাস্তার চারপাশ ধুলোয় ভরে যায়। যার জেরে স্থানীয় বাসিন্দা সহ পথচলতি মানুষ একপ্রকার তিতিবিরক্ত।

দেউতিরহাটের বাসিন্দা রাজীব চক্রবর্তীর দাবি, প্রশাসনের অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা উচিত। বেহাল দশার জন্য চড়চড়াবাড়ি থেকে দেউতিরহাট বাজারে কোনও টোটো আসতে চায় না। ফলে, একদিকে যেমন যাতায়াতের খরচ বাড়ে তেমনই গ্রামীণ রাস্তা হওয়ায় ভোগান্তিও পোহাতে হয়।

এ ব্যাপারে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য কেশবচন্দ্র বর্মন জানান, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় তৈরি রাস্তাগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যায়ক্রমে সংস্কার হয়। এটিরও সংস্কারের জন্য প্যানেলে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তাটি সংস্কার শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

চিলাখানায় এক দোকান পুড়ে ছাই, আতঙ্ক

তুফানগঞ্জ, ২ নভেম্বর : শনিবার ভোরে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা বাজার সংলগ্ন সুপার মার্কেটের একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যেও। এদিন শাহিনুর রহমানের তালাবন্ধ দোকান থেকে ধোঁয়া লক্ষ করেন স্থানীয় লোকজন। এরপরেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের দুটি ইঞ্জিন ও পুলিশ। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। শাহিনুর বলেন, 'প্রতিবেশী এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আগুন লাগার বিষয়টি জানতে পারি। এসে দেখি গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছে। দোকানে রাখা প্যাকেটজাত বিভিন্ন সামগ্রী এবং আসবাবপত্র সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষতির মুখে পড়লাম।'

পাশেই ইলেক্ট্রিকের দোকান রয়েছে রঞ্জন চন্দের। তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে ১৭টি স্টল রয়েছে। দমকলকর্মী ও স্থানীয় ব্যবসায়ী সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তা না হলে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারত।' তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিনয় সরকারের কথায়, 'প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ভবের বাজারে তোলাবাজিতে অভিযুক্ত তৃণমূল

গুঁড়িয়ে গেল চার দোকান

গৌরহরি দাস ও তুষার দেব

কোচবিহার ও দেওয়ানহাট, ২ নভেম্বর : পারিবারিক জমির বিবাদ মেটানোর নামে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই টাকা না পাওয়ায় শুক্রবার গভীর রাতে আর্থমুভার দিয়ে জয়নাল মিয়াঁর চারটি দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি চলে বোমাবাজি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আস্ফালন। কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবের বাজারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এমনই 'তোলাবাজি'র অভিযোগ উঠল। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। শনিবার দেওয়ানহাট ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে। এব্যাপারে কোচবিহারে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি জানা নেই।'

উল্লেখ্য, ভবের বাজারে দশ শতক জমি নিয়ে অনেকদিন ধরেই জয়নাল মিয়াঁ ও তাঁর পিসি আম্বিয়া বিবির মধ্যে বিবাদ চলছে। বর্তমানে কাগজে-কলমে ওই জমি জয়নালের নামে রয়েছে। তিনি সেখানে চারটি দোকানঘর তৈরি করে ভাড়া দিয়েছেন। আম্বিয়ার আবেদনে সাড়া দিয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল নেতৃত্ব চলতি বছরের অগাস্ট মাসে দু'পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিল। কিন্তু কোনও সমাধান মেলেনি। তারপরই শাসকদলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি আলম মিয়াঁ তাঁদের কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। তা না দেওয়াতেই এই হামলা বলে জয়নালের ছেলে আমিনুর মিয়াঁর অভিযোগ।

ভবের বাজারে গোলমালের ঘটনায় তদন্তে পুলিশ। শনিবার।

আমিনুরের কথায়, 'টাকা না দেওয়ায় ওরা বারবার হুমকি দিচ্ছিল। গত বুধবার সকালে দলবল নিয়ে দোকানে ভাঙচুর চালায়। তারপর শুক্রবার রাতে আর্থমুভার দিয়ে আমাদের চারটি দোকান গুঁড়িয়ে দেয়। সেসময় বোমাবাজি করে ও শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায়।' এ ব্যাপারে পুলিশে অভিযোগ জানালে দুষ্কৃতীরা প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলে আমিনুরের দাবি। ঘটনার জেরে গোটা পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জয়নাল মিয়াঁ বর্তমানে বাড়িছাড়া। তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমার প্রচুর টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। পুলিশ সঠিক তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।' যদিও শুক্রবারের ঘটনায় তাঁরা এখনও থানায় লিখিত অভিযোগ জানাননি বলে আমিনুর জানান।

ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি আলম মিয়াঁ বলেন, 'আলোচনায় মীমাংসা না হওয়ায় আমরা ওদের আইনি পথে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। পাঁচ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওরা নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে আমাদের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে।' দলের কোচবিহার-১(এ) ব্লক সভাপতি কালীশংকর রায়ও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেন, 'ওখানে জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের কথা আমিও জানি। দলের অঞ্চল সভাপতি বা কোনও নেতা-কর্মী গোলমালে যুক্ত নয়। পুলিশ তদন্ত করলেই সঠিক তথ্য প্রকাশ্যে আসবে।'

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ দায়েরের সাতদিন পার

মূল অভিযুক্ত অধরা, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : কোচবিহারের ডাওয়াগুড়ির নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ দায়েরের সাতদিন পরও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে ব্যর্থ পুলিশ। নাবালিকার পরিবার থেকে ঘটনার দু'দিন পরই অভিযুক্তর নাম সহ কোচবিহার কোতোয়ালির মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপরও পুলিশ কেন অভিযুক্তকে ধরতে পারছে না, তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে সিটিজেনস ফর জাস্টিস নামে এক সংগঠন শনিবার বিকালে পুলিশ সুপারের দপ্তরে দাবিপত্র জমা দেয়।

আরজি করের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চলছে। এরই মধ্যে কোচবিহারে বাড়িতেই নিকটাত্মীয়ের ধর্ষণের শিকার হয় এক নাবালিকা।

গত ২৩ অক্টোবর দুপুর দুটো নাগাদ কোচবিহারের ডাওয়াগুড়িতে ঘটনাটি ঘটেছিল। এবিষয়ে ২৫ অক্টোবর কোচবিহার কোতোয়ালির মহিলা থানায় অভিযুক্তর নামধাম সহ অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু তার সাতদিন পরও অভিযুক্ত এখনও অধরা। আর এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এনিয়ে সিটিজেনস ফর জাস্টিস সংগঠনের তরফে আসিফ আলম বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হওয়ার সাতদিন পরও পুলিশ কেন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না এটা ভেবে অবাক হচ্ছি। আমরা চাই, পুলিশ অবিলম্বে দোষীকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

এ প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা পারিবারিক ঘটনা। ঘটনার দু'দিন বাদে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত সঠিক পথেই চলছে।'

কোচবিহার রাসমেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। শনিবার। ছবি ঃ জয়দেব দাস

অনলাইনে অর্ডারমাফিক সামগ্রী না পেয়ে আটক তরুণ

পারডুবি, ২ নভেম্বর : এখন বাড়িতে বসেই অনলাইনে মোবাইল, জুতো, জামাকাপড় সহ নানা সামগ্রী কেনার প্রবণতা বাড়ছে। এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই ঘোকসাডাঙ্গা, উনিশবিশা, পারডুবি সহ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের নানা এলাকার বাসিন্দারা। বিভিন্ন সংস্থার ডেলিভারি বয় প্রাপকের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে রোজই সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সেই সব সামগ্রী বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন।

শনিবার দুপুরে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারোমাইলে এমনই সামগ্রী পৌঁছে দিতে আসা এক ডেলিভারি বয়কে আটক করেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, স্থানীয় এক তরণ অনলাইনে একটি মেক-আপ বক্সের অর্ডার দেন। ডেলিভারি বয় তাঁর অর্ডারমাফিক মেক-আপ বক্স পৌঁছেও দিতে আসে। কিন্তু ক্রেতা প্যাকেট খুলে দেখেন অর্ডার দেওয়া মেক-আপ বক্স উধাও। সেখানে রয়েছে অন্য সামগ্রী। তাতেই চক্ষু চড়কগাছ। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। তারপরই ওই ডেলিভারি বয়কে আটক করেন গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ডেলিভারি বয় বিষয়টি সামগ্রী প্রেরণকারী সংস্থা সহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। এ ব্যাপারে কথা বলার আশ্বাস দিয়ে তিনি কোনওক্রমে রেহাই পান। এর প্রেক্ষিতে মানুষের প্রশ্ন, অনলাইন সংস্থা যদি এভাবে প্রতারণা করে তাহলে কোন ভরসায় মানুষ তাদের অর্ডার দেবে? উল্লেখ্য, এর আগেও পারডুবি, বরাইবাড়ি, এগারোমাইল সহ বেশকিছু এলাকায় এক পণ্য দেখিয়ে অন্য পণ্য সরবরাহের অভিযোগ উঠছিল। এরপর ফের শনিবারের ঘটনায় অনলাইন ব্যবসা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ফল ঘোষণা

আলিপুরদুয়ার, ২ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে যে বিজ্ঞান অভীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, ২৭ দিনের মাথায়, শনিবার তার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এদিন আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কর্মসূচি আয়োজিত হয়। ফলাফলের ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার জেলায় ৭ জন প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জেলার ১২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল গত ৬ অক্টোবর। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পাদক শান্তনু দত্ত জানান, এবছর ৩,২১৯ জন পরীক্ষার্থী ছিল। ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে।

দুর্ঘটনা কমেছে ১৮ শতাংশ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : গতবছরের তুলনায় পথ দুর্ঘটনা ১৮ শতাংশ কমেছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের এমনই দাবি। শনিবার পুলিশ লাইনে সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'পথ দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা আগের থেকে অনেক কমেছে। নিয়মিত পথ সুরক্ষা নিয়ে পুলিশ প্রচার করছে। যাঁরা নিয়ম মানেন না তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও কমাতে পুলিশ সচেষ্ট।' পুলিশ দুর্ঘটনা কমার তথ্য দিলেও শুধুমাত্র গত অক্টোবর মাসেই কোচবিহারে ৩৮টি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় ২০ জনের।

পুলিশের তথ্য বলছে, গতবছর জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত জেলায় ৩৮৭টি দুর্ঘটনায় ১৯৩

দাবি পুলিশের

জনের মৃত্যু ও ৩৫৩ জন আহত হয়েছিলেন। চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাটি কমেছে। এবছর ৩২১টি দুর্ঘটনা হয়েছে। এতে ১৭২ জনের মৃত্যু ও ২৫৬ জন আহত হন। অর্থাৎ গতবছরের তুলনায় এবছর দুর্ঘটনা ১৮ শতাংশ, মৃত্যু ১১ শতাংশ ও আহতের সংখ্যা ২৮ শতাংশ কমেছে। গত বছর অক্টোবর মাসে ৬২টি দুর্ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়। এবছরের অক্টোবরে ৩৮টি দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পথ সুরক্ষা নিয়ে পুলিশ নিয়মিত নানা কর্মসূচি পালন করলেও নিয়ম না মেনে অবাধে টোটো সহ যানবাহন চলাচলে সমস্যা বাড়ছেই। যত্রতত্র পার্কিং, যাত্রীবাহী গাড়িগুলির যেখানে সেখানে যাত্রী ওঠানামা করানোয় যানজট বাড়ছে। ফলে, দুর্ঘটনায় আশঙ্কাও রয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশি অভিযান চলছে দাবি করা হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছেলেবেলা।। উত্তর দিনাজপুরের বাজিতপুরে রায়গঞ্জের সুদীপ্ত সেনের ক্যামেরায়।

ভোটের আগে অস্বস্তি বাড়ল তৃণমূলের

জেলা পরিষদের বিদায়ি সভাধিপতির ভিডিও ভাইরাল

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ নভেম্বর : উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের বিদায়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়াকে ঘিরে দলের অন্দরে রীতিমতো অস্বস্তি বাড়ছে। সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁর আলোচনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হতেই জেলার রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় পড়ে যায়। এনিয়ে তৃণমূলের অন্দরে গুঞ্জন ছড়ায়। দলের প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতির ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয় বিরোধী শিবিরও। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে দল থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে শনিবার সাফ জানানো হয়েছে।

যিনি গোটা ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের কথা বললেও শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ব্যাপারে থানায় কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

পুষ্পিতা এদিনও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'সবটাই বিজেপির চক্রান্ত। আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। যে তরুণ ভিডিও করেছিলেন তিনি বিজেপি কর্মী।' কিন্তু ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরও কেন আইনি পদক্ষেপ করেননি? তাঁর সাফ জবাব, 'সময় হলেই অভিযোগ করব।'

নিজের বাড়ির পিছনে পুকুরপাড়ে বসে শালবাড়ির এক তরুণের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। দুই মিনিটের ভাইরাল সেই ভিডিওতে পুষ্পিতাকে বলতে দেখা যায়, আমি ১১ জনকে গ্রুপ-ডি পদে চাকরি দিয়েছি। কার কাছে কত টাকা বকেয়া রয়েছে সেই বর্ণনাও দেন তিনি (যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সত্যিই যদি মোবাইলের ক্যামেরার পিছনে থাকা ওই তরুণ বিজেপি কর্মী হন তাহলে তাঁর সঙ্গে চাকরি সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন প্রসঙ্গে হাসির ছলে পুষ্পিতা কথাই-বা বলছিলেন কেন? তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। তাহলে ভিডিওতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কি বাস্তবতার যোগ রয়েছে? যদিও এনিয়ে পুষ্পিতা কোনও মন্তব্য করেননি।

> বিষয়টি নিয়ে দলে আলোচনায় বসা হবে। যদি দুর্নীতি প্রমাণিত হয়, তাহলে দল থেকে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **গিরীন্দ্রনাথ বর্মন** চেয়ারম্যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল

ওই তরুণ বিজেপির কেউ নয় বলেই দাবি করেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস। তিনি বলেন, 'উনি যতই বলুন যে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে, বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছেন দুর্নীতি তৃণমূলের সংস্কৃতি। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করা। চাকরি দুর্নীতির সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত তা খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।'

ডিওয়াইএফআই জেলা সহ সম্পাদক ইউসুফ আলির কথায়, 'ভিডিও দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তৃণমূলের উঁচু থেকে নীচু সবাই দুর্নীতিতে যুক্ত। আগামীদিনে মানুষ এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। এই দুর্নীতিগ্রস্তদের পরিণতি ভবিষ্যতে ভয়ংকর হবে। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

কংগ্রেসের প্রচারে বাধার অভিযোগ

সিতাই, ২ নভেম্বর : সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। শনিবার সকালে সিতাই সবজি মাণ্ডিতে কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ সহ দলীয় নেতা-কর্মীরা যখন ভোট প্রচার চালাচ্ছিলেন সেসময় একদল দুষ্কৃতী তাঁদের প্রচার করতে বাধা দেয় ও নানা হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। তড়িঘড়ি প্রচার বন্ধ করে এলাকা ছাড়েন প্রার্থী সহ নেতা-কর্মীরা।

এ ব্যাপারে হরিহর রায় সিংহ বলেন, 'এদিন সকালে সিতাই সবজি মাণ্ডিতে ভোটের প্রচার করছিলাম। দ্বিতীয় গেটের কাছে যেতেই একদল দুষ্কৃতী এসে প্রচারে বাধা দেয়। প্রচার বন্ধ করার জন্য নানা হুমকি দেওয়া হয়। দুষ্কৃতীরা দাবি করে, এটা তৃণমূলের এলাকা, কংগ্রেসের কোনও ভোট নেই। তাই এলাকা ছাড়ুন। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় এলাকা ছেড়ে আসি। গোটা বিষয়টি জানিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ পর্যবেক্ষককের কাছে দল থেকে অভিযোগ জানিয়েছে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সিতাই ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিশু প্রামাণিক বলেন, 'এমন ঘটনার কথা জানা নেই। ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, আগামী ১৩ নভেম্বর সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোরকদমে ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে। শনিবার সকালে গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা গোসানিমারি এলাকায় সভা করেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। এদিন সকালে সাংসদ গড় সিতাইতেও

অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

প্রচারে গিয়েছিলেন। সিতাই সবজি মাণ্ডিতে কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে ক্ষুব্ধ ফরওয়ার্ড ব্লক ও বিজেপি। ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'তৃণমূল সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে বিরোধীদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে। এটা ঠিক নয়।' বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায় বলেন, 'সবারই ভোট প্রচারের অধিকার রয়েছে। প্রচার থেকেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে ভোট করাতে চাইছে তৃণমূল।'

বিজেপি 'ভাঁওতাবাজ' বলে দাবি মোশারফের

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : বিজেপিকে 'ভাঁওতাবাজ' বলে দেগে দিলেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন। শনিবার তিনি সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী সংগীতা রায়ের সমর্থনে ভোট প্রচার করতে দিনহাটার মাতালহাটে একটি সভা করেন। সেখানেই তিনি বলেন, 'বিজেপিকে ভোট ছাড়া অন্য সময় মাঠে দেখা যায় না। বিজেপি মানেই ভাঁওতাবাজ। তৃণমূল সবসময় মানুষের পাশে থেকে দল পরিচালনা করে।' আসন্ন সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায় বিপুল ভোটে জিতবেন বলে তিনি দাবি করেন। সভায় কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে উন্নয়ন করছেন, সে উন্নয়নের সুফল প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই তাঁর দূত হিসাবে সংগীতা রায়কে জয়ী করে আগামীদিনে এলাকার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' এজন্য তাঁকে জয়ী করে সেকাজে শামিল করার আহ্বান জানান তিনি।

বিজেপির সভা

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : শনিবার দিনভর মাতালহাটে ভোট প্রচার করলেন সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায়। এদিন সকালে বিজেপির দুই বিধায়ক সুকুমার রায় ও মিহির গোস্বামীকে নিয়ে ভোট প্রচার করেন। একাধিক সভা থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয় বিজেপি নেতৃত্ব।

চ্যাংরাবান্ধায় জমে উঠেছে কালীপুজোর মেলা

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ নভেম্বর : প্রতিবছরের মতো এবারেও তুমুল উদ্দীপনার দেখা মিলছে চ্যাংরাবান্ধার কালীপুজোর মেলায়। পুজোর দিন থেকে মেলা শুরু হয়েছে বিবেকানন্দপাড়ায় মেখলিগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পাশের মাঠে। চলবে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত।

দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা শুধুমাত্র চ্যাংরাবান্ধার বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপগুলি দেখতে আসেন না। সঙ্গে অন্যতম আকর্ষণ চ্যাংরাবান্ধার কালীপুজোর মেলাও ঘুরে নেন। বিকেল থেকে সময় যত গড়ায় মেলায় ততই ভিড় বাড়ে।

মেলাতেই দেখা মিলল ওদলাবাড়ির বাসিন্দা দীপা ঘোষের। তিনি জানান, তিনি প্রতিবছর এই মেলায় আসেন। পরিবারের সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধায় ঠাকুর দেখার পাশাপাশি এই মেলা অন্যতম গন্তব্য। ফাস্ট ফুড থেকে ফুচকা, পপকর্ন, বিরিয়ানি, রোল, চাউমিনের এলাহি আয়োজন রয়েছে মেলার নানা দোকানে। দিনহাটা থেকে শিলিগুড়ি সব জায়গা থেকেই ব্যবসায়ীরা এসেছেন দোকান-পসরা নিয়ে। এপ্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিলিগুড়ির এক খাবারের হোটেলের মালিক জানান, বিক্রি বেশ ভালোই হচ্ছে। রাতের দিকে বিক্রি বাড়ে।

বন্দুকে বেলুন ফাটানো থেকে আইসক্রিম, নানা সাজসজ্জার সরঞ্জাম, পুজোর সামগ্রী, ব্যাগ, চশমা সবকিছুই মিলছে মেলায়। ছোটদের মনোরঞ্জনে রয়েছে ছোট নাগরদোলা ও গাড়ির ঘূর্ণি। বড়দের জন্য কলম্বাস, ব্রেক ডান্স। তবে জায়েন্ট হুইল না আসায় কিশোর-কিশোরীদের মন খারাপ।

চ্যাংরাবান্ধার মেলায় চলছে জমজমাট কেনাকাটা। -সংবাদচিত্র

চ্যাংরাবান্ধার কলেজ পড়ুয়া সম্রাট সরকারের কথায়, 'আমাদের এখানে ঘোরার জায়গা বলতে তেমন বিশেষ কিছু নেই। সবসময় বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই বছরভর কালীপুজোর মেলার জন্য অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু এবার চড়ার কিছু নেই।' চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক অশোক ঘোষ বললেন, 'ক্লাব থেকে গত ১৫ বছর ধরে এই মেলা করা হয়। করোনার সময় মেলা বন্ধ ছিল। শুধু চ্যাংরাবান্ধা নয়, বাইরের মানুষজনও মেলায় এসে মন খুলে আনন্দ ও কেনাকাটার সুযোগ পান।' এই মেলা শেষ করেই ব্যবসায়ীরা কোচবিহার রাসমেলায় হাজির হবেন বলে মেলা কমিটি থেকে জানানো হয়েছে।

শ্যামা আরাধনা ঘিরে সংস্কৃতি চর্চা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা, উনিশবিশা, লতাপাতা, রুইডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কালীপুজোকে কেন্দ্র করে দারুণ উন্মাদনা লক্ষ করা গিয়েছে। শনিবারও ওই এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। নৃত্য, আরতি, সংগীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতা ছিল সেই তালিকায়। বিভিন্ন পুজো কমিটির পরিচালনায় পাড়ার খুদে শিল্পীদের নৃত্য প্রতিযোগিতা সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে।

শনিবার ঘোকসাডাঙ্গা থানাপাড়া পুজো কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্রায় তিন শতাধিক প্রতিযোগী ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ঘোকসাডাঙ্গা স্টেশনপাড়া পুজো কমিটির উদ্যোগে আরতি প্রতিযোগিতা, মহিলাদের হাঁড়িভাঙা, খুদেদের মোমবাতি প্রজ্বলন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই পুজো কমিটির তরফে আলিফ সোয়েল আক্তার জানিয়েছেন, এবছর প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি শুক্রবার রাতে ঘোকসাডাঙ্গা রবীন্দ্রপল্লি ইউনিটে নৃত্য প্রতিযোগিতা হয়েছে।

পুজোয় রক্তদান

রাঙ্গালিবাজনা, ২ নভেম্বর : মাদারিহাটের খয়েরবাড়ির সূত্রধরপাড়ায় রাঙ্গালিবাজনা বিবেকানন্দ ক্লাব ৪৮তম শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে শনিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সংগৃহীত ২৪ ইউনিট রক্ত বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান ক্লাবের সম্পাদক শেখর সূত্রধর।

এক মা বিদায় জানাচ্ছেন আরেক মাকে। কোচবিহার তোর্ষা নদীতে। শনিবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

টোটোচালককে মারে অভিযুক্ত জওয়ান

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২ নভেম্বর : এক টোটোচালককে হেনস্তা, মারধরের অভিযোগ উঠল বিএসএফের বিরুদ্ধে। টোটোতে গোরু রেখে ছবি তুলে গোরু পাচারকারী বলে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হলদিবাড়ি ব্লকের তালতলা মোড় এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ ও বিডিও'র দ্বারস্থ হন আহত টোটোচালক জিতেন বর্মন। যদিও বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি গোরু নিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। সেসময় কর্তব্যরত এক জওয়ানকে ধাক্কা মারে। বর্তমানে সেই জওয়ান চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জিতেনের অভিযোগ, কালীপুজোর জন্য অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন ঠাকুর দেখেন। বাড়তি উপার্জনের আশায় শুক্রবার রাতে খালি টোটো নিয়ে তিনি হলদিবাড়ি শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় রাজ্য সড়কের উপর খালপাড়া বিওপির এক বিএসএফ জওয়ান তাঁর পথ আটকে টোটোর চাবি ছিনিয়ে নেন। তাঁকে মারধরও করেন।

জিতেনের দাবি, এরপর আহত অবস্থায় তাঁকে টোটোতে চাপিয়ে সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেসময় দুর্ঘটনা ঘটলে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যান টোটোচালক।

এরপর রাতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে টোটোটি আনার জন্য সীমান্ত এলাকার ৪ নম্বর গেট এলাকায় যান। সেখানে গেলে তাকে বেঁধে রেখে রাইফেল দিয়ে ভয় দেখিয়ে ফের মারধর করা হয়।

টোটোচালকের দাদা রঞ্জিত বর্মনের দাবি, 'ভাই কোনওভাবেই অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। মদ্যপ বিএসএফ জওয়ান নিজেকে বাঁচাতে ভাইকে ফাঁসানোর জন্য টোটোতে গোরু চাপিয়ে ছবি তোলে। সেই ছবিতে ভাইকে দেখা যাচ্ছে না।'

তালতলা এলাকায় আক্রান্ত জিতেন বর্মনের বাড়িতে ভিড়। শনিবার।

> ভাই কোনওভাবেই অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। মদ্যপ বিএসএফ জওয়ান নিজেকে বাঁচাতে ভাইকে ফাঁসানোর জন্য টোটোতে গোরু চাপিয়ে ছবি তোলে। সেই ছবিতে ভাইকে দেখা যাচ্ছে না।
>
> **রঞ্জিত বর্মন**
> *টোটোচালকের দাদা*

স্থানীয় পরিতোষ সরকারের প্রশ্ন, টোটো সহ গোরু ধরলে বিএসএফ জিতেনকে হাতের নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিল কীভাবে? পুরোটাই পরিকল্পিত বলে তাঁদের অভিযোগ। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই।

এদিকে, প্রাণে বাঁচলেও বিএসএফের তরফে টোটোটি আটক করে রাখা হয়েছে। এতে একমাত্র উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে ওই টোটোচালকের পরিবার।

মানসাই পাড়ে অবাধে গাঁজা চাষ

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২ নভেম্বর : অবৈধ্যভাবে গাঁজা চাষের প্রবণতা রয়েছে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষ করে মাথাভাঙ্গা মহকুমায় মানসাই নদীর দুই পাড়ে। প্রতি বছর নতুন নতুন এলাকা সংযোজিত হচ্ছে গাঁজা চাষের জন্য। মূলত বাংলাদেশ ও ভিনরাজ্যে অধিক দামে গাঁজা পাচারের আশাতেই গাঁজা চাষ করছেন বাসিন্দাদের একাংশ। প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান ও প্রচারের অভাব রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

মানসাই নদীর দুই পাড়ে মাথাভাঙ্গা-১ ও মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বালাসি, হাজরাহাট, ক্ষেতি ফুলবাড়ি, ভেরভেরি মানাবাড়ি, পারাডুবি, মাটিয়ারকুঠি হল গাঁজা চাষের আঁতুড়। শীতলকুচি ব্লকের মাঘপালা, ভোগডাবড়ি, ছোট শালবাড়ি, রাধেরচর, কুশামারি এবং কোচবিহার সদর-১ ব্লকের চান্দামারি, ছোট শালবাড়ি চর এলাকাতেও গাঁজার চাষাবাদ অবাধে চলছে। গাঁজা চাষের এই এলাকাগুলি বাংলাদেশ সীমান্তের ২০ কিমির মধ্যেই। তাই সহজেই প্রশাসনের নজর এড়িয়ে সীমান্তে পৌঁছে যায় গাঁজা। সেখানে চোরাকারবারিরা রাতের অন্ধকারে গাঁজা প্যাকেট করে কাঁটাতারের উপর দিয়ে ছুড়ে বাংলাদেশে পৌঁছে দেয়। বাংলাদেশে গাঁজা পাচার করতে পারলে ভালো দাম মেলে গাঁজাচাষি ও পাচারকারীদের। তবে শুধু বাংলাদেশে পাচার নয়, বিহার, অসম, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ সহ নানা রাজ্যেও পাচার হয় এখানকার গাঁজা।

গাঁজা গাছ উচ্ছেদ অভিযান। - ফাইল চিত্র

এক গাঁজাচাষির কথায়, অবৈধ্য জেনেও লাভের আশায় প্রথাগত চাষের বাইরে অনেক চাষি গাঁজা চাষে ঝুঁকছেন। নদীর চর সংলগ্ন অনাবাদি কৃষিজমি ও খাসজমিতেই মূলত গাঁজার চাষ হয়। অধিক লাভের আশায় গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মূলত দুঃস্থ পরিবারগুলি গাঁজা চাষ রপ্ত করে ফেলেছে। পুলিশের গাঁজা নষ্ট অভিযানের পরেও কোনওরকমে ১০০টি গাছ বড় করে ঘরে তুলতে পারলে একটি পরিবারের এক বছরের সংসার খরচের টাকা উঠে যায়। এই চাষে উৎসাহ দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই। রাজ্যের ও বাইরের অনেক জায়গা থেকেই এজেন্টরা এসে চাষিদের গাঁজার বীজ সরবরাহ করে থাকে। চাষের খরচ বাবদ চাষিদের টাকার জোগানও দেয় তারা।

কীভাবে পাচার

- এই চাষে উৎসাহ দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই
- রাজ্যের ও বাইরের অনেক জায়গা থেকেই এজেন্টরা এসে চাষিদের গাঁজার বীজ সরবরাহ করে
- চাষের খরচ বাবদ চাষিদের টাকার জোগানও দেয় তারা
- গাঁজা প্যাকেটজাত করার সময় পাচারচক্রের পান্ডারা এসে ঘাঁটি গেড়ে থাকে গ্রামগুলিতে
- তারপরই সুযোগ বুঝে গাঁজা পাচার করা হয়

গাঁজা প্যাকেটজাত করার সময় পাচারচক্রের পান্ডারা এসে ঘাঁটি গেড়ে থাকে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে। তারপরই সুযোগ বুঝে গাঁজা পাচার করা হয়। পাচারের কাজে কিশোর ও মহিলাদের ব্যবহার করা হয়। এভাবেই কোচবিহার জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তের গাঁজা এখন পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের বাইরে ও দেশের বাইরেও। নিয়মিত গাঁজা চালান যায় ভুটান ও নেপালেও। প্রতি বছর আবগারি দপ্তর এই চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেও তাতে কাজের কাজ তেমন একটা হয় না। এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে, অথচ আবগারি দপ্তর তা জানে না। আবার এমন এলাকাও রয়েছে, যেখানে আবগারি দপ্তর ঢুকতেই পারে না। আবগারি দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন গাঁজা চাষে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেবে বলে আশঙ্কা ওয়াকিবহাল মহলে।

এবিষয়ে মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেন হালদার জানান, গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা, বিঘ্নিত পরিষেবা

গাছতলা, বারান্দায় রান্না

হলদিবাড়ি, ২ নভেম্বর : প্রতিশ্রুতিমতো চাকরি মেলেনি অঙ্গনওয়াড়ির ভূমিদাতাদের। আর তার খেসারত যেন দিতে হচ্ছে শিশু থেকে শুরু করে গর্ভবতীদের। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ভূমিদাতাদের আন্দোলনের জেরে হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থেকেছে। গত শুক্রবারের ঘটনা। সেদিনও তাঁরা কেন্দ্রগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেন। এই পরিস্থিতিতে

হলদিবাড়ি

পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকার শিশুরা। মিলছে না প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা। যদিও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি, বিভিন্ন উপায়ে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার প্রদানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তবে সুষ্ঠু পরিবেশ ও পরিকাঠামোর অভাবে ব্যাঘাত ঘটছে শিশুদের পড়াশোনায়। কাশিয়াবাড়ির বাসিন্দা তরুণ রায় বলেন, 'ভূমিদাতাদের দাবি ন্যায়সংগত। তবে পরিষেবা ব্যাহত না করে আন্দোলন করা উচিত।'

হলদিবাড়ির সিডিপিও প্রীতম সাঁতরা অবশ্য বলেন, 'কোনওভাবেই যাতে পরিষেবা বন্ধ না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও

খোলা আকাশের নীচে শিশুদের খাবার পরিবেশন। শনিবার। - সংবাদচিত্র

কর্মীদের প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয়।'

কয়েক দশক আগে এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য অনেকে জমি দিয়েছিলেন। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও চাকরি মেলেনি। এতেই ক্ষুব্ধ ভূমিদাতারা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। নিজেদের দাবি আদায়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সম্প্রতি হলদিবাড়ি ব্লকের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রশাসন। শুক্রবার সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তরা কাজে যোগ দিতে নিজ নিজ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গেলেই ফের সমস্যার সূত্রপাত। পুনরায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন ভূমিদাতারা বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে খাবার সহ অন্যান্য জিনিসপত্র কেন্দ্র থেকে বের করে কর্মীরা অন্যত্র চলে যান। ফলে খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা।

শনিবার ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল, কোথাও কেন্দ্রের বারান্দায় আবার কোথাও গাছতলায় রান্না করছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা। অনেকেই আবার অন্যত্র রান্না করে কেন্দ্রে এসে শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ করছেন। সংলগ্ন এলাকার কোনও বাড়িতেও চলছে রান্নার কাজ। তবে এভাবে কতদিন চলবে তা নিয়ে সংশয়ে কর্মীরা।

তবে নিজেদের দাবি আদায়ে অনড় ভূমিদাতারা। কাশিয়াবাড়ির ভূমিদাতা সুশীলচন্দ্র রায় বলেন, 'শুক্রবার ব্লকের ৪৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা দেওয়া হয়েছে। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কোর্টের রায় না আসা পর্যন্ত কেন্দ্রের গেটের তালা খোলা হবে না।'

টুকরো খবর

নস্যশেখ সভা

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদের আলোচনা সভা হয় শনিবার। এদিন দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরহাট হরকুমারী উচ্চবিদ্যালয়ে সভাটি হয়। এদিনের আলোচনা সভায় মৌলানা আদম সফিউল্লাকে সভাপতি, রেজ্জাক হোসেনকে সহ সভাপতি ও খায়রুল হককে সম্পাদক মনোনীত করে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নাজিরহাট ১ অঞ্চলের ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ

কোচবিহার ও জামালদহ, ২ নভেম্বর : কোচবিহারের চকচকা কলোনির রবীন্দ্র সংঘের তরফে শতাধিক মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল। পাশাপাশি তারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষারও আয়োজন করে। সেখানে ২৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। জামালদহ নবজীবন সংঘের কালীপুজোয় 'জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা' সংস্থার সহযোগিতায় শুক্রবার রাতে ২০ জনকে বস্ত্র দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠান শুরু

জামালদহ, ২ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৩ শৌলমারি নবযুগ সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হল। শুক্রবার রাতে তার উদ্বোধন করেন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ বলেন বর্মনের কথায়, 'এবছর পুজোর পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করা হচ্ছে।'

গ্রেপ্তার তিন

মেখলিগঞ্জ, ২ নভেম্বর : দেশি ও বিদেশি মদ সহ তিন মহিলাকে গ্রেপ্তার করল কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার মেখলিগঞ্জ থেকে ধাপড়া বাজারগামী একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালায় কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। সেই গাড়ির ভেতর তিন মহিলার ব্যাগ থেকে বের হয় বেশ কয়েক ধরনের দেশি ও বিদেশি মদ।

ছটঘাটের প্রস্তুতি

চ্যাংরাবান্ধা, ২ নভেম্বর : দীপাবলির উৎসব শেষে শুরু ছটপুজোর প্রস্তুতি। ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় এবং ৮ নভেম্বর সকালে পুজো করবেন ছটব্রতীরা। চ্যাংরাবান্ধা বাজারের ধরলা নদীর ঘাট বরাবর এই পুজো হয়। শনিবার ছটঘাট পরিদর্শন করেন চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চায়েত প্রধান ইলিয়াস রহমান। সঙ্গে ছিলেন চ্যাংরাবান্ধা ছটপুজো কমিটির সদস্যরা।

পঞ্চায়েত প্রধান ইলিয়াস রহমান বললেন, 'চ্যাংরাবান্ধার ছটঘাট রবিবার থেকে পরিষ্কারের কাজ শুরু করবে পঞ্চায়েত দপ্তর। নদীতে বর্তমানে জল বেশি থাকায় নদীর মাঝে ছটব্রতীদের নিরাপত্তার জন্য বাঁশের ব্যারিকেড লাগানোর কথা বলা হয়েছে ছটপুজো কমিটিকে।' ধরলা নদীর উলটোদিকে বাংলাদেশ। ইলিয়াস জানান, গত বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা ছটঘাটে হামলা চালিয়েছিল। তাই সেদিকটা খেয়াল রাখার বিষয়টি বিএসএফ এবং পুলিশের সঙ্গে বলা হবে।

ছটপুজো কমিটির সদস্য বিষ্ণু কানুর বক্তব্য, 'এদিন ঘাট পরিদর্শনে এসে প্রধান অনেকগুলো নিয়ম পালনের কথা বলেন। আমরাও তাতে রাজি হয়েছি। বরাবর সকল ধর্মের মানুষদের মিলনমেলা হয় চ্যাংরাবান্ধার ছটপুজোর ঘাটে। আশা করি এবারও সব ঠিকঠাক হবে।'

জুয়ার ঠেকে ধৃত ২১

কোচবিহার ব্যুরো

২ নভেম্বর : কালীপুজো পেরিয়ে গেলেও জেলাজুড়ে জুয়ার আসর চলছেই। আসরে হানা দিয়ে বেশ কিছু জায়গা থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগর থেকে নয়জন ও দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ থেকে দুজনকে জুয়া খেলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে, শুক্রবার রাতে শীতলকুচি থানার পুলিশ গোঁসাইরহাট এলাকায় জুয়ার আসর থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশার গয়াবাড়ি এলাকা থেকে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। বাবুরডাঙ্গা এলাকা থেকে ছয়জন গ্রেপ্তার হয়।

প্রথম বিদ্যুৎ পূর্ব ফলিমারিতে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ নভেম্বর : দীপাবলি আলোর উৎসব। কিন্তু এতবছর তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের পূর্ব ফলিমারি গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। এবার সেই গ্রামে প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বলল। সেই আলোর রেশ ছড়িয়ে পড়ল অসম সীমানা লাগোয়া এই গ্রামের বাসিন্দাদের মুখে। বিদ্যুৎ দপ্তরের জেলা রিজিওনাল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'নদীবেষ্টিত অসম সীমানার ওই গ্রামটিতে এই রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না। অসম থেকে বিদ্যুৎ কিনে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।'

পূর্ব ফলিমারি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হলেও গ্রামবাসীরা নিজভূমে পরবাসীর মতো থাকতেন। তুফানগঞ্জ-২ ব্লক থেকে রায়ডাক ও সংকোশ নদী বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে গোটা পূর্ব ফলিমারিকে। সারাবছর পশ্চিমবঙ্গের অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষায় ভরসা একটিমাত্র নৌকা। অসমের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ ছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এতদিন সন্ধ্যা নামতে অন্ধকারে ডুবত গোটা গ্রাম। এমনকি, মোবাইল চার্জ দিতেও বাসিন্দাদের যেতে হত পড়শি রাজ্যের কোনও দোকানে।

স্থানীয় মুক্তার সরকার বলেন, 'পূর্ব ফলিমারি এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় আর্থিকভাবে সচ্ছল কয়েকটি পরিবার সোলার প্যানেল বসিয়েছিল। তাদের মাধ্যমে মোবাইল চার্জ করা থেকে ছোটখাটো কাজগুলো করা যেত। এবার বাড়ি বাড়ি আলো জ্বলেছে। আমরা তাই সবাই মিলে আনন্দ উৎসব করছি।'

বিদ্যুৎ দপ্তরের জেলা রিজিওনাল ম্যানেজার জানালেন, পরিকাঠামো তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় দুই

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম বিদ্যুতের আলো। শনিবার।

কোটি টাকা। অধিকাংশ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। বাকি ১০ শতাংশ বাড়িতে সাত-আট দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দিতে কাজ চলছে।

এই পঞ্চায়েতে দুটি বুথ মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার ভোটার রয়েছেন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অবশেষে সবার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে বলে জানান ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা সরকার।

বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তিনদিক নদীবেষ্টিত হওয়ায় পূর্ব ফলিমারিতে বিদ্যুৎ সংযোগে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাই অসম থেকে সেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। উলটোদিকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে অসমের পোকালাগি এলাকাটিতে। অসম এবং বাংলার তরফে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুযায়ী এক রাজ্য অন্য রাজ্যকে যত টাকা ইউনিট প্রতি দরে বিদ্যুৎ বিক্রি করে, ঠিক সেই দরেই অসম থেকে বিদ্যুৎ কিনে তা পূর্ব ফলিমারিতে সরবরাহ করা হবে। একইভাবে অসম সরকার বাংলার কাছে ইউনিট প্রতি ওই টাকা দরেই বিদ্যুৎ কিনে তা পোকালাগিতে সরবরাহ করবে। তবে বিদ্যুতের খুঁটি সহ সরবরাহের সমস্ত খরচ বহন করেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাই। সেইমতো বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করার জন্য অসম বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কোষাগারে ৩৪ লক্ষ টাকা জমা দিতে হয়েছে এই রাজ্যর বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে। এছাড়া, প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তোলা হয়েছে পরিকাঠামো। এরপর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ইউনিট প্রতি দাবি করে অসমের বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। যদিও দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বিদ্যুতের আলো জ্বলায় খুশির আমেজ গ্রামজুড়ে।

প্রথম আলো

- গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় অসমে গিয়ে মোবাইল চার্জ করতে হত
- সেই অসম থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে
- অধিকাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ এসেছে, বাকি বাড়িগুলিতেও চলে আসবে

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : শুক্রবার রাতে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের তরুণ বাবু মোদক। একই ঘটনায় তারই দুই বন্ধু গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পাথরশন এলাকায়।

এদিন রাতে মহাকালহাট থেকে বামনহাটের দিকে যাচ্ছিলেন তিন তরুণ। সেসময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে সুরক্ষা স্তম্ভে ধাক্কা মেরে বাইক সহ পাশের জলাশয়ে পড়ে যান তাঁরা। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান। সেখান থেকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁদের। চিকিৎসা চলাকালীন তাঁদের মধ্যে বাবু মোদকের মৃত্যু হয়েছে।

জেলার খেলা

প্রথম সোমেন

ওজন তুলছেন ৫৫ কেজি বিভাগে প্রথম সোমেন বর্মন। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের কোচবিহার জেলা ভারোত্তোলনে পুরুষদের ৫০ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন দীপ রায়। ৫৫ কেজি বিভাগে প্রথম সোমেন বর্মন। ৬১ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন অক্ষয় বিশ্বাস। ৬৬ কেজি বিভাগে মিলন বর্মন। ৬৬ কেজি ঊর্ধ্ব বিভাগে সাধন বর্মন প্রথম হয়েছেন। মেয়েদের একটি মাত্র বিভাগে প্রথম হয়েছেন মুলতি দেবনাথ।

মশাল দৌড়ে প্রথম জয়ন্ত

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : কোচবিহারের দীপ্তি সংঘের আট কিলোমিটার মশাল দৌড়ে প্রথম হলেন জয়ন্ত দাস। তিনি ২৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে রমেন রাজ (২৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড) ও সন্দীপ শা (২৩ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড)।

বেলা-কমল ট্রফি শুরু

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : দু'দিনব্যাপী বেলা গুহ ও কমল গুহ ট্রফি বডি বিল্ডিং, ওয়েটলিফটিং ও আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতা শুরু হল দিনহাটায়। শনিবার সকালে দিনহাটা হেমন্ত বসু কর্নারে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

শুশ্রূষায় নতুন জীবন কাল্টির, নিশ্চিন্ত সরকারপাড়া

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারপাড়ায় বেশ কয়েকটি পথকুকুর আছে। তাদের মধ্যে কালো রঙের একটি কুকুরকে পাড়ার অনেকেই আদর করে কাল্টি নামে ডাকে। কাল্টি সম্প্রতি পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু গত ২৮ নভেম্বর ঘটে যায় নৃশংস ঘটনা। কে বা কারা কাল্টি সহ তিনটি কুকুরকে গুলতি দিয়ে বাঁশের ফলা ছোড়ে। একটি কুকুর মারা যায়। আরেকটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাল্টিকে মারাত্মক জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। শরীরে বাঁশের তীক্ষ্ণ ফলা গেঁথে ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা তথা গৃহবধূ দীপ্তি সরকার এলাকারই পেশায় ফার্মাসিস্ট তথা পশুপ্রেমী প্রণব দাস, কমল সরকার, সমরজিৎ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে কাল্টির শরীর থেকে ফলা বের করে চিকিৎসা শুরু করেন। আর তাতেই আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকে কাল্টি। আদরের সেই অবলার এই উন্নতিতে খুবই খুশি স্থানীয়রা।

শনিবার দেখা গেল, শরীরে ব্যান্ডেজ নিয়েই কাল্টি স্থানীয় বাসিন্দা শান্তিরঞ্জন সরকারের বাড়ির পেছনে শাবকগুলিকে দুধ খাওয়াচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা চম্পা সরকার, রসরাজ সরকার, সুচিত্রা সরকার,

খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর কাল্টি। শনিবার। - সংবাদচিত্র

শম্পা সরকারদের কথায়, আঘাতের পর প্রথম দু'তিনদিন ঠিকমতো খাচ্ছিল না কাল্টি। অবশেষে সকলের চেষ্টায় কাল্টি ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে। এতে খুশি তাঁরা। পাশাপাশি তাঁদের আক্ষেপ, অমানবিক ঘটনাটির পর ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি।

সরকারপাড়ায় ২০-২৫টি পথকুকুর আছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্গাপুজোর সময় থেকেই এলাকার পথকুকুরদের কে বা কারা মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। বিজয়া দশমীর পরদিন একটি কুকুরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। স্থানীয়রা সেসময় বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেও তেমন গুরুত্ব দেননি। সম্প্রতি কাল্টি সহ তিনটি কুকুরকে আঘাতের বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে স্থানীয়দের। এটা চোরেদের কাণ্ড হতে পারে বলেও তাঁদের সন্দেহ। যাতে পথকুকুররা তাদের অসুবিধার কারণ না হয়। গোটা ঘটনায় চিন্তিত এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় তরুণ-তরুণী রিক সরকার, যুবরাজ সরকার, শম্পা সরকারদের কথায়, তাঁরা যা খান তা থেকেই কিছুটা বাঁচিয়ে পথকুকুরদের খেতে দেন। হঠাৎ কেন এবং কারা এভাবে পথকুকুরদের উপর আক্রমণ করছে বলে প্রশ্ন তাঁদের। তবে কাল্টি যে সুস্থ হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেল, এতে মহা খুশি পাড়ার সকলে।

মর্মান্তিক
(২৩ অক্টোবর)

সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন। দেহ পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা। চারজনকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত চলছে। জয়গাঁর ঘটনা।

ধৃত চার
(২৪ অক্টোবর)

জলঢাকা নদীতে স্নানে নেমে তলিয়ে দুজনের মৃত্যু। খুনের অভিযোগে ওই ঘটনায় তাদের চার বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু। ধূপগুড়ির ঘটনা।

চিনা রসুন
(২৬ অক্টোবর)

রোজই চোরাপথে নেপাল হয়ে উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে ঢুকছে চিনা রসুন। নানা রাসায়নিকে ভরা এই রসুন খেলে ক্যানসার হতে পারে বলে আশঙ্কা।

ভাঙচুরে বিধায়ক
(২৬ অক্টোবর)

হাতে দলীয় ঝান্ডা ধরে মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাঙচুর চালালেন তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। রতুয়া–১ ব্লকের রাঙ্গামাটিয়া জলকরের ঘটনা।

হায় হেরিটেজ!

গৌরহরি দাস

হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষিত কোচবিহার শহরের উন্নয়নে প্রশাসনের চোখ শুধু সাগরদিঘি আর বৈরাগীদিঘিতেই। তাও এই জায়গাগুলিতে যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে বহু প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে, শহরের ম্যাগাজিন হাউস, পাওয়ার হাউস, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন ভিক্টোরিয়া কলেজ, বাণী ভবন, কমলা কুটির সহ বিভিন্ন হেরিটেজ ভবন সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে।

রাজার শহরকে নিয়ে এই হাপিত্যেশ করাটা খুব স্বাভাবিক। ছয়-সাত বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চকচকায় এক অনুষ্ঠানে এসে কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসাবে ঘোষণার সুপারিশ করেন। পরে হেরিটেজ বিশেষজ্ঞ আইআইটি খড়্গপুরের ইঞ্জিনিয়াররা একাধিকবার এসে কোচবিহার পরিদর্শন করেন। কোচবিহার হেরিটেজ কমিটি গঠিত হয়। কোচবিহারে ১৫৫টি স্থাপত্যকে হেরিটেজ ঘোষণা করে রাজ্য হেরিটেজ কমিটি। তারপর থেকে হেরিটেজ ফান্ডে কোচবিহার শহরের উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা আসা শুরু। সেই টাকা এসেই চলেছে। কিন্তু যখন দেখি বা মনে হয় সেই টাকায় কোচবিহার শহরের উন্নয়নের চেয়ে তা অনেকে নিজেদের পকেটে ঢোকাতে বেশি ব্যস্ত তখন খুবই খারাপ লাগে।

সাংবাদিকতার পেশায় আছি প্রায় ২৫ বছর। এই পেশার সুবাদেই গোটা শহরের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন খুব কাছ থেকে দেখেছি। গোটা কোচবিহার শহরটাই আমার হাতের তালুর মতোই চেনা। রাজনগর হওয়ার কারণে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাজ আমলের অসংখ্য ভবন, স্থাপত্য, দিঘি সহ নানা কিছু রয়ে গিয়েছে। যেগুলি প্রায় সবই রাজ আমলের এবং শতাধিক বছরের পুরোনো। যে কারণে এই শহরকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। সেই দাবি পূরণ হয়েছে। নাকি হয়নি? ধন্দে আছি। হেরিটেজ সংক্রান্ত কাজ দেখে প্রথমেই যেটা মনে হয় কোচবিহার শহরের উন্নয়ন কি শুধু সাগরদিঘি আর বৈরাগীদিঘিকে ঘিরেই? এর বাইরে আর কিছু নেই? ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি হাজার বৃষ্টি হলেও সাগরদিঘির চারপাশে তেমন জল জমে না। অথচ প্রশাসনকে এক-দেড় বছর আগে দেখলাম সাগরদিঘির চারপাশে থাকা ঝাঁ-চকচকে পেভার্স ব্লকের ফুটপাথকে ভেঙে ফেলে সেখানে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে চাপা নর্দমা তৈরি করতে। এরপর সেই নর্দমার ওপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুটা অন্তর অন্তর রাস্তার পাশে লোহার শিক দিয়ে ম্যানহোলের মতো ফাঁকা রাখতে। যাতে সেখান দিয়ে জল নর্দমায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে। যদিও আবর্জনা জমে সেই লোহার শিকের ফাঁকা জায়গাগুলি প্রায় বুজে গিয়েছে। আবার সেই ঢাকনাওয়ালা নর্দমার ওপর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দামি পাথর বসিয়ে ফের ফুটপাথ করা হয়েছে। ফুটপাথের পাশে আবার এখন রাস্তা সংকুচিত করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বোলার্ড বসানো হচ্ছে। যা নিয়ে ট্রাফিক আধিকারিক, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ বাসিন্দাদের অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রশাসনের অবশ্য তাতে কোনও হেলদোল নেই।

আরও আছে। সাগরদিঘির চারপাশে নর্দমা তৈরির পর অবশ্য এবার বৃষ্টিতে দিঘির চারপাশে রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় জল জমতে দেখা গিয়েছে। বৃষ্টিতে কোচবিহারের রাজবাড়ির সামনে কেশব রোডে হাঁটুজল জমে যায়। এছাড়াও নিকাশি সংস্কারের অভাবে শহরের অধিকাংশ রাস্তায় জল জমে। এসব সমস্যা না মিটিয়ে পাঁচ কোটি খরচ করে সাগরদিঘির এই নর্দমা তৈরি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। গত কয়েক বছরে অপ্রয়োজনীয়ভাবে এই নিয়ে তিনবার সাগরদিঘির চারপাশে বাউন্ডারি গ্রিল পরিবর্তন করা হল। অথচ শহরে লম্বাদিঘি (যমুনা), লালদিঘি, চন্দনদিঘি, ডাঙ্গরআইদিঘি সহ একাধিক দিঘি রয়েছে হেরিটেজের তালিকায়। কিন্তু সেগুলিতে গ্রিল লাগানো তো দূরের কথা, সামান্য সংস্কারটা পর্যন্ত করা হয় না। শহরে একাধিক হেরিটেজ দিঘি জঙ্গলে ভরে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাগরদিঘির চারপাশে থাকা ভালো ম্যাস্টিক রাস্তা একাধিকবার ভেঙে নতুন করে গড়া হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত ভাঙাগড়ার খেলা চলছে।

শুধু সাগরদিঘিই নয়, একই অবস্থা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সামনে থাকা বৈরাগীদিঘিরও। প্রথমত ঠাকুরবাড়ির সামনে ঢাকনাযুক্ত নর্দমা ছিল। কয়েকবছর আগেই সেগুলি করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই প্রশাসন সেই নর্দমা নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। সেই নর্দমা ও ঢাকনাগুলি এতটাই শক্ত ছিল যে আর্থমুভার ও বিভিন্ন যন্ত্র দিয়ে সেই ঢাকনাগুলি ভাঙতেই প্রশাসনের দুই-তিন মাস লেগে যায়। ভালো থাকা ড্রেন ও ঢাকনা ভেঙে আবার কোটি কোটি টাকা খরচ করে নতুন করে নর্দমা করল প্রশাসন। অথচ ঢাকনাওয়ালা নর্দমা তো দূরের কথা, কোচবিহার শহরের অধিকাংশ নর্দমাই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে সংস্কারের অভাবে। বৈরাগীদিঘির সামনে নতুন ঝকঝকে ম্যাস্টিক রাস্তা ভেঙে আবার নতুন করে করা হল। বৈরাগীদিঘিতে সীমান্ত প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের কী মনে হল, সেই সীমানাপ্রাচীর ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে উঁচু করে সীমানাপ্রাচীর করা হল। কিন্তু তাতে কী লাভ হল? আগে যেখানে রাস্তা থেকে দিঘির সৌন্দর্য উপভোগ করা যেত, এখন আর যায় না। কীসের স্বার্থে এসব? প্রশ্ন উঠবেই। উঠেওছে।

হায় হেরিটেজ!

বেহাল।। শিবদিঘি। - জয়দেব দাস

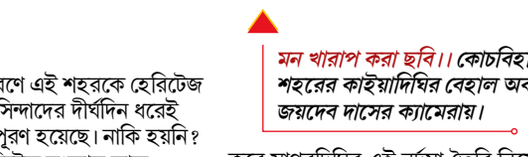

মন খারাপ করা ছবি।। কোচবিহার শহরের কাইয়াদিঘির বেহাল অবস্থা। জয়দেব দাসের ক্যামেরায়।

ভরসা ‘খাটিয়াশ্রী’

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

পথশ্রী প্রকল্পে রাজ্যের বহু রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে। আবার বহু রাস্তা এখনও বেহাল। সংবাদমাধ্যমের একটি বড় অংশের নজর বরাবর এসব রাস্তাঘাটই। তবুও পরিস্থিতি বদলায় না। বদলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে রোগীকে খাটিয়ায় চাপিয়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হয়।

নজরে।। খাটিয়া নিয়ে ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওর একটি মুহূর্ত।

একই রাজ্যে দুটি আলাদা ছবি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্য বহু ভালো রাস্তাঘাট পেয়েছে। আবার পায়ওনি। গত ২৭ অক্টোবর। একটি ভিডিও ভাইরাল হল। তাতে দেখা গেল মালদায় হবিবপুর ব্লকের অধীন হবিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেস্তরপাড়ার বেহাল রাস্তা দিয়ে অসুস্থ একজনকে খাটিয়ায় করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃষ্টির পর কাদায় বেহাল রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স বা অন্য কোনও যানবাহনের ঢোকার কোনও উপায় ছিল না। অতএব, ভরসা ‘খাটিয়া’ই। পথশ্রী প্রকল্পে রাজ্যে বহু রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে। এই ঘটনার পর পথশ্রীর সুবিধা না পাওয়া এলাকার এমন রাস্তাকে খোঁটা দিয়ে অনেকে ‘খাটিয়াশ্রী’ও বলা শুরু করেছেন। আর এখানেই প্রশ্ন। যে রাজ্যে রাস্তাঘাট নিয়ে এত ইতিবাচক দাবি করা হয়, সেখানে এমন একটি ছবি কেন দেখতে হবে!

খাটিয়া নিয়ে যখন এত কথা উঠছে সেই জিনিসটি কী সেটাও একবার জেনে নেওয়া প্রয়োজন। খাটিয়া অর্থ খাটো এবং হালকা খাট বিশেষ। যা দড়ি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা ‘ঝিনেদার জমিদার’ নামে একটি কবিতার লাইনে লিখেছিলেন ‘বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়..।’ অর্থাৎ ধরা যেতেই পারে আরামদায়ক বিশ্রামের একটি জিনিস এই ‘খাটিয়া’। আবার এক নাটকের সংলাপে ছিল, ‘বলো বলো হরিবল, খাটিয়ায় দেহ তোল’! সেক্ষেত্রে মৃত্যুর পর শেষযাত্রায় ‘খাটিয়া’র ব্যবহারের ইঙ্গিত রয়েছে। এমন এক বস্তুর সঙ্গে এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা বিশেষ করে চিকিৎসার জন্য অসুস্থ রোগীর জুড়ে যাওয়াটা মনকে বেশ কষ্টই দেয়।

এর আগের একই রকমের এক ভিডিওর বিষয়ে আসা যাক। গত বছরের ১৭ নভেম্বরের ঘটনা। ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল মালদার বামনগোলা ব্লকের গোবিন্দপুর-মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেহাল মালডাঙ্গা এলাকার রাস্তা দিয়ে জ্বরে আক্রান্ত এক বধূকে খাটিয়ায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কারণটা সেই একই। বেহাল কাঁচা রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকা সম্ভব ছিল না। সেই খাটিয়ায় করে ওই বধূকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে একটু দেরি হয়েছিল। শেষপর্যন্ত মামণি রায় নামে ওই বধূকে আর প্রাণে বাঁচানো যায়নি। সেই ঘটনায় অবরোধ, আন্দোলন সহ বিভিন্নভাবে জনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। অনেক তর্জা হয়েছিল বিরোধী আর শাসকের। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাকা রাস্তার প্রতিশ্রুতি মিলেছিল। গত এক বছরে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে কমবেশি মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তার কাজ হলেও বাকি অংশের কাজ এখনও অনিশ্চিত। যা নিয়ে তর্জার রেশ না কাটতেই গত ২৭ অক্টোবর আরও একটি ভিডিও ভাইরাল হল। এর কথা আগেই বলা হয়েছে। হবিবপুরের মেস্তরপাড়ার কানু হেমব্রম নামে পেট ব্যথায় কাতর ওই রোগীকে দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি না থাকায় তাঁকে একজন হাতুড়ে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করিয়ে মোটামুটি সুস্থ করে, ওষুধপত্র নিয়ে রোগীকে সঙ্গে করে আবার খাটিয়ায় চাপিয়েই বাড়ি ফিরে যান পরিজনরা।

এসব নিয়ে কম হইচই হয়নি। কিন্তু সমাধানও বের হয়নি। আখেরে সমস্যার জট কোথায়? হয়তো সিস্টেমেই। রাস্তা তৈরির জন্য সরকারিভাবে টেন্ডার ডাকা হয়। অনেকে সেই টেন্ডারে শামিলও হন। টেন্ডার জিতে কাজও শুরু করেন। কিন্তু তারপর একে ওকে ‘ভাগ’ দিতে গিয়েই বড়সড়ো এক গর্তে তলিয়ে যান। যেখান থেকে মুক্তির উপায় হয়তো কারও জানা নেই। ফলস্বরূপ, জরুরি প্রয়োজন থাকলেও প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তা আর পাকা হয়ে ওঠা হয় না। খাটিয়ায় চেপে হাসপাতালে পৌঁছোতে গিয়ে নিরীহ বাসিন্দার প্রাণ যায়। যদিও মেস্তরপাড়ার ক্ষেত্রে ঘটনার আগে কোনও টেন্ডার প্রক্রিয়াই হয়নি। তাই এমন ঘটনা এড়াতে প্রশাসনিক উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকার বেহাল রাস্তার তালিকা তৈরি হওয়া উচিত। প্রত্যন্ত এলাকার বেহাল রাস্তা নির্মাণে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যান্য খারাপ রাস্তাঘাটও সংস্কার হোক।

খাটিয়া থাকুক আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে। কিন্তু তাতে চেপে আমাদের যাতে হাসপাতালে যেতে না হয় তা নিশ্চিত করার দায় কিন্তু সরকারেরই।

দুর্ভোগ।। হবিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেস্তরপাড়ার সেই বেহাল রাস্তা।

ভরসা নাকি ভীতি?

মৃত্তিকা ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ অনেকটা পর চালু করল পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান। নারী নিরাপত্তায় টহল দেবে, তাদের সব সমস্যা শুনবে। কিন্তু শিলিগুড়ির বুকে ঘটা নিন্দনীয় ঘটনায় সুরক্ষা তো দূরে থাক, পিঙ্ক মোবাইলের প্রতি এখন অনেকেরই আতঙ্ক।

আরজি করের ডাক্তার খুন-ধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে পুলিশের প্রতি অনাস্থা ও ক্ষোভ উগরে স্লোগান উঠেছিল, কলকাতা পুলিশ নিপাত যাক। রাজ্য থেকে তদন্তের দায়ভার গেল কেন্দ্রে। জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিটি বৈঠকেই উঠে এল পুলিশের প্রতি ঘোর অনাস্থা। কিন্তু মরিয়া রাজ্য যখন উঠেপড়ে লাগল সহাবস্থা ফিরিয়ে আনতে। তখনই শিলিগুড়ির বুকে পুলিশের এক ন্যক্কারজনক ছবি এল প্রকাশ্যে। পুলিশের প্রতি অনাস্থা প্রতিষ্ঠার আরও একটা কারণ। রাজ্যজুড়ে মহিলা সুরক্ষায় টহল দেয় পিঙ্ক পেট্রলিং ভ্যান। সেই ভ্যানে মদ্যপ অবস্থায় খোদ এএসআই। ভাইরাল ভিডিও শোরগোল সৃষ্টিতে বেশি সময় নেয়নি।

নারী নিরাপত্তায় চালু পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত। নির্দ্বিধায় মেয়েরা সবরকম সমস্যা জানাতে পারবে, এই ধারণা থেকেই নাকি এমন সিদ্ধান্ত। সেখানেই যদি মদ্যপ মহিলা এএসআই তাঁর মুখের মদের গন্ধ শোঁকাতে এক মহিলাকেই ঘাড় ধরে টেনে চুমু খাওয়ার উপক্রম তৈরি করে...তাহলে তো সুরক্ষার প্রদান দূর, ভীতি তৈরি হয়। সেদিন মোবাইল ভ্যানে তো আরও বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী ছিলেন। ঘটনা চাক্ষুষ করলেন। তাঁরাও চুপ করে রইলেন। সেখানে ভয় ছিল নাকি মদত?

সমস্যা এক, সচ্ছল হতে গিয়ে উলটে বেড়ে গেল আতঙ্ক। নিজেদের ভয়ের কথা, সমস্যার কথা কী বলবে? কে বলতে পারে, ভ্যান থেকে নেমে পুলিশ যদি আবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তারপর একজনের কাণ্ড দেখে বাকিরাও যেখানে নীরব, সেখানে তো ভরসা একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন। এদিকে, একদল পুলিশের গলায় ফুটে উঠল আক্ষেপ, ‘আসলে কিছুজনের কাজে নাম খারাপ হয় গোটা জাতির। আমরা তো আমাদের জান লড়িয়ে দিচ্ছি। এরপরেও কটাক্ষ এলে কী-ই বা করার থাকে?

সমস্যা দুই, সমাজে সেইসব ‘মানুষ’–এর অভাব কোনওদিনই ছিল না। যাদের দরদ মায়ের চেয়ে ঢেরগুণে বেশি। যারা সময় পেলেই একটু জেঠুগিরি ফলাতে চায়, তালিকায় তারাও আছে। যারা পিঙ্ক ভ্যানকে কাজে লাগাচ্ছে একটু অন্যভাবে। পার্কে বা মাঠের একপাশে ১৬-১৭ বছরের কোনও ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে দেখলেই এনাদের চলাফেরায় ভীষণ সমস্যা তৈরি হয়। হঠাৎ মনে হয় পুলিশে খবর দিয়ে একটু ভড়কে দিই। ফোন চলে যাচ্ছে পিঙ্ক মোবাইলে। তারপর যা হয়, পুলিশ এসে ধমক দিচ্ছে, বাবা-মায়ের নম্বর চেয়ে ফোন করছে। ভোগান্তি বাড়ছে।

এ তো গেল শিলিগুড়ির কথা। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের মতো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পিঙ্ক প্রেট্রল চালু করেছে রাজ্য পুলিশ। উৎসবের মরশুমে রীতিমতো রাত-দিন এক করে টহল দিচ্ছে তারা। অশুভশক্তির বিনাশে দীপান্বিতা অমাবস্যায় একলা পথে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে সুরক্ষার সঙ্গে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে সেই বাহিনী। কিন্তু বিচার? আরজি করের সেই নির্যাতিতা আজও তা পাননি।

তবুও ভরসা থাকুক। আর সমস্ত কিছুর পাশাপাশি পিঙ্ক পেট্রলেও।

বলি তরুণ
(২৭ অক্টোবর)

ত্রিকোণ প্রেমের জেরে তরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইসলামপুরের দাড়িভিটে হইচই। প্রেমিকার মায়ের অপমানের জেরে ওই তরুণ আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ।

স্বামীর মৃত্যু
(২৮ অক্টোবর)

স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমানে খোঁটা দেওয়া চলছিল। মানসিক অবসাদে কীটনাশক খেলেন স্বামী। পরে মৃত্যু। ময়নাগুড়ির আমবাড়ির ঘটনা।

দালাল পাকড়াও
(২৯ অক্টোবর)

রোগীদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থেকে দালালদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা।

চাপে পুষ্পিতা
(২ নভেম্বর)

টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া নিয়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল। অভিযোগ অস্বীকার তাঁর।

পাশবিক
(২ নভেম্বর)

ধর্ষণের পর ছয় বছরের শিশুকে পুকুরে ছুড়ে ফেলা হল। পরে জনতার গণপিটুনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় ধনীরামপুর–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা।

মিলল মুণ্ডু
(২ নভেম্বর)

জাতীয় সড়কে প্রথমে মুণ্ডুহীন ধড় ও পরে মুণ্ডু উদ্ধার। ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরে একটি ছোট গাড়ির খোঁজ। গাজোলের হিয়াকোর গ্রামের ঘটনা।

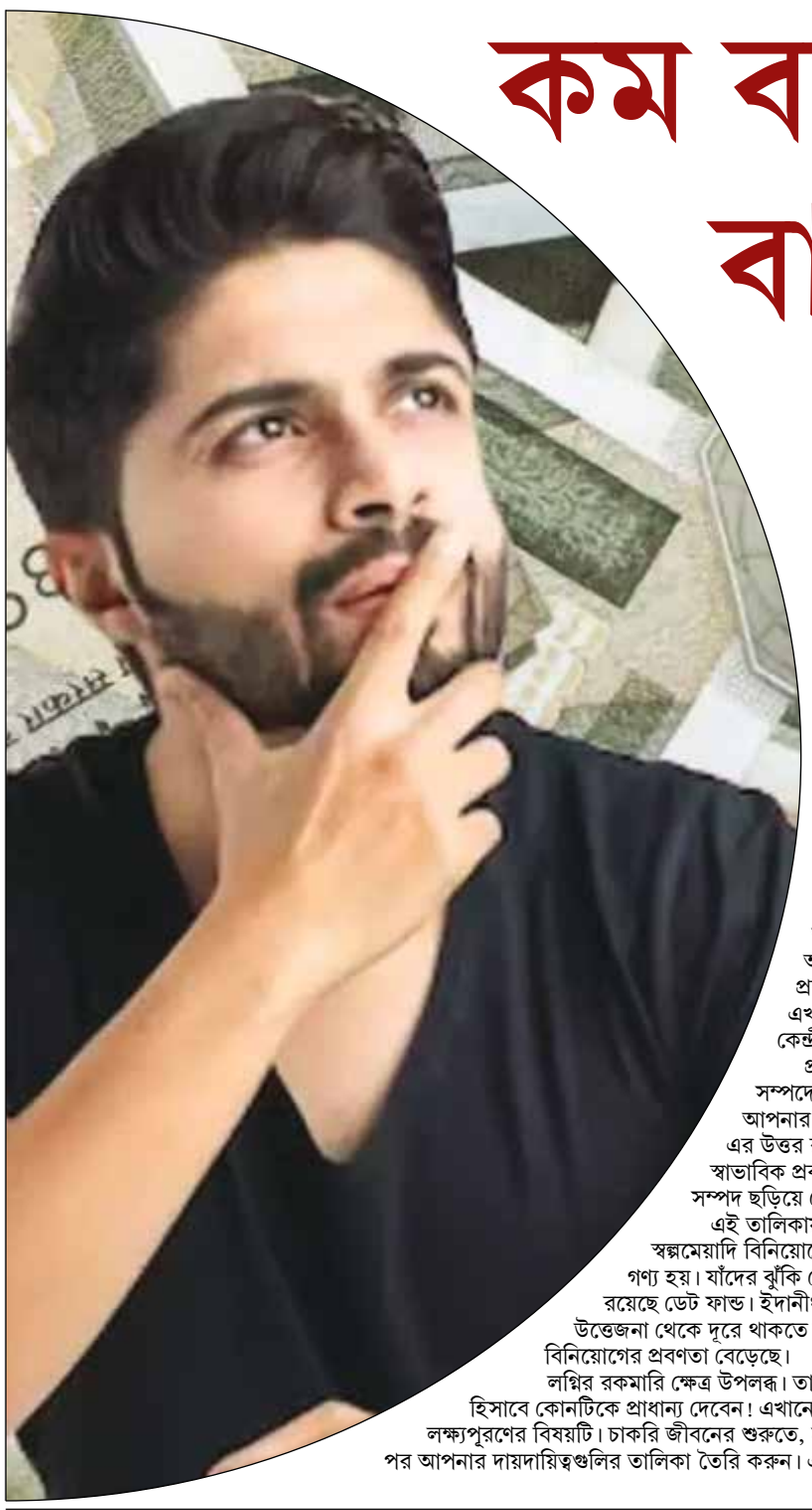

কম বয়সে বেশি ঝুঁকি, বয়স বাড়লে সুরক্ষায় মন

প্রবীণ আগরওয়াল

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে লক্ষ্যপূরণে ধারাবাহিকতা। একে সংক্ষেপে উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক ধারাবাহিকতাও বলা যায়। সময়ের সঙ্গে আমাদের কাজের উদ্দেশ্য বদলে যায়। একটি উদ্দেশ্য পূরণ হতে না হতে আমরা অন্য লক্ষ্যের দিকে হাঁটতে থাকি। তা সে লৌকিক, আধ্যাত্মিক বা অর্থনৈতিক যা কিছু হতে পারে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কথা মাথায় রেখে এখানে আমাদের আলোচনা আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হবে।

প্রশ্ন হল আর্থিক লক্ষ্যপূরণের জন্য সম্পদের বণ্টন কীভাবে করা সম্ভব? আপনার বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর মধ্যেই এর উত্তর রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের স্বাভাবিক প্রবণতা হল নানা ক্ষেত্রে নিজের সম্পদ ছড়িয়ে দেওয়া।

এই তালিকায় রয়েছে ইকুইটি ফান্ড যা স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগে অপেক্ষাকৃত লাভজনক বলে গণ্য হয়। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা কম তাঁদের জন্য রয়েছে ডেট ফান্ড। ইদানীং, স্টক মার্কেটের উত্থান-পতনের উত্তেজনা থেকে দূরে থাকতে লগ্নিকারীদের মধ্যে সোনায় বিনিয়োগের প্রবণতা বেড়েছে।

লগ্নির রকমারি ক্ষেত্র উপলব্ধ। তাহলে বিনিয়োগ গন্তব্য হিসাবে কোনটিকে প্রাধান্য দেবেন! এখানেই চলে আসে আর্থিক লক্ষ্যপূরণের বিষয়টি। চাকরি জীবনের শুরুতে, মাঝে এবং অবসরের পর আপনার দায়দায়িত্বগুলির তালিকা তৈরি করুন। এরপর সেইসব লক্ষ্যপূরণের জন্য বিনিয়োগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে হবে।

উদাহরণ হিসাবে অবসরের লক্ষ্যে বিনিয়োগের কথা বলা যেতে পারে। অবসর পরিকল্পনা প্রত্যেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অবসরের পর আমরা শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করি। এজন্য যত আগে থেকে পরিকল্পনা ছকবেন সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একটা সাধারণ গাইডলাইন দিয়ে বলতে পারি, আপনার বয়স ২৫ বছর হলে ৭৫ শতাংশ টাকা ইকুইটি ফান্ডে এবং বাকিটা স্থায়ী আমানত হিসাবে কোনও সুরক্ষিত প্রকল্পে লগ্নি করতে পারেন। একইভাবে বয়স যত বাড়বে ইকুইটি ফান্ডে লগ্নি তত কমবে। সুরক্ষিত প্রকল্পে লগ্নির পরিমাণ বাড়বে। অর্থাৎ, ৩৫ বছর বয়সে ইকুইটিতে বিনিয়োগের পরিমাণ হওয়া উচিত ৬৫ শতাংশ এবং স্থায়ী আমানত ৩৫ শতাংশ। ৪০-এর কোটায় বয়স হলে ইকুইটি খাতে বিনিয়োগ ৫০-৬০ শতাংশের বেশি না হওয়াই উচিত। লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা লগ্নির মেয়াদ। বাড়ি, গাড়ি, বিদেশ সফর, প্রিয়জনের বিয়ে, সন্তানের লেখাপড়ার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ যাতে হাতে থাকে সেই জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর এসআইপি করা যেতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে আপনার বয়স, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনের ওপর। ধরা যাক আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাড়ি কিনবেন। এজন্য ইকুইটিতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। বয়স কম হলে এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে এই ধরনের ফান্ডে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারেন। এর ফলে আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে, নিজের সচ্ছল অবসর জীবনের চাহিদাগুলি পূরণের রাস্তা মসৃণ হবে। এজন্য উচ্চ ফেরত লাভের ডেট ফান্ড আপনার আদর্শ বিনিয়োগ গন্তব্য হতে পারে। আবার ২ বছরের মধ্যে বিদেশ সফরের পরিকল্পনা থাকলে কোনও স্বল্পমেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি করতে পারেন। একই কথা বলা যায় গাড়ি কেনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও। ধরা যাক, আপনার বয়স এখন ২৫ বছর। ৪০ বছরে অবসরের পরিকল্পনা করেছেন। তাহলে আগামী ১৫ বছর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইকুইটি ফান্ডকে গুরুত্ব দিন।

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আলোর উৎসবে আলোয় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। টানা পতনের ধাক্কা কাটিয়ে মুহরত ট্রেডিংয়ের শেষে সেনসেক্স ৭৯,৭২৪.১২ এবং নিফটি ২৪,৩০৪.৩৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। ঘুরে দাঁড়ালেও এর স্থায়িত্ব নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকছেই। এমন আবহে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করার পাশাপাশি গুণগত মানে ভালো শেয়ার নির্বাচনেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে ভারতীয় শেয়ার বাজার এখনও বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে। সেই বিষয় মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রতি বছরের মতো সম্বত ২০৮১-এর প্রথম দিনেও বিশেষ ট্রেডিংয়ের আয়োজন করেছিল বিএসই এবং এনএসই। সম্বত ২০৮০ লগ্নিকারীদের জন্য একটি লাভজনক বছর ছিল। ওই বছরে নিফটি ২৭.৯৯ শতাংশ এবং সেনসেক্স ২৫.৩৭ শতাংশ উঠেছে। গত ৫ বছরের হিসেব ধরলে দুই সূচকের উত্থান হয়েছে ১০০ শতাংশের বেশি। তবে নতুন বছর অর্থাৎ সম্বত ২০৮১ লগ্নিকারীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। বিশেষত আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজার অস্থির থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হতে পারে, তাতে আতঙ্কিত না হয়ে নিজেদের পোর্টফোলিও গুছিয়ে নিতে হবে। শেয়ার বাজার স্থিতিশীল হলে প্রথমেই ঘুরে দাঁড়াতে পারে লার্জ ক্যাপ স্টকগুলি। তাই এই বিষয়ে বাড়তি নজর দিতে হবে লগ্নিকারীদের। আগামী সপ্তাহে শেয়ার বাজারের ওঠা-নামায় সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ৫ নভেম্বর ভোট গ্রহণ। ৯ নভেম্বর ফল ঘোষণা। ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি কমলা হ্যারিস-- দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আমেরিকা সহ সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলছে। এর পাশাপাশি ক্রমশ জটিল হচ্ছে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত। এই দুই দেশের মধ্যে সংঘাত যত তীব্র হবে, শেয়ার বাজারেও তার নেতিবাচক প্রভাব বাড়বে। সামনে মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের ফলও শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে। মূল্যবৃদ্ধির হার, জিডিপি পরিসংখ্যান, ডিসেম্বরের এমপিসি বৈঠক ইত্যাদিও শেয়ার বাজারের ওঠা-নামায় প্রভাব ফেলবে।

অক্টোবরে ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে বড় মাপের সংশোধন হয়েছে তার নেপথ্যে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। এক মাসে তারা প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি এবং খুচরো লগ্নিকারীদের লাগাতার লগ্নির জেরে সূচক সেভাবে নামেনি। নভেম্বরে বিদেশি লগ্নি তুলে নেওয়ার প্রবণতা চললে শেয়ার বাজারের ওপর আরও চাপ বাড়বে। তাই বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি আগামী দিনে সূচকের ওঠা-নামায় বড় ভূমিকা নিতে পারে।

অন্যদিকে প্রত্যাশা মতোই দাম বেড়েই চলেছে সোনা-রুপোর। সামনে বিয়ের মরশুম। বড় কোনও অঘটন না হলে আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম আরও বাড়তে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ইন্ডিয়ান অয়েল :** বর্তমান মূল্য-১৪৪.৯৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৭/৯০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৩৫-১৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৪৭৪৩, টার্গেট-১৭৮।
- **বাজাজ হাউসিং ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-১৩৭.৮৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৮/১২৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১২০-১৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৪৭৯৫, টার্গেট-১৮০।
- **ইন্ডিয়ান মেটাল :** বর্তমান মূল্য-৬৯১.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৮০/৪২৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬৫৮-৬৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৩২, টার্গেট-৮৫০।
- **অতুল অটো :** বর্তমান মূল্য-৬২৭.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৪৪/৪৭০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৫৮৫-৬১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৪০, টার্গেট-৮০০।
- **কেএনআর কনস্ট্রাকশন :** বর্তমান মূল্য-৩০০.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪১৫/২৩৭, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২৭৫-২৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৪৫৮, টার্গেট-৪৪৫।
- **সানটেক রিয়েলটি :** বর্তমান মূল্য-৫৫৮.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৯৯/৩৮০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৫২৫-৫৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮১৮০, টার্গেট-৭২০।
- **স্টার সিমেন্ট :** বর্তমান মূল্য-২১১.৮৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫৬/১৫৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৯৫-২০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৫৬১, টার্গেট-২৮৫।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : পাওয়ার ফিন্যান্স কর্পোরেশন

● **সেক্টর :** ফিন্যান্স ● **বর্তমান মূল্য :** ৪৫৯ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ২৩৭/৫৮০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১৫১৫০৭ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ৩০৬.৫০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ২.৯৪ ● **আরওসিই :** ৯.৮৫ শতাংশ● **আরওই :** ২১.৩ শতাংশ ● **ইপিএস :** ৬২.৮১ ● **পিই :** ৭.৩১ ● **পিবি :** ১.৫০ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৬০০

একনজরে

■ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বণ্টন ক্ষেত্রে ঋণ দেয় পিএফসি। ২০২১-এর অক্টোবরে 'মহারত্ন' শিরোপা পেয়েছে এই সংস্থা।

■ পিএফসি'র ঋণের ৮২ শতাংশ সরকারি ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে, যা সংস্থার জন্য ইতিবাচক।

■ পিএফসি-তে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থা এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৭.৭৪ শতাংশ এবং ১৭.৪৭ শতাংশ শেয়ার।

■ পিএফসি নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় যা এই ক্ষেত্রের অন্যান্য সংস্থার তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে।

■ এনপিএ-এর পরিমাণ ক্রমশ কমছে। বর্তমানে এই হার ০.৮৪ শতাংশ।

■ ইন্ডাস্ট্রি পিই ১৫.৮৪ হলেও পিএফসি'র পিই রেশিও মাত্র ৭.৩১ শতাংশ। অর্থাৎ ভবিষ্যতে শেয়ারদর আরও বাড়তে পারে।

■ বর্তমানে সংস্থার প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধন ৩৫.২ দিন থেকে কমে ২৩.৬ দিন হয়েছে, যা সংস্থার জন্য ইতিবাচক।

■ পিএফসি'র নেতিবাচক দিক হল, এই সংস্থার ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও কম। গত ৫ বছরে ব্যবসা বৃদ্ধির হার মাত্র ১১ শতাংশ।

■ অক্টোবরে শেয়ার বাজারে যে সংশোধন চলছে, তাতে এই সংস্থার শেয়ারদর ২০ শতাংশেরও বেশি নেমেছে।

■ বর্তমানে প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ৩৯ শতাংশ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ, বিদ্যুৎ বণ্টন ক্ষেত্রে ৪৭ শতাংশ ঋণ দিয়েছে এই সংস্থা।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

উদ্বেগ বাড়ছে বিভিন্ন কোম্পানি নিয়ে

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত একমাসে নিফটি পতন দেখেছে ৬.১৭ শতাংশ। সেনসেক্স পতন দেখেছে ৫.৭৯ শতাংশ। আপেক্ষিকভাবে দেখতে গেলে তেমন বড় কোনও পতন নয়। বৃহত্তর বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারগুলিতে কিন্তু বড় পতন এসেছে। কেবল যে নির্বাচিত কয়েকটি সেক্টরে পতন এসেছে এমনটি নয়। যেমন চেন্নাই পেট্রোলিয়াম বিগত এক মাসে পতন দেখেছে ৩১.৫ শতাংশ, স্পন্দনা স্ফূর্তি পতন দেখেছে ৩০.১ শতাংশ, পিসিবিএল ২৮.৯ শতাংশ, ইন্ডো অ্যামাইনস ২৭.৩ শতাংশ, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক ২৭.১ শতাংশ। যে শেয়ারগুলি ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রিন্স পাইপস, রেস্টুরেন্ট ব্র্যান্ড প্রভৃতি।

বিগত বৃহস্পতিবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ারে সবচেয়ে বেশি পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে ইলেক্ট্রোস্টিল কাস্টিংস, ইন্দ্রপ্রস্থ, অ্যাকুমস ড্রাগস, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল, বলরামপুর চিনি, টেক মাহিন্দ্রা, পারসিসটেন্ট সিস্টেমস,

শেয়ার বাজারের মন ভালো নেই

বিড়লা সফট, এমফ্যাসিস, আইডিএফসি ব্যাংক, এল অ্যান্ড টি টেকনলজি, এইচসিএল টেক, ওরাকেল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, টিসিএস, কোফর্জ লিমিটেড, এলটিআইমাইন্ডট্রি প্রভৃতি। বৃহস্পতিবার প্রায় সমস্ত নামীদামি শেয়ারেই সংশোধন এসেছে। বিশেষ করে আইটি সেক্টরে। বৃহস্পতিবার রাতে আমেরিকার বিভিন্ন ইনডাইসেসগুলিতে পতন আসে। যেমন ন্যাসড্যাক ২ শতাংশের ওপর দেখে। এস অ্যান্ড পি-তে ১.৮৬ শতাংশ পতন আসে।

আমেরিকায় নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে। এবং কে প্রেসিডেন্ট হবেন তা নিয়ে সংশয় থাকায় তার প্রভাব পড়ে চলেছে বিশ্বের বিভিন্ন আইটি কোম্পানিগুলির ওপর। বৃহস্পতিবার সেনসেক্স আবার ০.৬৯ শতাংশ পতন দেখে এবং তা বন্ধ হয় ৭৯,৩৮৯.০৬ পয়েন্টে। তা সত্ত্বেও এই বছরে এখন অবধি সেনসেক্স ৯.৯ শতাংশ পজিটিভ রিটার্ন দিয়েছে। নিফটি এদিন বন্ধ হয় ২৪,২০৫.৩৫ পয়েন্টে। ২০২৪-এ নিফটি রিটার্ন দিয়েছে ১১.৩৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার নিফটি আইটি ইন্ডেক্স পতন দেখেছে ৩.০৩ শতাংশ। নিফটি ব্যাংক পতন দেখে ০.৬৪ শতাংশ। কেবল বিএসই স্মল ক্যাপ ১.৬২ শতাংশ, বিএসই ক্যাপিটাল গুডস ১.১৪ শতাংশ এবং বিএসই হেলথ কেয়ার ১.৮৬ শতাংশ উত্থান দেখে।

ভারতীয় শেয়ার বাজার যে কারণে চিন্তিত তার মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে বিভিন্ন কোম্পানির দ্বিতীয় কোয়ার্টারের খারাপ ফলাফল। যে কোম্পানিগুলি বিনিয়োগকারীদের হতাশ করেছে তার মধ্যে রয়েছে অন্ধ্র সিমেন্ট, এনডি টিভি, শপার্স স্টপ, ইন্টারগ্লোভ অ্যাভিয়েশন, সাগর সিমেন্ট, ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ, এমআরপিএল, স্টারলাইট টেকন, বিড়লা কর্পোরেশন, আইওসি, পিভিআর আইনক্স, বায়োকন, বিপিসিএল, জেএসডব্লিউ স্টিল, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক, ডালমিয়া ভারত, টাটা কেমিক্যালস, জিএমআর এয়ারপোর্টস, লরাস ল্যাব, অম্বুজা সিমেন্ট, আদানি পাওয়ার, অলোক ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক, ভিএসটি, এসআরএফ, স্টার হেলথ প্রভৃতি। খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে, গোটা সিমেন্ট সেক্টর এবং মাইক্রো ফিন্যান্স সেক্টর সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছে।

ইজরায়েল-ইরান দ্বন্দ্ব যেন শেষ হওয়ার নয়। যে যখনই সুযোগ পাচ্ছে পরস্পরকে আঘাত করে চলছে। আন্তর্জাতিক বাজারে আবার ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রতি ব্যারেল তেল ট্রেড করছে ৫,৮৩৫ টাকায়। সোনার দাম আকাশছোঁয়া। ২৪ ক্যারেটের প্রতি ১০ গ্রাম সোনা ট্রেড করছে ৮০,৫৬০ টাকায় (কলকাতা)। ৩১ অক্টোবর এফআইআই-রা আবার ২২,৪৪৬.৭৯ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। ডিআইআইরা শেয়ার কিনেছে মোট ১৩০০০.২০ কোটি টাকার। এইসময় নিফটি ২৩৮০০ থেকে ২৪৪০০-এর মধ্যে নিয়মিত ট্রেড করে চলেছে। তবে ভূরাজনৈতিক গোলযোগ, আমেরিকায় পছন্দমতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না হওয়া, ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধি হওয়া বা ভারতে মূল্যবৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাওয়া ভারতীয় শেয়ার বাজারকে আতঙ্কিত করে তুলতে পারে। এমনকি যে এফএমসিজি কোম্পানিগুলি উতরে দিতে পারত তারাও গ্রাহকের অভাবে কম লাভের মুখ দেখে চলেছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

স্কুলের গেটের ৬০ বছরের স্মৃতি সম্বল দেবেনের

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ২ নভেম্বর : নিজে বেশিদূর পড়াশোনার সুযোগ পাননি। কিন্তু তাঁর পুরো জীবনজুড়েই স্কুল, ছাত্র আর ছুটির ঘণ্টা। প্রায় ছয় দশক কাটিয়ে দিয়েছেন স্কুলের গেটে। ৭৭ বছরের দেবেন মণ্ডলের এখন অবসর জীবন কাটছে সেইসব স্মৃতি নিয়েই।

বিহারের বাসিন্দা দেবেন ১৯৬২ সালে মেখলিগঞ্জ শহরে চলে আসেন। তখন তিনি ১৫ বছরের কিশোর। সেই সময় অর্থ উপার্জন করতে মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের সামনে বারোভাজার দোকান দেন। সেই শুরু। এরপর বছরের পর বছর কেটেছে কিন্তু স্কুলের গেটের সামনে প্রতিদিন তিনি রিকশাভ্যানে দোকান নিয়ে আসতেন। ওই দোকান দিয়েই স্ত্রী, পুত্র ও তিন কন্যাকে বড় করেছেন। বর্তমানে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র ছেলেরও বিয়ে হয়েছে। ইচ্ছে ছিল যতদিন বাঁচবেন এখানে দোকান করবেন আর ছাত্রছাত্রীদের মাঝে থাকবেন।

করোনা অতিমারির সময় স্কুল বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন। সে সময় দোকান বন্ধ রাখেন। এরপর আর দোকান দেননি। তাঁর ছেলে রোহিত এখন সেই দোকান চালান। তবে স্কুলের সামনে নয় বাড়ির সামনেই দোকান করেন।

> ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখন অনেক বদল এসেছে। একটা সময় মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের সীমানা প্রাচীর ছিল না। অথচ ছাত্ররা কখনও স্কুল থেকে পালাত না। আর এখন স্কুলের চারদিকে পাকা প্রাচীর হয়েছে। গেটে ঝুলছে বড় তালা। অথচ ছাত্ররা প্রাচীর টপকে স্কুল থেকে পালাচ্ছে।

দেবেনবাবু জানান, গত কয়েক দশকে এক রুটিনে জীবন কেটেছে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই স্কুলের গেটের সামনে দোকান নিয়ে হাজির হতেন। ক্লাস শুরু হলে কখনও দোকানেই একটু ঝিমিয়ে নিতেন আর টিফিনের ঘণ্টা পড়লেই ভিড় জমত দোকানে এবং ছুটির পর পর্যন্ত দোকান করতেন। খুব কাছ থেকে দেখে এটা বুঝেছেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখন অনেক বদল এসেছে। একটা সময় মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের সীমানা প্রাচীর ছিল না। অথচ ছাত্ররা কখনও স্কুল থেকে পালাত না। আর এখন স্কুলের চারদিকে পাকা প্রাচীর হয়েছে। গেটে ঝুলছে বড় তালা। অথচ ছাত্ররা প্রাচীর টপকে স্কুল থেকে পালাচ্ছে।

বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিও ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমছে বলেও তাঁর ধারণা। দীর্ঘসময়ে দেবেনবাবুর স্মৃতিতে অনেক ঘটনা জমে আছে যার মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ বছর পর ঋণশোধের ঘটনাও আছে। স্কুলে পড়ার সময় বারোভাজা খেয়ে সব সময় ঠিকমতো টাকা দিতে পারেনি এক ছাত্র। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের ওই প্রাক্তন ছাত্র কিছুদিন আগে এসে শৈশবের ঋণ হিসেবে ৫০০০ টাকা দিয়ে যান।

মালবাজারের এক ছাত্রের মা একসময় ছেলেকে বাকি দিতে বলেন দেবেনবাবুকে। কিন্তু এর কিছুদিন পর ওই মহিলা মারা যান এবং ছেলেও মেখলিগঞ্জে পড়ার পাট চুকিয়ে চলে যান। হঠাৎই বছর খানেক আগে ওই ছাত্র মেখলিগঞ্জে এসে দেবেনকাকুকে খুঁজতে থাকেন। পরে তাঁকে ভরপেট মিষ্টি খাইয়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে যান। কথা প্রসঙ্গে দেবেনবাবু আরও জানান, এখনও অবচেতন মনে দেবেনকাকু, দেবেনদা, দেবেনদাদু ডাক শুনতে পান জীবনের শেষলগ্নে পৌঁছানো দেবেন মণ্ডল।

মিলন আড্ডা

মাথাভাঙ্গা, ২ নভেম্বর : এবছর বড়দিনে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের লালবাড়িতে ফের বসবে স্কুলের ষাটোর্ধ্ব প্রাক্তনীদের স্মৃতি রোমন্থন মিলন আড্ডা। শনিবার এনিয়ে স্কুলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৮ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী গঠন ছাড়াও সর্বসম্মতিক্রমে সজল পাল এবং অঞ্জন সাহাকে যুগ্ম সম্পাদক এবং যতীন্দ্রনাথ সাহা ও অরুণ সরকারকে যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে কমিটি গঠন করা হয়।

পার্কিং সমস্যা

মেখলিগঞ্জ, ২ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ শহরের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির সামনে থেকে পূর্বপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার নানা জায়গায় দুই থেকে তিন সারি করে টোটো দাঁড়িয়ে থাকার ফলে সমস্যা বাড়ছে বাজার এলাকায়। গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া হল ফুটপাথ এখনও একাংশের ব্যবসায়ীর দখলে রয়েছে।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস বলেন, 'ইতিমধ্যেই ট্রাফিক পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আবারও তাদের বলব।'

জল এল

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : কোচবিহার শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে জলের কাজ খতিয়ে দেখলেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশ দিয়ে গ্যাসের পাইপলাইন যাওয়ায় বেশ কিছু পানীয় জলের পাইপ ফেটে গিয়েছিল। তাতে গত কয়েকদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা দেখা যায়। মেরামত করার পর শনিবার বিকেল থেকে এলাকায় পানীয় জল আসে।

ছটঘাট বাঁধাই

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : দিনহাটার থানাদিঘিতে চলছে ঘাট বাঁধাইয়ের কাজ। এদিন সেই কাজ দেখলেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, এসডিপিও ধীমান মিত্র, আইসি জয়দীপ মোদক। দিঘির চারধারে কাঠ ও বাঁশ দিয়ে পাড় বাঁধানো চলছে। সেইসঙ্গে হচ্ছে শৌচালয়ের ব্যবস্থাও।

বাড়ি ছেড়ে হোটেলে আইবুড়ো ভাত

আত্মীয়পরিজন পাড়াপড়শি, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাঙালির একান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানগুলোও এখন আটপৌরে মেজাজ হারিয়ে জমকালো হয়ে উঠছে। বিষয়টি এখানেই সীমাবদ্ধ নেই। বার্থ-ডে বা অন্য পার্টির অনুষ্ঠানগুলোর মতোই তা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এমন নয় যে বড় শহরগুলিতেই শুধু এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মহকুমা শহর মাথাভাঙ্গাতেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং তাতে বাদ যাচ্ছে না আইবুড়ো ভাতের মতো অনুষ্ঠানও, আলোকপাত করলেন **বিশ্বজিৎ সাহা**।

মাথাভাঙ্গা শহরের একটি হোটেলে আইবুড়ো ভাত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি।

ঘর ছেড়ে বাইরে

বাঙালির ঘরোয়া অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আপনজনদের প্রাণের ছোঁয়া ক্রমশ বিলীন হচ্ছে

মাথাভাঙ্গার মতো শহরেও ধীরে ধীরে বাড়িতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন বন্ধ হচ্ছে

এর আগে জন্মদিন ও বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হোটেল, রেস্তোরাঁয় স্থানান্তরিত হয়েছিল

এখন আইবুড়ো ভাত, সাধভক্ষণের মতো অনুষ্ঠানও হোটেল, রেস্তোরাঁয় আয়োজিত হচ্ছে

মাথাভাঙ্গা, ২ নভেম্বর : বাড়িতে যে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে ১০-১৫ দিন আগেই তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে যায় উৎসবের মেজাজ। বিশেষ করে খাবারের মেনু ঠিক করে সেই অনুযায়ী জিনিসপত্র কেনাকাটা করা, উপহার কেনা। এসব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন সকলেই। তবে বাঙালি ঘরের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেই ছবি ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। মাথাভাঙ্গার মতো মফসসল শহরের বিভিন্ন বাড়িতে ধীরে ধীরে এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন বন্ধ হচ্ছে। পরিবর্তে হাতেগোনা কিছু পরিচিতদের নিয়ে হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া সেরেই শেষ হচ্ছে অনুষ্ঠান।

নিয়মরক্ষার এই সমস্ত অনুষ্ঠান এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যা দেখে অনেকেরই মনে হয়, করতে হয় তাই করা। তাতে না আছে প্রাণ না আছে তেমন আনন্দ। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই জন্মদিন ও বিবাহবার্ষিকীর মতো পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি বাড়ি থেকে হোটেল, রেস্তোরাঁয় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এখন আইবুড়ো ভাত, সাধভক্ষণের মতো অনুষ্ঠানও বাড়ির বদলে হোটেল, রেস্তোরাঁয় আয়োজিত হচ্ছে।

বাঙালি ঘরের পারিবারিক অনুষ্ঠান হোটেল, রেস্তোরাঁয় স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টিতে অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন না সুনেহা, অমিত, সায়ন্তনের মতো নবীন প্রজন্ম। বাড়িতে অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে স্থানাভাব একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে যখন এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সেক্ষেত্রে হোটেল, রেস্তোরাঁ ছাড়া উপায় থাকে না বলেই মনে করছেন তাঁরা।

বাড়িতে এধরনের অনুষ্ঠান হলে আনন্দ স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয় বলেই মত সায়ন্তনের। এবছরের শেষেই বিয়ে মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সায়ন্তন পালের। ফলে আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের পক্ষ থেকে তাঁর আইবুড়ো ভাতের আয়োজন করা হচ্ছে। বাড়ি এবং হোটেল, রেস্তোরাঁ দু'জায়গায় অনুষ্ঠান আয়োজনের তুল্যমূল্য আলোচনায় বাড়ির অনুষ্ঠানেই প্রাণ বেশি আছে বলে মনে করছেন সায়ন্তন।

মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বনলতা সাহা নিজে একটি হোটেল চালান। তাঁর কথায়, মানুষ যেমন খিদে পেলে একটু ভালো মানের খাবার যেখানে পাওয়া যায় এবং পরিছন্নতা যেখানে রয়েছে সেখানে যান। তেমনি জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, আইবুড়ো ভাতের মতো অনুষ্ঠানগুলিও তাঁরা একরকম বাধ্য হয়েই হোটেল রেস্তোরাঁয় আয়োজন করে থাকেন। আর এই বিষয়টি আমরা যাঁরা হোটেল, রেস্তোরাঁ চালাই তাঁদের মাথায় রাখা দরকার। আমি ব্যক্তিগতভাবে এধরনের অনুষ্ঠান আমার হোটেলে আয়োজনের জন্য এলে বাড়ির মতো না হলেও বাড়ির পরিবেশের কাছাকাছি পরিবেশ রাখার চেষ্টা করি। অনুষ্ঠানে যাতে কোনও ত্রুটি না হয় সেজন্য আমি নিজে হাজির থাকি। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার সময় তাঁদের মুখের অভিব্যক্তিতেই বুঝতে পারি, আয়োজন কতটা ঘরোয়া করতে পেরেছি।

শহরের অপর হোটেল মালিক বাপি সাহা বলেন, বাড়ির অনুষ্ঠান হোটেল, রেস্তোরাঁয় চলে আসায় আমাদের ব্যবসা বাড়ছে ঠিকই তবে অনুষ্ঠানের আনন্দ যে কমছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোটি টাকার বাজার বেহাল

মাথাভাঙ্গা, ২ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে 'আধুনিক' মাছ ও মাংসের বাজার তৈরি হওয়ায় মাথাভাঙ্গা বাজারের বিক্রেতারা বেশ উৎসাহ পেয়েছিলেন। আবর্জনায় ভরা, দুর্গন্ধময় ও পরিকাঠামোবিহীন বেহাল মাছ ও মাংসের বাজারের জায়গায় আধুনিক সুবিধাযুক্ত নতুন বাজারটি বেশ মনে ধরেছিল তাঁদের। পাথর দিয়ে বাঁধানো মাছ বিক্রির বেদি ও মেঝে, সারাক্ষণের আলো, কমপ্লেক্সজুড়ে জলের পাইপলাইন, কমপ্লেক্স লাগোয়া শৌচাগার, কী নেই! তবে চালুর হওয়ার বছরখানেক যেতে না যেতেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কমপ্লেক্সের হাল তথৈবচ।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জলের পাইপলাইন বিকল এবং বেশকিছু স্থানে পাইপ ভেঙে যাওয়ায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত। বসানো শ্বেতপাথরগুলি পিচ্ছিল। তাতে পা পিছলে ঘটছে দুর্ঘটনা। এছাড়াও কমপ্লেক্সের শৌচাগার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। মাছ বিক্রেতা বাবু দাস বলেন, 'আমাদের মাছ ব্যবসার ক্ষেত্রে মাছ ছাড়া অত্যন্ত জরুরি উপকরণ হল জল। অথচ সেটারই আকাল। এখন সবাইকে জল আনতে গেলে কমপ্লেক্সের বাইরের টিউবওয়েল থেকে সংগ্রহ করতে হয়।' বাইরে থেকেই যদি জল সংগ্রহ করতে হয় তাহলে কমপ্লেক্সজুড়ে পাইপলাইন লাগানো কেন হল? প্রশ্ন বাবুর। নন্দী দাস, মনা দাস, সুবোধ দাসদের মতো মাছ বিক্রেতারাও একমত। তবে শুধু মাছ বিক্রেতারাই নয় পিন্টু দাস, আলি হোসেনদের মতো মাংস বিক্রেতারাও সোচ্চার বাজারের বেহাল দশায়।

বিজেপি কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি মনোজ ঘোষ বলেন, 'মাছ বাজারের মেঝেতে অপরিকল্পিতভাবে শ্বেতপাথর বসানো হয়েছে। জলকাদায় পিচ্ছিল মেঝেতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে জখম হচ্ছেন ক্রেতারা। এছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে স্বাভাবিক পরিষেবা থেকে ব্যবসায়ীরা পুরোপুরি বঞ্চিত। বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামবে দল।' প্রশ্ন উঠছে আরএমসি বা পুরসভা, অভিযোগ খতিয়ে দেখার দায় কার তবে? আরএমসি'র কোচবিহারের সচিব সাব্বির আলি বলেন, 'মাছ বাজারের জলের সমস্যার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ক্রেতারাও। মাথাভাঙ্গা শহরের বাসিন্দা সমর সাহা বলেন, 'শুনেছি ছ'কোটি টাকা ব্যয়ে মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত কমপ্লেক্সের বেসমেন্ট এবং ফার্স্ট ফ্লোর আজ পর্যন্ত ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারল না আরএমসি কর্তৃপক্ষ। আর শুধুমাত্র যে ফ্লোরে মাছ ও মাংসের বাজার চলছে সেটিও পরিকাঠামাগত সমস্যায় ধুঁকছে।'

কমপ্লেক্সে জল সরবরাহের পরিকাঠামো থাকলেও বিভিন্ন স্থানে পাইপ ভেঙে থাকায় মাথাভাঙ্গা মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্সের পাইপলাইন দিয়ে জল পড়ে না।

শহর সাজছে আর বেহাল হচ্ছে দিঘি

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : কোচবিহার শহর একদিকে সাজানোর উদ্যোগ চলছে অন্যদিকে সাজানো দিঘি এক-এক করে বেহাল হয়ে পড়ছে। শহর সাজানোর জন্য কোথাও ভেঙে ফেলা হয়েছে দিঘি সৌন্দর্যায়নে বসানো আলোকস্তম্ভ, কোথাও ভেঙে ফেলা হচ্ছে পথ নিরাপত্তায় লাগানো ফুটপাথের বোলার্ড। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এই সম্পত্তি নাগরিকদেরই। এসব রক্ষা করতে তাঁদের সচেতন হওয়া জরুরি।'

দিঘির শহর কোচবিহার। শহরের প্রতিটি দিঘিই হেরিটেজের তালিকায় রয়েছে। অথচ এই শহরের প্রতিটি দিঘির পরিস্থিতিই করুণ। শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা শিবদিঘির পরিস্থিতি এতটাই করুণ যে সেটি আদৌ দিঘি নাকি কচুরিপানার জঙ্গল, তা বোঝার উপায় নেই। এই দিঘির সৌন্দর্যায়নের জন্যই ফুটপাথ দিয়ে দিঘি চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। দিঘি চত্বরে লাগানো হয়েছিল অত্যাধুনিক বাতিস্তম্ভ। কিন্তু দিঘির ধারে থাকা বেশিরভাগ বাতিই চুরি হয়ে গিয়েছে। কোনওটি আবার খোলা অবস্থায় ঝুলছে। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল চক্রবর্তী। তাঁর কথা, 'দিঘিটি সৌন্দর্যায়নের জন্য আলোগুলি বসানো হলেও সেগুলি এখন একটাও জ্বলছে না। কোনওটি চুরি হয়ে গিয়েছে। কোনওটি আবার ভেঙে রয়েছে।'

শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত কাইয়াদিঘি ও লালদিঘি। দুটি দিঘির পরিস্থিতিই বেহাল। শিবদিঘির মতো একই পরিস্থিতি কাইয়াদিঘির। এই দিঘিটিরও পাড় বাঁধাই করে ঘাট সাজিয়ে তোলা হয়েছিল বছরকয়েক আগে। অথচ সংস্কারের অভাবে এই দিঘিটি বর্তমানে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বাজারে আসা ক্রেতাদের পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। এত টাকা খরচ করে দিঘিটির সৌন্দর্যায়ন করা হলেও কেন বিষয়টি নিয়ে পুরসভা এবং হেরিটেজ কমিটির কোনও হেলদোল নেই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

কোচবিহার কইয়া দিঘি বেহাল অবস্থা। ছবি : জয়দেব দাস

তুলনায় কিছুটা পরিষ্কার থাকলেও খুব ভালো নয় লালদিঘির পরিস্থিতিও। অপরদিকে, বিশ্বাসপাড়ার দিঘিটিও আবর্জনা এবং কচুরিপানায় ঢাকা। হেরিটেজ দিঘি হওয়া সত্ত্বেও এই দিঘির একপাশে সারাদিনই গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে দেখা যায় অনেককেই। কেন হেরিটেজ দিঘির সামনে এভাবে গাড়ি পার্কিং করা হচ্ছে তা নিয়েও ক্ষুব্ধ শহরবাসী।

শহরে সাগরদিঘি চত্বর সাজিয়ে তোলার কাজ এখনও শেষ করতে পারেনি জেলা প্রশাসন। দিঘির চারধারের ফুটপাথ রক্ষার জন্য বোলার্ড বসানো হয়েছে। তবে পথচারীদের কেউ কেউ বোলার্ডগুলি ভেঙে ফেলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সকলের চোখ এড়িয়ে নতুন তৈরি করা কাজগুলি নষ্ট করা হলেও এনিয়েও কোনও হেলদোল নেই কারও। যদিও এবিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করছেন সকলে। শিক্ষক হীরক দাম বলেন, 'শহর রক্ষায় আমাদের সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। পর্যটনের স্বার্থে দিঘিগুলি সংস্কার করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা উচিত।'

পাখির মেলা বসেছে শিবখোলায়

সাগর বাগচী

শিবখোলা, ২ নভেম্বর : ভারতের 'বার্ডম্যান' সালিম আলিকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর জীবনে পাখির গুরুত্ব কতটা? তাঁর উত্তর ছিল, 'আমার কাছে সবসময় আনন্দ এবং অনুপ্রেরণার বড় উৎস পাখি।'

নুরবং চা বাগানের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি পাকদণ্ডি পেরিয়ে শিবখোলার দিকে এগোতেই বন দপ্তরের 'বার্ড ওয়াচিং এরিয়া' লেখা সুদৃশ্য বোর্ড চোখ এড়াবে না। কিছুটা এগিয়ে ওই রাস্তায় খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়ালে বার্ডম্যানের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে মনে হওয়া ছাড়া গতি নেই।

বাইনোকুলার দিয়ে ইতিউতি তাকাতেই চোখে পড়ল আকারে ছোট একখানা পাখি ঝুপ করে উড়ে গেল। দেহটা সবুজ, ধড়ের অংশটা হলুদ এবং মাথাটা কালো। নীলবর্ণের লেজবিশিষ্ট পাখিটির নাম জানা না থাকলেও চোখের প্রশান্তি ষোলোআনা। যদিও নাম জানতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। বর্ণনা দিতেই সটান বলে দিলেন রংটং-এর বাসিন্দা পিটার বেক। লং-টেইলড ব্রডবিল।

পিটার দীর্ঘ সময়জুড়ে শিবখোলার পাখি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। কোন পাখি কখন আসে, আবার কতদিন থাকে এই সমস্তকিছু তাঁর একেবারে নখদর্পণে। কয়েকবছর ধরে পক্ষীপ্রেমীরা সরাসরি পিটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিবখোলায় চলে আসছেন। কেউ ছবি তুলতে, কেউ আবার শুধু পাখি দেখার নেশায়। কত ধরনের পাখি আসে এখানে? পিটার জানালেন, শীতের মরশুমে হুডেড পিট্টা, অরিয়েনটাল ডরফ কিংফিশার, গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল, গ্রিন ম্যাগপাই, জর্ডনস বাজা, ব্ল্যাক বাজারের দেখা মিলবে এখানে।

পাখির ছবি তুলতে বিদেশ থেকেও অনেকে যোগাযোগ করেন পিটারের সঙ্গে। বলছিলেন, 'এর আগে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা থেকে বহু পর্যটক এসেছেন। আমার মতো আরও অনেকে এখানে পাখি নিয়ে কাজ করেন। তাঁরাই গাইড হিসাবে কাজ করছেন।'

আলিপুরদুয়ারের নারারথলি, কোচবিহারের রসিকবিল কিংবা হাওড়ার সাঁতরাগাছি ঝিল, পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী পাখিরালয়ের সঙ্গে এখন এক আসনে বসানো যায় মহানন্দা অভয়ারণ্যের শিবখোলাকে। ২০০-র বেশি প্রজাতির দেখা মেলে এখানে। সেই টানে সারাবছর বহু মানুষ এখানে আসেন। বার্ড ট্যুরিজম অর্থাৎ পাখি পর্যটনকে কেন্দ্র করে

শিবখোলার রাস্তায় 'বার্ড ওয়াচিং এরিয়া' লেখা বোর্ড।

> শিবখোলায় মূলত প্যাসেজ মাইগ্রেশন হয়। এখানে বিদেশি পাখি কম আসে। হিমালয়ের একেবারে উঁচু অংশে যখন খুব ঠান্ডা পড়তে শুরু করে, তখন এই পাখিগুলো শিবখোলায় নেমে আসে। এখানে খাবার সংগ্রহ করতে কোনও অসুবিধা হয় না।
>
> **অভিযান সাহা**
> শিলিগুড়ির বাসিন্দা

শিবখোলা এবং তার আশপাশের এলাকার মানুষের আয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে। গাইড হিসাবে কিংবা দোকান খুলে রোজগারের উপায় খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা।

কয়েক বছর ধরে শীত পড়তেই হিমালয়ের উঁচু অংশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি শিবখোলায় চলে আসছে।

আর সেই টানে এখানে চলে আসেন বহু রথী-মহারথী। ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি অনিল কুম্বলে পাখির ছবি তুলতে শিবখোলায় এসেছিলেন। সেই ছবি নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছিলেন।

শিবখোলার পাখি নিয়ে কাজ করছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা অভিযান সাহা। তিনি জানালেন, পাখিদের মূলত দু'ধরনের মাইগ্রেশন হয়। একটি প্যাসেজ অর্থাৎ স্থানীয়। এবং অন্যটি বাইরে থেকে। অভিযানের কথায়, 'শিবখোলায় মূলত প্যাসেজ মাইগ্রেশন হয়। এখানে বিদেশি পাখি কম আসে। হিমালয়ের একেবারে উঁচু অংশে যখন খুব ঠান্ডা পড়তে শুরু করে, তখন এই পাখিগুলো শিবখোলায় নেমে আসে। এখানে খাবার সংগ্রহ করতে কোনও অসুবিধা হয় না।'

এদিকে দিন-দিন পক্ষীপ্রেমী, ফোটোগ্রাফারদের ভিড় যত বাড়ছে, তার ছাপ পড়ছে এলাকার অর্থনীতিতে। কয়েকবছর আগেও শিবখোলা যাওয়ার রাস্তায় হাতেগোনা কয়েকটি দোকান চোখে পড়ত।

সম্প্রতি ওই রাস্তায় একাধিক দোকান গড়ে উঠেছে। রংটং থেকে শিবখোলা যাওয়ার রাস্তায় নরবুং চা বাগানের মাঝে রাস্তার ওপর একটি শিব মন্দির রয়েছে। তার কাছে রয়েছে রোশনি তামাং, সুরেশ তামাংদের দোকান। তাঁরা একসময় চা বাগানে কাজ করতেন। পেশা পালটে দোকান করার সিদ্ধান্ত নেন।

দোকানগুলোতে সর্বক্ষণ চা, মোমো, থুকপা, নুডলস পাওয়া যায়। সুরেশ বললেন, 'ভোরের দিকে এবং বিকেলে পাখির ছবি তুলতে বেশি মানুষ আসেন। তাঁরাই দোকানে ভিড় জমান। আমাদের দেখাদেখি অনেকে এখন দোকান খোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন।'

সবমিলিয়ে বলাই যায় শিবখোলার ফ্লাইক্যাচার, সার্পেন্ট ইগল, মিনিভেট, ফর্ক-টেইলড ফ্লাইক্যাচাররা স্থানীয়দের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

জরাজীর্ণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র

খসে পড়ছে চাঙড়, ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা

বামনহাট উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিল্ডিংয়ের ইট খসে পড়ছে।

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২ নভেম্বর : দুর্গন্ধময় ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিকিৎসা করাতে আসছেন প্রসূতিরা। নাকে রুমাল চেপে প্রসূতিরা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘরে আলো, বাতাসও ঢুকছে না। শৌচালয়ের ব্যবস্থাও নেই। এমনই শোচনীয় অবস্থা দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের। ছাদের চাঙড় খসে পড়ছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন

আতঙ্কে কর্মীরা

- বিল্ডিংয়ের ইটগুলো একের পর এক খসে পড়ছে
- দরজা, জানলাও প্রায় ভেঙে গিয়েছে
- ভাঙা চাঙড়ের ভেতর থেকে মাঝেমধ্যেই বাদুড় অথবা সাপ বেরিয়ে আসছে
- শৌচালয়ের ব্যবস্থাও নেই

স্বাস্থ্যকর্মীরা। এদিন চিকিৎসা করাতে আসা এক প্রসূতি দীপালি বর্মন বললেন, 'শৌচালয় নেই। জলের ব্যবস্থা নেই। অন্ধকার ঘরে বসার জায়গাও নেই। এভাবেই আমাদের এই কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে হয়।'

রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে বর্তমানে করুণ দশা কেন্দ্রটির। বিল্ডিংয়ের ইটগুলো একের পর এক খসে পড়ছে। দরজা, জানলাও প্রায় ভেঙে গিয়েছে। রোগীদের অভিযোগ, ভাঙা চাঙড়ের ভেতর থেকে মাঝেমধ্যেই বাদুড় অথবা সাপ বেরিয়ে আসছে। ওই কেন্দ্রের কর্মীরা সহ রোগীরাও আতঙ্কে থাকেন। যে কোনও সময় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জেলার সহকারী স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রঞ্জিত মণ্ডল বলেন, 'ইতিমধ্যেই ব্লক অফিস থেকে ইঞ্জিনিয়ার এবং আধিকারিকরা গিয়ে বিষয়টি দেখে এসেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন ভবনের কাজ শুরু হবে।'

ওই কেন্দ্রে দুজন স্বাস্থ্য সহায়িকা ও আশাকর্মী সহ মোট ১২ জন স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেন। ঘরের ভগ্নদশায় তাঁরা সবসময় ভয়ে থাকেন। এক স্বাস্থ্য সহায়িকা চন্দনা সরকারের বক্তব্য, 'যে কোনও সময় পোকামাকড় বেরিয়ে আসে। প্রতিমুহূর্তে আতঙ্কে থাকি।'

স্থানীয় বাসিন্দা রমেন মণ্ডল জানালেন, ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আগে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। কোভিডের আগে ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন থেকেই ওই জরাজীর্ণ ঘরে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়। বিকেলে স্বাস্থ্যকর্মীরা ঘর বন্ধ করে চলে গেলে বাদুড়, টিকটিকি, সাপ ও নানা ধরনের পোকামাকড় ওই ঘরের ভেতরে ঘুরে বেড়ায়। পরের দিন সকালে স্বাস্থ্যকর্মীরা পাশের বাড়ি থেকে জল এনে আগে ঘর পরিষ্কার করেন। তারপর পরিষেবা দেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন কর্মী ও রোগীরা।

'কৈশোরের' ভোর হয় বোঝা মাথায়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২ নভেম্বর : ভোর সাড়ে পাঁচটা বাজলেই রায়গঞ্জ স্টেশনে রাধিকাপুর-কাটিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঢোকে। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামতে না থামতেই ৫০ থেকে ৬০ জন অল্পবয়সি ছেলে দৌড়োতে থাকে। তাদের লক্ষ্য মোহনবাটী বাজার। এদের কারও বয়স ১২, আবার কারও ১৩ বা ১৪। কারও বাড়ি বামনগ্রাম, কারও বাড়ি বাঙ্গালবাড়ি। রাধিকাপুর থেকেও আসে কেউ। ভোরবেলা মোহনবাটী বাজারে এরা সবজি ও মাছ বিক্রেতাদের মালের বোঝা বহন করে। আবার কেউ খুচরো সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে থেকে ঘুরে ঘুরে মাল কেনে। মাল কেনার পর ভ্যানে উঠিয়ে দেয়। ১২টা বাজলেই তারা ফের ফিরে আসে স্টেশনে। কাটিহার-রাধিকাপুর ট্রেন ধরে আবার তারা ফিরে যায়।

এদের মধ্যে মানিক, দীপক, কমল, শাহজাহান সহ প্রায় ১৫ জন বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। ছ'ঘণ্টা কাজ করলে মেলে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। স্কুল খুললে ঘণ্টা তিনেক কাজ করেই তাদের বাড়ি ফিরে যেতে হয়। শনিবার শহরের ঘড়ি মোড়ে ভোর পাঁচটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ দেখা গেল, ধাপে ধাপে ৫০-৬০ জন কিশোর মোহনবাটী বাজারের দিকে দৌড়োচ্ছে। এদের মধ্যে দুই থেকে তিনজন বয়স্কও ছিলেন। তাঁরাও ওদের সঙ্গে দৌড়োচ্ছেন। একজনের নাম জিজ্ঞাসা করতেই বলল, বাবলু রায়। বামনগ্রাম হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। বাজারে শ্রমিকের কাজ করে। তাড়াতাড়ি না গেলে কাজ মিলবে না। পিছনের দিকে ছিল দীপক বর্মন। বয়স ১৫ হবে। সে জানায়, 'পড়াশোনার পাশাপাশি রায়গঞ্জে শ্রমিকের কাজ করি। সংসার চালাতে কাজ করতে হয়।'

উল্লেখ্য, রায়গঞ্জের মোহনবাটী বাজারে ভোর হতেই মাছ ও সবজির পাইকারি বাজার শুরু হয়। কয়েকশো ক্রেতা ও বিক্রেতা ভোরবেলায় বাজারে ভিড় করেন। কেনা-বেচা চলে। তাঁদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মালপত্র কেনা ও ভ্যানে তুলে দেওয়ার কাজ করে এই শিশুশ্রমিকরা। বাজারের আড়তদার দীপক সাহা জানালেন, 'ছোট ছোট ছেলেরা ভোর হলেই

সংসারের জোয়াল কাঁধে

দোকানের সামনে ভিড় করে। তারা জোর করে ক্রেতাদের থেকে ব্যাগ নিয়ে মালপত্র কেনে। আমরা কী করব!'

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি জানান, 'মোহনবাটী বাজারে শিশুশ্রমিকদের আনাগোনা বন্ধ করতে অনেকবার উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু তারা আমাদের কথাই শোনে না। এদের অধিকাংশই ছাত্র। কিছু টাকার জন্য তারা পড়াশোনা ও স্কুল বাদ দিয়ে এখানে সময় কাটায়। বিষয়টি আমরা আবার শ্রম দপ্তরের নজরে আনব।'

ধুনুচি নাচে বিদায়...

মায়ের বিসর্জনে মেতেছে খুদেরা। কোচবিহারে তোর্ষা নদীর পাড়ে। শনিবার ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

দিদির বাড়িতে পিটিয়ে খুন ভাইকে

সিদ্ধার্থশংকর সরকার ও অরিন্দম বাগ

পুরাতন মালদা ও মালদা, ২ নভেম্বর : ভাইফোঁটার আবহে মমান্তিক ঘটনা। নিজের দিদির বাড়িতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আগের দিন নৃশংসভাবে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হল ভাইকে। ওই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। শনিবার সাহাপুরের বাগানপাড়ায় ওই ঘটনায় সাতসকালে শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রবি মণ্ডল (২৪)। বাড়ি মালদার ইংরেজবাজারের জাহাজ ফিল্ড বিনপাড়া এলাকায়। খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন মৃতের জামাইবাবুর সৎ বাবা।

পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই তরুণ নিজের স্ত্রী পিংকি মণ্ডলকে নিয়ে কালীপুজো উপলক্ষ্যে দিদির বাড়ি বেড়াতে আসেন। ভাইফোঁটার আগে দিদির বাড়িতে অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছিলেন রবি। ফোঁটার আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। কিন্তু শনিবার সকালে ঘটে বিপত্তি। দিদি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন। ওই সময় দিদিকে বাঁচাতে গেলে তাঁর সৎ শ্বশুর সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা খেলার ব্যাট দিয়ে ওই তরুণকে পেটায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রবিকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। যদিও বিষয়টি পরিবারের লোকেরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

অভিযোগ, ময়নাতদন্ত না করেই মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে আসা হয়। এরপরে হইচই শুরু হলে মালদা থানার পুলিশ খবর পেয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে

ভাইফোঁটার আগের দিন মৃত্যু, গ্রেপ্তার এক

মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেও চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, ওই তরুণ মারা গিয়েছেন। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সম্ভব জৈন বলেন, 'শনিবার সকাল আটটা নাগাদ পারিবারিক বিবাদের জেরে রবি মণ্ডল ও কৈলাস দাস নামে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ বাধে। কৈলাস দাস সম্পর্কে রবি মণ্ডলের দিদির শ্বশুর হন। সেই বিবাদের সময় কৈলাস দাস কাঠের ব্যাট নিয়ে রবি মণ্ডলের ওপর হামলা চালায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কৈলাস দাসকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। আগামীকাল পুলিশি হেপাজতের আবেদনে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে।'

মৃতের স্ত্রী পিঙ্কি মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমরা কালীপুজোয় এসেছিলাম। দিদি, জামাইবাবু ঝগড়া করছিল সেটা থামাতে গিয়েই আমার স্বামী আক্রান্ত হয়। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।' মালদা থানার পুলিশকর্তারা জানান, টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিবাদে মৃতের জামাইবাবু রকি স্বর্ণকারের সাথে তার স্ত্রী অর্থাৎ মৃতের দিদি প্রীতির বচসা চলছিল। ওই তরুণ নিজের দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন। কালীপুজো উপলক্ষ্যে ওই বাড়িতে পুরুষেরা রাতভর মদ্যপান করে। সেই থেকে বিবাদ আরও বাড়ে। মৃতের জামাইবাবুর সৎ বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পারিবারিক বিবাদের মধ্যে পরিবারের সদস্যরাই ওই তরুণকে ব্যাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

ফাঁসি চেয়ে অবরোধ

প্রথম পাতার পর

বেলা ১২টা নাগাদ মিছিল শুরু হয়ে বাজারে পৌঁছায়। সেখান বিক্ষোভ দেখানোর পর বেলা ১টা নাগাদ অবরোধ শুরু হয়। অবরোধে একাধিক জায়গায় টায়ার জ্বালানো হয়। আগুন জ্বলতে শুরু করায় পাল্লা দিয়ে উত্তেজনাও ছড়াতে থাকে। খগেনহাট-জটেশ্বর রাস্তা ও খগেনহাট-বীরপাড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে নিত্যযাত্রীদের প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হয়। ফালাকাটা থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

মাদারিহাটে নির্বাচনি কর্মসূচি সেরে শুভেন্দু বিজেপি নেতাদের নিয়ে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই শিশুর বাড়িতে যান।

পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিকে, ওই বাড়িতে শুভেন্দুকে দেখে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। এনিয়ে এলাকায় বেশ উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূলের ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস বলেন, 'বিজেপি এখানে রাজনীতি করার জন্য এসেছে। তারা ওই শিশুটির বাড়িতে এসে নানা রাজনৈতিক কথাবার্তা বলছে। আমরা পরিবারটির পাশে আছি।' বিজেপির তরফে ঘটনার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। দলের ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বললেন, 'যা ঘটেছে তাকে ধিক্কার জানাই।' এই ঘটনার জন্য রাজ্য সরকার ও তৃণমূলই দায়ী বলে তাঁর দাবি।

রাজার শহর

প্রথম পাতার পর

জেনকিন্স স্কুল থেকে জেলখানা মোড় পর্যন্ত যে ভেন্ডিং জোন আছে সেখানে কিছু ব্যবসায়ীর দেখা মিললেও বাকিগুলোতে যাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। কেন যাচ্ছেন না? বিশ্বসিংহ রোডে ফুটপাথের উপরই দোকান, পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন নির্মল দাস। তাঁর যুক্তি, 'যেসব জায়গায় ভেন্ডিং জোন করা হয়েছে সেখানে গেলে বিক্রি হবে না। পরিকল্পনামাফিক পুনর্বাসন না দিলে আমরা সংসার চালানোর অর্থ জোগাড় করতে পারব না।'

রাজনগর বর্তমানে টোটোনগরীতে পরিণত হয়েছে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো বড় ব্যবসায়ীরা ফুটপাথ দখল করে তাঁদের পসরা সাজিয়ে রেখে দিনের পর দিন ব্যবসা করছেন। জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ রাস্তা দখল করে ব্যবসাকে সমর্থন করেননি। তবে তাঁর ব্যাখ্যা, 'ছোট ব্যবসায়ীরা পেটের টানে রাস্তায় ব্যবসা করতে বাধ্য হয়। ওদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তবেই ফুটপাথ দখলমুক্ত করা উচিত।' হেরিটেজ শহরের ফুটপাথে নিশ্চিন্তে হাঁটার জন্য চাতক পাখির মতোই চেয়ে থাকা ছাড়া আপাতত দ্বিতীয় রাস্তা খোলা নেই প্রতিবাদহীন শহরবাসীর কাছে।

রেলে কাটা পড়ে মৃত ১

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ নভেম্বর : শনিবার রাতে ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম নরোত্তম বাইন (৪৫)। বাড়ি ঘোকসাডাঙ্গায়। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এটি আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ।

নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত

প্রথম পাতার পর

মেয়েটির ওপর ওই দুই অভিযুক্তের কুনজর ছিল। এর আগে ওরা চকোলেটের লোভ দেখিয়ে মেয়েকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নিগ্রহের চেষ্টা করে। মেয়ে ভয় পেয়ে বাড়িতে এসে আমাদের সব জানিয়েছিল। তারপর ওই দুজনকে আমি গিয়ে বলেছিলাম ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওরা আমার মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলল।' এদিকে, মেডিকেল কলেজে ফরেন্সিক বিভাগে একাধিক চিকিৎসক না থাকার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছে। এখানে আগে তিনজন চিকিৎসক ছিলেন। তার মধ্যে একজন ডাঃ তনয় মোহন্ত আগেই বদলি হয়ে যান। প্রাক্তন এমএসভিপি রাজীব প্রসাদও এই বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। তিনিও বদলি হয়েছেন। ফলে এখন মাত্র একজন চিকিৎসক রয়েছেন।

\তিনি ছুটিতে থাকায় এদিন ময়নাতদন্তের জন্য পেডিয়াট্রিক বিভাগের অরিন্দম বুট, প্যাথলজি বিভাগের রিজু ভট্টাচার্য ও গাইনিকলজি বিভাগের মৌনশ্রী ঘোষকে নিয়ে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ না থাকার প্রসঙ্গে প্রবীণ আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, 'মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগে একাধিক চিকিৎসক থাকা উচিত। যেহেতু এটি স্পর্শকাতর একটি ময়নাতদন্ত। তাই মেডিকেল টিমে ফরেন্সিক বিভাগের চিকিৎসক রাখা প্রয়োজন ছিল।'

নিহতের দেহ শনাক্ত, গ্রেপ্তার ৩

গৌতম দাস ও অরিন্দম বাগ

গাজোল ও মালদা, ২ নভেম্বর : অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ধড় ও মুণ্ডু উদ্ধারের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। তারা সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কি না তা নিয়ে এখনও চলছে তদন্ত। তদন্তে আসতে পারেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও। এদিকে গতকাল রাতে মৃত ব্যক্তির পরিচয়ও উদ্ধার করেছে পুলিশ। ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের শনিবার জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হিয়াকোর গ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। ধড় এবং মুণ্ডু আলাদা থাকায় ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে কালীপুজো হওয়ায় ছড়াতে থাকে নরবলি ও খুনের তত্ত্ব। ঘটনাস্থলে পাওয়া গাড়ির কিছু যন্ত্রাংশ উদ্ধারের সূত্র ধরে দুর্ঘটনাগ্রস্থ একটি বিলাসবহুল চারচাকার গাড়ি আটক করে পুলিশ।

গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনা নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে। আপাতত তিনজনকে গাজোলের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সৌম্যজিৎ সরকার (২২), আশিস চৌধুরী (১৯) ও আবদুল ফারুক (২৮)। গাড়ি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এদের যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের ১০ দিনের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা আসবেন। এদিন মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হচ্ছে। ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্ট আসার আগে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

এদিন সকালে গাজোল থানায় উপস্থিত হন মৃত ব্যক্তির ভাই দয়ালু রায় সহ অন্যান্যরা। তাঁরা জানান, মৃত ব্যক্তির নাম কিষ্টপদ রায় (৬২)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার বেলবাড়ি অধিকারীপাড়ায়। দয়ালুবাবু জানান, 'বুধবার রাত একটা নাগাদ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান দাদা। রাত থেকে বৃহস্পতিবার দিনভর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তার সন্ধান পাইনি। গতকাল রাত আটটা নাগাদ গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তবে অত দূর থেকে কীভাবে দাদা গাজোলে আসল, তা বুঝতে পারছি না।'

তদন্তে পুলিশ। শনিবার গাজোলে।

এদিন বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সম্ভব জৈন জানান, 'উদ্ধার হওয়া দেহ ও মুণ্ডুর মধ্যে প্রায় ৪০ মিটার দূরত্ব ছিল। ঘটনাস্থল থেকে গাড়ির কিছু ভাঙা অংশেরই সূত্র ধরে একটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়। গাড়ির মালিককে জেরা করে গাড়ির চালক ও যাত্রীদের খোঁজ চালানো হয়। তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। ধৃতরা দাবি করেছে, মদ্যপ অবস্থায় চারজন গাড়িতে করে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের গাড়ি এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। ওই ব্যক্তির দেহ বনেটে উঠে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি জঙ্গলে চলে যায়। গাড়ি থামার পর ওই ব্যক্তির দেহ টেনে বের করতে গেলে মুণ্ডুটি দেহ থেকে আলাদা হয়ে গাড়ির ভিতরে পড়ে যায়। এরপর ওরা দেহটি এক জায়গায় ও মাথা অন্য জায়গায় ফেলে দেয়। ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

হাজরাপাড়ায় বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো চলছে।

ছটপুজো এলেও চাহিদা নেই বাঁশের কুলো-চালুনের

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ নভেম্বর : একসময় ছটপুজোর আগে চ্যাংরাবান্ধা হাজরাপাড়ার ছবিটাই আলাদা ছিল। বাঁশের বিভিন্ন জিনিস যেমন ডালা, কুলো, চালুন বানানোর ব্যস্ততা থাকত তুঙ্গে। বরাত বেশি আসায় দিনরাত কাজ করতে হত সকলকে। চাহিদা মেটাতে রীতিমতো হিমসিম খেতেন এলাকার বাসিন্দারা। তবে সেসব এখন আর দেখা যায় না। সামনেই ছটপুজো। তবে সেভাবে বরাত আসছে না বলে জানা গিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা বাজারে পসরা সাজিয়ে বসলে পাইকাররা কিছু জিনিস নিয়ে যান। তবে সেভাবে বিক্রিবাট্টা নেই বলছেন অনেকে। কারিগর বাসন্তী দেবীর কথায়, 'ছেলের দিনমজুরিতে পরিবার চলে না। আমি ডালা বানিয়ে যেটুকু আয় করি তা দিয়ে সাহায্য করি। ছটপুজোর আগে কিছু বিক্রি হবে। সারা বছর হাটে জিনিস নিয়ে বসেই থাকি। বিক্রি আর হয় না। অনেক সময় পাইকার এসে কিছু জিনিস নিয়ে যায়। কিন্তু দাম তেমন দেয় না। খুচরা বিক্রি হলেও লাভ কোথায়?'

সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার বাঁশ কারিগররা। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকে ওই কাজ ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন। তবে অনেকে আবার বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে করা ওই কাজকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। শনিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, বাঁশের ডালা তৈরি করছেন সত্তরোর্ধ্ব গিরোবালা পাটনি। তিনি বলেন, 'ছোট থেকে এই কাজ করে আসছি। আর কিছু পারি না। তবে এখন আর আয় হয় না সেভাবে। ছোট ডালা ৮০-১০০ টাকায় আর বড়গুলো ২০০ করে বিক্রি করছি। তবে এক একটা ডালা তৈরি করতে যে পরিশ্রম লাগে সেই অনুপাতে লাভ নেই।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলেছে। বর্তমানে বাঁশের তৈরি জিনিসপত্রের জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিক ও লোহা, পিতলের জিনিস। এতেই জীবিকা সংকটে বাঁশশিল্পের কারিগররা। তার ওপর মিলছে না ভাতাও বলে অভিযোগ তাঁদের।

কারিগর গণেশ পাটনির কথায়, 'বাঁশ কিনে এনে সপ্তাহ ধরে পরিবারের সবাই মিলে কাজ করে কুলো তৈরি করি। বাঁশ থেকে পাতি তুলে বানাতে প্রচুর সময় লাগে। তারপর কুলো পঞ্চাশ থেকে একশো টাকায় বিক্রি হয়। চালনের দামও তাই। এভাবে আর কতদিন চলবে। সরকার থেকে কোনও ভাতাও পাই না।'

চ্যাংরাবান্ধার প্রধান ইলিয়াস রহমান বলেন, 'হাজরাপাড়ায় বাঁশের কারিগরদের দুরবস্থার কথা শুনেছি। বিডিওর সঙ্গে এনিয়ে বৈঠক করব।'

13 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৩ নভেম্বর ২০২৪ তেরো

পুজো শেষ, তবে মেলার শেষ নেই। আসছে রাসমেলা। বাংলায় সারাবছর লেগে থাকে কোনও না কোনও মেলা। পুজোর সময় থেকে যা গতি পায়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই মেলাগুলোর রূপবদল হয়েছে বারবার। কোচবিহার, ডুয়ার্স থেকে শান্তিনিকেতন, কেঁদুলি। সেই বদলই তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।

১৪
অম্লানকুসুম চক্রবর্তী
ছোটগল্প
ঠাকুর যেন না করেন

১৫
অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিবন্ধ
হেমন্তের সংকীর্তন
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬
পূর্বা সেনগুপ্ত
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
কবিতা
উত্তম চৌধুরী, জয়ন্ত সাহা, মেঘালী চট্টোপাধ্যায়, মণিদীপা সান্যাল, যাদব চৌধুরী, কণিকা দাস, আরিফ আনাম, পিয়ালী হোড়

অপমৃত্যু যেন না হয়

শৌভিক রায়

স্কুল ফেরত মদনমোহন মন্দিরে ঢুকেই পুতনাকে দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ। কিংবা বিরাট রাসচক্রের নীচে দাঁড়িয়ে ক্রমশ অবাক হয়ে শুধু ভাবা, আমি এত ছোট কেন! সার্কাসের তাঁবুর সামনে হস্তীদর্শনই বা বাদ থাকে কেন! কখনও আবার সারাদিন ধরে গুনে চলা ক'টা গোরুর গাড়ি এল মেলা দেখতে!

সেই সব জানা দিনগুলি কবে যেন বদলে গেল! নিয়ম তো এটাই। এক ধারা যাবে। আসবে নতুন ধারা। সুর বদলাবে। তাল বদলাবে। তবু রয়ে যাবে কিছু আবহমানতা।

কোচবিহারের বিখ্যাত রাসমেলার কথা বলছি। ধারা তার বদলে গেছে কবেই। অতীতের এক ছোট্ট গ্রামীণ মেলা ডালপালা মেলে নিজের চেহারা বদলে ফেলেছে সেই কবে! একই কথা, হলদিবাড়ির হুজুরের মেলার ক্ষেত্রেও। কিছু সুর এক থাকলেও বদল তারও।

রাসমেলার কথায় আগে আসি। রাজানুগ্রহে শুরু হওয়া এই মেলার উদ্যোক্তা মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ড আর কোচবিহার পুরসভা। হাজার তিনেকের বেশি ছোট ছোট যে দোকান বসে মেলার মাঠে, তাদের দেখভালের দায়িত্ব পুরসভার। এমজেএন স্টেডিয়ামের ভেতর দিন পনেরো ধরে চলা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপকও তারা। অন্যদিকে, মদনমোহনবাড়ির ভেতরে যাত্রাপালা থেকে শুরু করে ভাওয়াইয়া গান ইত্যাদির দায়িত্বে থাকে ট্রাস্টি বোর্ড। অতীতে শুধু মন্দিরকে কেন্দ্র করেই মেলা আবর্তিত হত। আর আজ? জানা না থাকলে মন্দিরকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। যাঁর জন্য এই বিপুল আয়োজন, সেই মদনমোহন জিউয়ের দর্শন মেলাও কষ্টকর।

আসলে রাসমেলাতেও কর্পোরেট সংস্কৃতির ছোঁয়া। পুরোনো দিনের সেই সহজ সরল গ্রামীণ ভাবটাই উধাও। বিহারের কিশনগঞ্জ, পূর্ণিয়া এলাকা থেকে টমটম বিক্রেতারা এলেও সেই ব্যবসা আর নেই। নস্টালজিয়ায় ভুগে এখনও অনেকে টমটম কিনলেও নতুন প্রজন্মকে সে টানছে না। তারা বরং মেলার অস্থায়ী ট্যাটু সেন্টার বা মোবাইলের নতুন মডেল দেখাচ্ছে যে স্টল, আগ্রহী তাতেই।

ভেটাগুড়ি বা বাবুরহাটের জিলিপির চাইতে তাদের কাছে অনেক বেশি লোভনীয় কেএফসির চিকেন ললিপপ বা ডোমিনোজের পিৎজা। ক্রেতাদের চাহিদা বুঝে এইসব মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিও মেলায় হাজির ঝকঝকে স্মার্ট লুক নিয়ে। এনফিল্ড হান্টার ৩০০ যদি মেলায় প্রদর্শিত হয়, তবে কি আর চোখ ফেরে তরুণ সূত্রধরদের মতো গ্রাম্য মিস্ত্রিদের কাঠের তৈরি হাতে টানা বেখাপ্পা ট্রাক বা বাসের দিকে? বেশি তো নয়, তিন-চার দশক আগেও তো ওইসব জিনিসের চাহিদা ছিল তুঙ্গে! আজ মেলায় আসা মানে সময় আর ব্যবসা দুটোরই ক্ষতি। কিন্তু তবু না এসে থাকা যায় না। তাঁদের কাছে রাসমেলা একটা নেশা। স্বয়ং মদনমোহন জিউ ধরিয়ে দিয়েছেন সেটি। বালুরঘাটের হিলির শঙ্খ ব্যবসায়ী শচীন মোহন্ত ও তাঁর স্ত্রী চায়নাও এই দলে।

হুজুরের মেলার চিত্রও কিন্তু অনেকটা এক। সত্যি বলতে, ছোটবেলায় সেভাবে হুজুরের মেলার কথা আমরা জানতাম না। কিন্তু এখন? উত্তরের প্রায় সব জেলা থেকে দলে দলে মানুষ ছুটছেন সেখানে। জ্যামে-জটে নাজেহাল হলেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন একবার মাজার দর্শনের জন্য। কিছুদিন আগেও যে মেলা ছিল নিতান্তই গ্রামীণ, খেটেখাওয়া নিম্নবর্গের মানুষজনের, সেখানে আজ ভিড় সকলের। সেই ভিড়ে যেমন নিতান্ত কিশোর রয়েছে, তেমনি রয়েছেন প্রাজ্ঞ গবেষকও। আর বিরাট এই ভিড় দেখে বিপণনকারীরা পিছিয়ে থাকেননি। ফলে হুজুরের মেলায়ও আধুনিকতার স্পর্শ। কিন্তু সেখানেও রয়েছেন গোসানিমারির মন্টু চক্রবর্তীর মতো ইউসুফভাইরা।

মন্টুবাবু মদনমোহন মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীদের কপালে তিলক কেটে দেন। উপার্জন তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং নতুন লোক আর ইষ্টদেবতাই জীবন। ইউসুফও তেমন। হুজুর সাহেবের মেলায়ও দর্শনার্থীদের গায়ে ময়ূরের পালক দিয়ে আশীর্বাদ দেন তিনি। কেউ হয়তো খুশি হয়ে দশ-বিশ টাকা দেয়। অধিকাংশই গা বাঁচিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাতে কী! হুজুর সাহেবের মেলা মানেই তো বিশ্বদর্শন।

এসব দেখে কখনও মনে হয়, কোনও ধারা বদল হয়নি। কিন্তু সেটা সঠিক নয়। বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ মেলার ধারা বদলকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। রাস বা হুজুরের মেলা আজ আর শুধুমাত্র মেলা নয়। বরং মেলাকে কেন্দ্র করে এক বিরাট জনসংযোগের মাধ্যম। আর তার পরিপূর্ণ ফায়দা তুলছেন রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তি থেকে প্রত্যেকেই। পিছিয়ে নেই সরকারি, বেসরকারি সংস্থাগুলিও। মেলার হাত ধরে প্রত্যেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিজস্ব প্রচারে। পাশাপাশি এইসব মেলার এতটাই প্রভাব যে, উত্তরের বিভিন্ন জনপদে এই জাতীয় প্রচুর মেলা আয়োজিত হচ্ছে। আগে রাস ও কালচিনির কালীপুজোর মেলা ছাড়া আর কোনও মেলা খবরের শিরোনামে আসত না। কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রচুর। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

খাঁচা ভাঙা পাখির ওড়ার উপাখ্যান

মৌমিতা আলম

বাড়ি থেকে মেলার দূরত্ব বড়জোর তিন কিলোমিটার বা একটু কম বা বেশি। রাস্তার দূরত্ব মাপা যায় কিন্তু একজন নারীর সেই দূরত্ব পার করতে যা সময় লাগে তা আলোকবর্ষ দিয়েও মাপা কঠিন হয়ে যায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে।

বিজয়া দশমীর পরের দিন। বাতাসে বিদায়ের গন্ধ মাখা থাকলেও, আমার গ্রামের বাড়িতে দশমীর পরের দিন ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি কেমন মেলা মেলা গন্ধ লেপটে থাকে।

একটি মাঠ, তারপর একটি নদী, তারপর চা বাগান- এই পার হয়ে তবে মেলা এক চা ফ্যাক্টরির ভেতরে চা বাগান কর্তৃপক্ষের খোলা মাঠে। একদিকে পাকা মন্দির আর মেলার সময় একটা কলা গাছ পুঁতে তার চারপাশে গোল হয়ে রাবকা বা রাফকা নাচ আদিবাসীদের যাঁরা মূলত চা শ্রমিক। নাচের বৃত্ত বড় হতেই থাকে, কেউ কাউকে ডাকছে না কিন্তু নিজের মতো করে সবাই যোগ দিচ্ছে আর নাচছে। এই স্মৃতি আমার ছোটবেলার মেলার।

বয়স বাড়ার সঙ্গে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটাও বাড়ে। ছোটবেলার সব স্মৃতি নেড়েচেড়ে দেখে স্বস্তি আসে, যাক সব ঠিক আছে তাহলে! আমার রাতের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঘুমপাড়ানি গান, সবুজ অন্ধকার রাত, জোনাকিদের আনাগোনা, কোজাগরি লক্ষ্মীপূর্ণিমার আগে চাঁদের আলোয় বিরান নদীর চরে মেলা ফেরত মানুষের পায়ের ছাপ। সব আরেকবার দেখার জন্য এবার পুজোয় ইচ্ছে হল আবার সেই মেলায় ফিরে যেতে। কিন্তু সময়ের ঘষা লেগে অনেক কিছুই যেন ম্লান। তাই মেলায় যাব শুনে কেমন জানি একটা নিষেধের ফতোয়া- পুজোর মেলায় যাবি! অবিশ্বাসের আকুতি! কেন ছোটবেলায় তো যেতাম, এখন নয় কেন! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ধর্মে অভ্যাস বাড়াতে হয়, আরও খাঁচায় বন্দি হতে হয়, এই দস্তুর। কিন্তু যে বড়ই হয়েছে খাঁচা ভাঙতে ভাঙতে, কুছ পরোয়া নেহি হল যাঁর যাপনের ট্যাগলাইন, সে আর কবে মেনেছে আকুতি, মিনতি আর ফতোয়ার হুঁশিয়ারি!

এবার লোক জোটানো, যাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়া যায়। কিন্তু ছোটবেলার মতো হইহই করে কেউ সঙ্গে জুটল না। একজনকে কোনওরকম পাকড়াও করা গেল কিন্তু তাঁর এক বছরের ছোট ছেলে, তাকে রেখে আমার মেলায় যাওয়ার পরিকল্পনা শুনে সে প্রথমে হড়কে গেল- কী করে মা তাঁর ছোট বাচ্চাকে রেখে নিজের আনন্দের জন্য মেলায় যেতে পারে! এতটা আত্মভোগী মা সে তো নয়! আমার প্রস্তাব তাঁর মাতৃত্বের চেনা ছকের বাইরে। আর তাঁর মায়ের মুখ দেখে মনে হল, আমি কোনও খুনের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি! অবশেষে আধ ঘণ্টার নারীবাদী পেপটকে কাজ হল। সন্তান তো বাবা-মা উভয়ের দায়িত্ব তবে মেলার সময়টুকু, মানে ২-৩ ঘণ্টা কেন বাচ্চার বাবা দেখতে পারবে না! না, সেই বাচ্চার বাবাও মেলাতে যাবে! তাহলে সেই বিধিনিষেধ শুধুই মা-এর জন্য? অবশেষে তাকে নিমরাজি করানো গেল! সমস্ত গিল্ট-এর ঘাড় মটকে সে চলল মেলায়।

সেজেগুজে মাঠ পেরোনোর আগের রাস্তার মোড়ে দু'চারজনের কৌতূহলী চোখ এড়ানো গেল না। কী রে কঠে যাছেন, মেলাত, পূজা করিবেন- বলেই এক ফিক হাসি! হাসির মধ্যেই লুকিয়ে আছে মসজিদের পাওয়ার পলিটিক্সের গল্প। যে বাড়ির মেয়ে মেলায় যাচ্ছে, সেই বাড়ির পুরুষ যদি ধার্মিক হয় তবে অবধারিত শুনতেই হবে মসজিদে- নিজের বাড়ির মেয়েছেলেকে সামলাইতে পারে না, তো সে মসজিদের কোনও দায়িত্বে থাকতে পারে না। যত বড় পুরুষ, তত বড় নারীকে আটকানোর, যেন ততই বড় খর্ব করার ক্ষমতা! *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলায় কমেছেন বাউলরা। ভিড় বেড়েছে কীর্তন দলের। নিভৃত সাধনা ছেড়ে চলে গেছেন বাউল সাধকদের এক শ্রেণি। আবার শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় নানা নির্দেশিকায় বেড়েছে জটিলতা। হয়েছে বিকল্প পৌষমেলাও।

বদলের দুই ঐতিহ্য

রাধামাধব মণ্ডল

মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের মেলা হয় এখনও অজয় তীরের কেঁদুলিতে। তবে সে মেলার আকার বেড়েছে বহুগুণ। বারো বিঘার মেলা অজয় পেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবপুর অজয় ঘাট পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কেঁদুলির মেলাই বর্তমানে কবির নামে জয়দেব মেলা। কবি জয়দেবের জন্মের আগেও বীরভূমের অজয় তীরের কেঁদুলিতে হত মকর স্নানের মেলা। সে মেলা শেষ পৌষের স্নানের মেলা। প্রাচীন কেঁদুলির সে মেলা ছিল বাউল, ফকির, বৈরাগীদের মেলা। এখনকার মেলায় বাউলের চেয়ে কীর্তনের দলের ভিড় বেশি হয়।

আশপাশ গ্রামের হরিবাসর, সংকীর্তন সভার বায়নাপত্র ধরে জয়দেবের মেলায় আসেন বহু মানুষ। সে কারণেই দিন-দিন জয়দেব কেঁদুলির মেলায় ভিড় বেড়েছে কীর্তন দলের। আখড়াধারীও বেড়েছে। কমেছেন বাউলরা। প্রাচীন মেলার নির্জনতা এখন নেই। তাই নিভৃত সাধনা ছেড়ে চলে গেছেন বাউল সাধকদের একটা শ্রেণি। এক কালের বাউলমেলায় এখন কীবোর্ডে বাজে একতারা। ভিখারিদের ভিড় বেড়েছে। পুরোনো কলাপটি, কাঠের পটি, লোহা পটি, জালের পটির সংখ্যাও কমেছে। মনিহারি, কাপড়চোপড়ের দোকান বেড়েছে আগের থেকে। গ্রামীণ লোকশিল্পীদের পসরা আগের মতো আর তেমন চোখে পড়ে না। রাত জেগে হয় না বাউলগানও। এখন মাইকিং হয়। বক্স বাজে। বৈষ্ণবদের মেলার সেই ধুলোট মচ্ছবও হয় না। কেবল চাকচিক্য আর কলেবরই বেড়েছে। আর বেড়েছে ভিড়।

আগের মতো কেঁদুলির আশপাশের গ্রামের মানুষজনরা মেলাফেরত অতিথিদের কিনে দেন না কলার কাঁদি। এখন মেলার আশ্রম যেন তিনদিনের বেড়াতে আসা। অবারিত ভিড়, ঠেলাঠেলি, ডিজের শব্দ আর আবর্জনার স্তূপ। জলহীন অজয়ের মরাস্রোতে ঠেলাঠেলি স্নানের জন্য এখনও পৌষ সংক্রান্তির দিন রাজ্যের বাইরের মানুষজনরা আসেন। কীসের আশায় এই ভিড় বলা কঠিন! তবুও বছর বছর বাড়ছে ভিড়ের জৌলুস!

এবার শান্তিনিকেতন পৌষমেলার কথা।

কালের ইতিহাসে বোলপুরের শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার প্রথম বছরটা ছিল ১৮৯৪ সালের ৭ পৌষ। তারপর দিন গেছে, বদলেছে মেলা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেলা এখন এলিটদের দখলে। মেলা ঘিরে বছর বছর নানা নির্দেশিকা জারি করে বিশ্বভারতী। বেশ কয়েক বছর মেলাও বন্ধ করে দেয়। নানা জটিলতা তৈরি হয় মেলাকে ঘিরে।

বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সঙ্গে বীরভূম জেলা প্রশাসন মিলিতভাবে একাধিকবার বিকল্প পৌষমেলাও করল বোলপুরের ডাকবাংলো মাঠে।

তবে সে মেলায় ছিল না প্রাণ। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

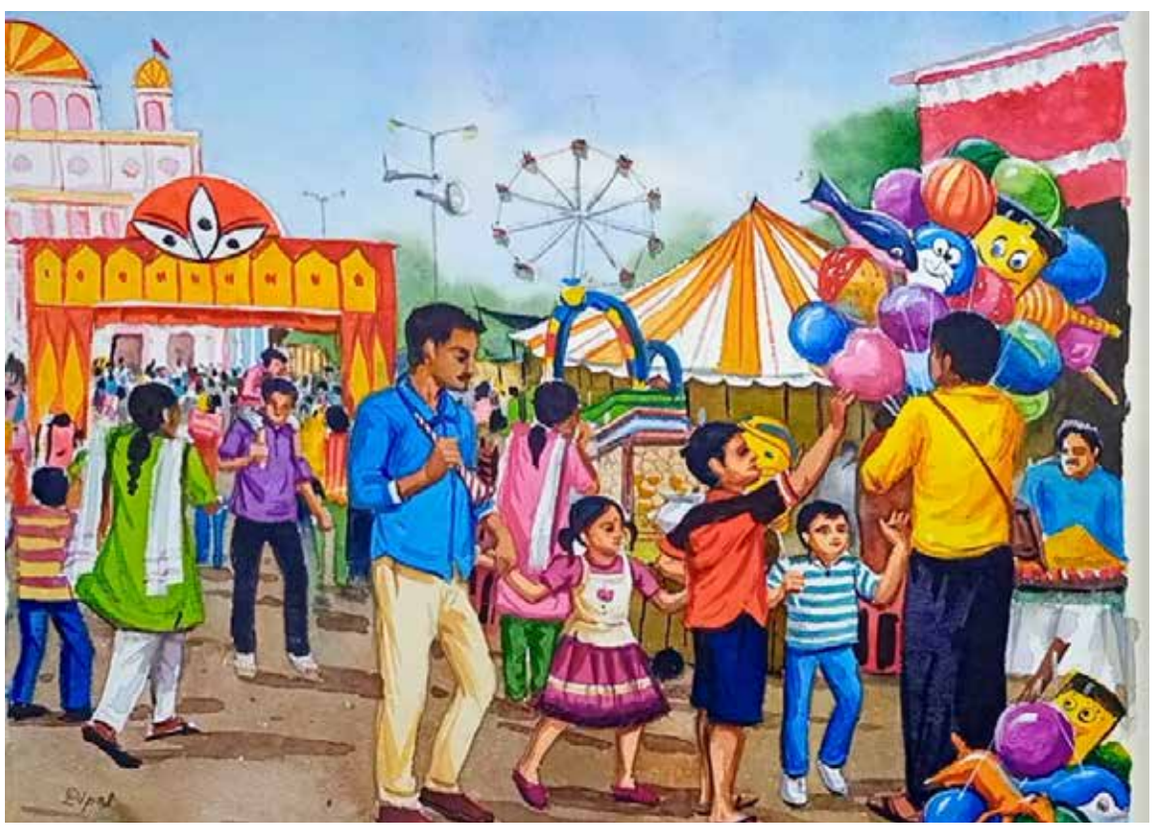

ঠাকুর যেন না করেন

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী
আঁকা : অভি

ছোটগল্প

আমি কি অলোকিতা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলছি?

-আমার নামটা তাই নাকি? ভালো করে দেখুন তো। এ বাবা ঠিক করে নাম পড়তেই পারে না।

ম্যাডামের গলাটা কোকিলের মতো সুন্দর। ভুলভাল নাম পড়লে ফোনের ওপাশ থেকে গলায় ঝাঁঝ আসে। ডালে ফোড়ন দেওয়ার সময় যেমন আওয়াজ হয়, তাকেও হার মানায় অন্য প্রান্তের গলা।

-খুব ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম। আমি কি অলংকৃতা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলছি?

-আরে ক্যায়া বাত। আপনি একবারে আমার নামটা ঠিক উচ্চারণ করে ফেললেন? আই অ্যাম সো হ্যাপি। কি কারণে ফোন করছেন জানতে পারি? নম্বরটা তো প্লাস ফোর জিরো দিয়ে শুরু। আপনি স্প্যাম কলার নয়তো?

এইটুকু শোনার পরেই সাধারণত বুঝে যাই, কথা এগোবে না আর। অনেকের কাছে কী একটা অ্যাপ থাকে। ফোন এলেই স্ক্রিনে উঠে আসে 'পোটেনশিয়াল স্প্যাম'। লাইন কেটে যায় ঝটিতি। তখন আবার পরের নম্বরে ডায়াল। অটোমেটেড। এই তো জীবন।

-আমি যুগযুগজিও লাইফ ইনসুরেন্স থেকে কথা বলছি ম্যাডাম। তার আগে প্লিজ জানাবেন আপনি কোন ভাষায় স্বচ্ছন্দ? বাংলা, ইংরেজি না হিন্দি?

-ওরে বাবা। আপনার মধ্যে কি গুগল ট্রান্সলেটরের চিপ পুরে দেওয়া আছে? হিহি।

এ তো হাসি নয়। বসন্তের শুরুতে দূর থেকে শোনা কোকিলের প্রথম কুহুতানের মতো। কী আশ্চর্য মাদকতা পাখির ওই মিষ্টি ধ্বনিতে। ম্যাডাম তাকেও হার মানালেন।

-না ম্যাডাম। ভিন্ন ভাষায় আপনি স্বচ্ছন্দবোধ করলে অন্য লোকের কাছে কলটি প্রেরণ করে দেওয়া হবে। তাহলে বাংলাতেই আমরা কথাবার্তা চালিয়ে যাই?

-আপনি কি অন্নপ্রাশনে এটি দেবের ডিকশনারি পেয়েছিলেন? কতদিন পরে এই শব্দগুলো শুনলাম- প্রেরণ করে দেওয়া হবে। আপনি বলতে থাকুন। আমি মেশিন থেকে একটা কফি নিয়ে আসি।

-আশা করি কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটা আদর্শ সময়।

-গুড টাইম টু টকের বাংলা করলেন তাই তো। দারুণ দারুণ। চালিয়ে যান।

-যুগযুগজিও আপনাদের মতো সচেতন এবং মহার্ঘ মানুষজনের জন্য একটা অসাধারণ বিমা নিয়ে এসেছে ম্যাডাম। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট যোজনাটি নিয়ে সবিস্তারে বলতে পারি।

-বলুন, বলুন। বলতে থাকুন। আহ!

ম্যাডাম বোধহয় গরম কফিতে চুমুক দিলেন।

-আমাদের কাছে রাখা তথ্য বলছে আপনি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উচ্চপদে কর্মরত। আশা করি তথ্যটি সঠিক ম্যাডাম।

-কোডিং করেই তো জীবন গেল।

ম্যাডাম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমার মনে হল, প্রবল তাপপ্রবাহের শেষে তাজা, ঠান্ডা হাওয়া খেলে গেল যেন। ম্যাডামের নিঃশ্বাসে মাদকতা আছে। এই ম্যাডাম, অন্য ম্যাডামের মতো নয়।

-দেশের অর্থনীতিকে চিরবহমান রাখার জন্য আপনারাই তো মূল কান্ডারি ম্যাডাম।

-আপনার শরীরে কি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রক্ত বহমান?

-আপনার রসবোধের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ম্যাডাম। আপনাকে যে যোজনাটির কথা সবিস্তারে বলতে চাই তার নাম যুগযুগজিও চ্যাম্পিয়ন প্লাস। এটি আমাদের সংস্থার সেরা যোজনা, আপনাদের মতো সেরা ও সফল মানুষের জন্য। প্রতিমাসে মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিয়োগে কুড়ি বছরের মাথায় আপনি পেয়ে যাবেন বাইশ লক্ষ টাকা। মাসিক বিনিয়োগের মেয়াদ মাত্র সাত বছর। তারপরে তেরো বছর আর একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না ম্যাডাম। আপনি সুরক্ষিত থাকবেন আগামী দু-দশক।

-মানে বছরে দিচ্ছি এক লক্ষ কুড়ি। সাত বছরে দিচ্ছি আট লাখ চল্লিশ হাজার। আর কুড়ি বছরে পেয়ে যাচ্ছি বাইশ লাখ? বলেন কী?

-এজন্যই সেরা মানুষের জন্য এটি সেরার সেরা যোজনা ম্যাডাম। আমি তো তাও বার্ষিক আট শতাংশ সুদ ধরে এই নমুনা বিবরণ দিলাম। আমার ধারণা আপনি অন্তত তিরিশ লক্ষ টাকা পাবেন, কুড়ি বছর পর। বাজার ভালো থাকলে পঁয়ত্রিশ লক্ষও পেয়ে যেতে পারেন।

-কিন্তু একটা কথা বলুন। আমি তো প্রিমিয়াম দিচ্ছি মাত্র সাত বছর। ফেরত পাচ্ছি আরও তেরো বছর পরে। এতগুলো বছর এই টাকা নিয়ে আপনারা করবেন কী?

-আমরা আমাদের বিনিয়োগকারীদের সুস্থ, কর্মক্ষম ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি ম্যাডাম। কিন্তু ঠাকুর যেন না করেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে হঠাৎ যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, সংস্থা বারো লক্ষ টাকা ফেরত দেবে। দশ হাজার টাকা দিয়ে প্রথম প্রিমিয়াম দেওয়ার পরেই আপনি এই বারো লক্ষের জন্য যোগ্য হবেন।

-কাল কিছু হয়ে গেলেও বারো লাখ?

-ঠাকুর যেন না করেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আমাদের হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে সংস্থা এই অর্থ আপনাকে দিতে বাধ্য থাকবে ম্যাডাম। সঙ্গে রয়েছে আরও একটি আপৎকালীন সুবিধা। ঠাকুর যেন না করেন, কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিরদিনের মতো বিকল হয়ে গেলে, আপনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, তাহলেও দশ লক্ষ টাকা আমাদের সংস্থা ফিরিয়ে দেবে ম্যাডাম। তা বিমা নথিভুক্তকরণের পরের দিন হলেও।

-আর ঠাকুর যদি কিছু করে দেন?

-অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপরে আমাদের কোনও হাত নেই ম্যাডাম। তাও, ঠাকুর যেন না করেন, হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে যুগযুগজিও পরিবারের পাশে দাঁড়াবে ম্যাডাম।

-অ্যাই শোনো না, আবার বলছি, ঠাকুর যদি কিছু করে দেন?

-ঠাকুর যেন কিছু না করেন ম্যাডাম। অশুভ কথা মুখে আনতে নেই।

-ঠাকুর কি তোমার কথা শুনবেন? যদি বাড়ি ফেরার পথে মা ফ্লাইওভার আমার মাথায় হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায়? যদি আজ মধ্যরাতে আমার ডেঙ্গি হয়? যদি করোনা ফিরে আসে আবার?

-ঠাকুর যেন না করেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আমাদের হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে সংস্থা এই অর্থ আপনাকে দিতে বাধ্য থাকবে ম্যাডাম।

-তুমি কি রেকর্ড করে কথা বলো? হাউ ফানি। খুব সুইট তো। কী ভয়ংকর রকমের কেয়ারিং। আমার কথা এত করে কেউ ভাবেনি এর আগে। ঠাকুর আমার কী করল কিংবা না করল, কার কী আসে-যায়। মা শুধু বেরোনোর আগে দুগ্গা দুগ্গা বলতো। আর কখনও কেউ কিছু বলেনি আমায়।

ম্যাডাম কি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

-কী সুন্দর করে বললে, ঠাকুর যেন না করেন। শোনো তোমার পলিসিটা আমি করব। দশ হাজারের চেক রেডি আছে। নিয়ে যেও। আর শোনো! আমাকে তুমি করে বলবে, কেমন?

এই যে কলগুলো রোজ আমি করি, এগুলোকে বলে কোল্ড কল। কথাবার্তা ট্রেনিং দেওয়া। শেখানো। রেকর্ড হয়। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই যাকে বলে, চাকরিটা কচুপাতায় জলের ফোঁটা। ইনসুরেন্স বিক্রির জন্য একশো লোককে ফোন করলে ষাট-সত্তর জন 'ধুত্তেরিকা', 'যাচ্ছেতাই', 'খবর্দার ডিস্টার্ব করবেন না' বলে ফোন কেটে দেন। সাত- আটজন বলেন, 'শুনে ভালো লাগলো'। তখন দেখা করে আরও বিশদে বলার অনুমতি চাইতে হয়। আর ফোনেই কাজ হয়ে যায় দুই থেকে তিন শতাংশ ক্ষেত্রে। মাসে দশ হাজার টাকার প্রিমিয়াম দিয়ে কথা বলা শুরু করলে তা শেষে এসে দাঁড়ায় মাসিক দুই কিংবা তিন হাজার টাকায়। পলিসি পালটে দিতে হয়। অলংকৃতা ম্যাডাম আমার সোনার হাঁস। লুকিয়ে ছিলেন ওই আকাশে, মেঘের কোণে, পরিযায়ী পাখির মতো। ছিলেন কেন বলছি, ছিল।

-তুমি বলব ম্যাডাম? আপনারা আমাদের মহার্ঘ এবং সচেতন ব্যবসায়িক অংশীদার। কল রেকর্ড হচ্ছে ম্যাডাম। আজ বিকেলেই কি চেকটা পেয়ে যেতে পারি? আধার ও প্যান কার্ডের সফট কপি আমায় হোয়্যাটসঅ্যাপ করে দিন প্লিজ।

ফোনটা কেটে গেল হঠাৎ। আমি ম্যাডামকে লিখে পাঠালাম, 'হাই। প্লিজ শেয়ার ইওর আধার অ্যান্ড প্যান কার্ড।'

আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল। অলংকৃতা ম্যাডাম।

-অত সহজে তো চেক মিলবে না সুইটি। চেক কাটব মন্দারমণিতে, সমুদ্রের ধারে। দুজনে মিলে একসঙ্গে ডাব খাবো। দু'দিনের তো জীবন। আবার ঠাকুর যদি কিছু করে দেন তা হলেই সেরেছে।

কী কথা শুনলাম! বাঁধ ভেঙে যাওয়া জলের তোড়ের মতো আমার বুকে ঢুকে পড়ল একশো ঢাকি। হৃদমাঝারে দেড়শো বিঘা জমিতে দুলতে থাকল কাশফুল। শরীর পেঁচিয়ে ধরল রামধনু, শীতের জ্যাকেটের মতো। ম্যাডাম বলে কী। আমার মাইনে যে কুড়ি হাজার ছুঁতে আরও পাঁচশো টাকা বাকি।

- অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপরে আমাদের কোনও হাত নেই ম্যাডাম। তাও, ঠাকুর যেন না করেন, হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে...

-আরে ধুত্তেরি। আবার সেই এক রেকর্ড। তোমার মোবাইলে কল করলাম। এটা তো আর রেকর্ড হচ্ছে না। চলো যাই মন্দারমণি। ডাব খাই। চেক দিই। তোমার বাংলায় মধু আছে। আর আমি মৌমাছি। হিহি। কাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের চার নম্বর গেটের সামনে থেকে আমাকে পিক করে নেবে, কেমন?

-ম্যাডাম, না না সরি, অলংকৃতা, কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। তোমার অফিস থেকে চেকটা সংগ্রহ করে নিই?

-আধার কার্ডটা তো পাঠিয়েছি তোমায়। আমার ফোটোটা জুম করে দেখেছো? আমি কি খারাপ?

বলতে পারিনি, তোমার দ্যুতি লক্ষ জোনাকিকেও হার মানায়। ফোটোটা আমি আগেই দেখে নিয়েছিলাম হোয়্যাটসঅ্যাপে। এমন ছবি মোবাইলের পর্দায় নয়, নন্দনের স্ক্রিনে দেখতে হয়।

-এটা একটা কথা হলো অলংকৃতা! আমার যেন কেমন কেমন লাগছে।

-ভীরু কোথাকার। আই লাভ মন্দারমণি। আর শোনো। একসঙ্গে থাকব তো। লেজেন্ড অফ সি বলে হোটেলটা আমার খুব প্রিয়। কালকের জন্য বুক করে রেখো।

-কী হচ্ছে এসব অলংকৃতা?

-দশ হাজার চেক চাই কি চাই না?

আপনাদের কানে কানে বলি, বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার প্রিমিয়ামের পলিসি আমি আজ অবধি বিক্রি করতে পারিনি একটাও। পাঁচ মাস হয়ে গেল এ কোম্পানিতে। ম্যানেজার আমাকে অপদার্থ ভাবে।

-চেকটা চাই, অলংকৃতা।

-বেশ। আমাকে তোমার চাই কি চাই না?

পঁচিশ বছরের জীবনে প্রেমের মানে বুঝিনি কখনও। আমি সামান্য বিকম। কুড়ি হাজার ছুঁতে এখনও পাঁচশো টাকা বাকি। মেয়েরা আমায় অপদার্থ ভাবে। ফোটোর অলংকৃতা ফলি মাছের মতো ঝকমক করছিল আমার মোবাইল স্ক্রিনে।

-চাই, অলংকৃতা।

-গ্রেট। ডান। কাল তাহলে দেখা হচ্ছে, যদি বেঁচে থাকি।

- অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপরে আমাদের কোনও হাত নেই অলংকৃতা। তাও, ঠাকুর যেন না করেন...।

-লাভ ইউ। বাই।

সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ডান কানে যে গানটা বাজছিল তা হল, 'এ কি অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়'। বাঁ কানে চলছিল, 'কেন করলে এরকম, বলো'। পলিসির একটা ড্রাফট ডকুমেন্ট তৈরি করে নিলাম কোম্পানির অ্যাপ দিয়ে, যদি ডাব খেতে খেতে সমুদ্রের ধারে বসে ফের বোঝাতে হয় ওকে। ১২,০০,০০০ টার ফন্ট বাড়িয়ে দিলাম। অনেক। বোল্ড করে দিলাম। প্রিন্ট নিলাম একটা। এটা বেচতে পারলে আমি হাজার পাঁচেক টাকা ইনসেন্টিভ পাবো। হোটেল বুক করলাম। সাড়ে চার হাজার পড়ল। অ্যাপ ক্যাব আউটস্টেশন আগে থেকে বুক করে নিলাম। তিন হাজার আটশো। আমার সবদিকেই লস্। আমার অন্তরমহল অলংকার পরতে চাইছিল। থামাতে পারিনি।

লাল টপ আর নীল হট প্যান্টের অলংকৃতা আমার পাশে বসল ভোর সাড়ে পাঁচটায়। আমি বললাম, "চেক রেডি তো?" ওর হাসিতে ঝরে পড়ছিল নতুন সূর্যের আলো। বলল, "রেডি আরও অনেক কিছুই, জনাব।" আমি কি ব্লাশ করছিলাম? কোলাঘাট পেরিয়ে মনে হলো কাঁধে হাত রাখি। আমার চোখের ভাষা কি পড়তে পেরেছিল ও? বলল, "আগে সমুদ্র আসুক।"

হঠাৎ বলল, "যদি কিছু হয়ে যায় রাস্তায়, আমার?"

আমি বললাম, "অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপরে আমাদের কোনও হাত নেই। তাও, ঠাকুর যেন না করেন, হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে সংস্থা আপনার পরিবারের পাশে দাঁড়াবে।"

খিলখিল করে হেসে উঠল অলংকৃতা। এ কী অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়।

এগারোটায় লেজেন্ড অফ সি-র গেটে গাড়ি ঢুকল। চেক না হোটেলের ঘর, কোনটা আমায় বেশি ডাকছিল জানি না। টুং করে মেসেজ ঢুকল ফোনে। গাড়ির ভাড়া। পেড অনলাইন। হোটেলভাড়া মিটিয়ে রেখেছিলাম কালই। অলংকৃতা বলল, "দুটো এগরোল। লাগেজগুলো ঘরে পাঠিয়ে দাও। আমরা একটু সিবিচে বসি।"

সাদা জামা পরা ছেলেটা ঘাড় নাড়ল। মুখে হাসি।

বিচে চেয়ারে বসলাম। ডাব চলে এলো। অলংকৃতা বলল, "চেকটা তাহলে দিয়ে দিই?"

আমি বললাম, "হবেখন।" আমার চোখে কি দুষ্টু হাসি ছিল? ঘরটা ডাকছিল। তাও পলিসি ডকুমেন্টটা বের করলাম। এক পাতার এ-ফোর শিট।

এখন গল্পের ইন্টারভ্যাল। বিরতি।

হঠাৎ দামাল হাতির মতো উদয় হল মুশকো একটা লোক। ছ' ফুটের উপরে লম্বা। গরিলার মতো চওড়া। অলংকৃতাকে 'হাই হানি' বলে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেলো। দুজনের ঠোঁট যেন চুম্বক। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

অলংকৃতা বলল, "মিট মাই বয়ফ্রেন্ড, নীলাভ। আই কল হিম জাম্বো নীলাভ। সুপার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মন্দারমণি শাখার ব্রাঞ্চ হেড। আমার এবারের খরচাটা সব যুগযুগজিও দিয়ে দিয়েছে জানো। সো সুইট।"

কোথা থেকে একটা মুরগি ডেকে উঠল তারস্বরে।

এগরোল এলো। ধোঁয়া। পলিসি ডকুমেন্টের পাতা দিয়ে আমার রোলটাকে আরও একবার পেঁচিয়ে দিল অলংকৃতা। বলল, "খাও।"

নীলাভ আমার দিকে চেয়ে বলল, "এ ভাই! আমি সব শুনেছি। তোমার নিজের কি কোনও পলিসি আছে?"

আমি চুপ করে ছিলাম। ও জাম্বো নীলাভ। আমার পলিসি নেই। মাসে কুড়ি হাজার টাকা ছুঁতে এখনও পাঁচশো টাকা বাকি।

ছেলেটা বলল, "হঠাৎ করে এখন তোমার যদি কিছু হয়ে যায়?" ওর চোখের হলুদ সিগন্যাল লাল হওয়ার প্রহর গুনছিল।

আমি বললাম, "অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপরে আমাদের তো কোনও হাত নেই স্যর। তাও, ঠাকুর যেন না করেন...।"

আমি বিড়বিড় করছিলাম। আপনারা বলবেন, শেখানো রেকর্ড।

কথাগুলো গিলে ফেলছিল সমুদ্রের হাওয়া।

অপমৃত্যু যেন না হয়

তেরোর পাতার পর

কয়েক বছর পর কোচবিহারের টাকাগাছের মেলা যদি হুজুরের মেলার মতো বিরাট আকার নেয়, বিস্মিত হব না। ধারা বদল তো এখানেও।

রাস বা হুজুরের মেলা বহুদিন আগেই শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর উৎসবে পরিণত। সেটা না হলে, দুই মেলাতেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীদের দেখা যেত না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কী হবে জানি না, তবে বাংলাদেশ থেকে এই দুই মেলাতেই বিক্রেতাদের আগমন মেলা দুটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। রাসমেলায় তো একটা সময় তিব্বতি ও ভুটিয়াদেরও দেখা যেত। তাদের ক্রমহ্রাসমান উপস্থিতি কিন্তু ধারা পরিবর্তনের একটি লক্ষণ। রাসচক্র ভালোভাবে দেখলে তার মধ্যে হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অতীতে এই অঞ্চলে বৌদ্ধদের সক্রিয় উপস্থিতি বোঝা যায় সেখান থেকেই। ধারা পরিবর্তনে তারাও কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক বিবর্তনের উদাহরণ এটিও। আর তা ফুটে উঠেছে মেলার ধারা পরিবর্তনে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। আজকাল যেভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি আমাদের মনে গেঁথে বসছে, তাতে শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলাগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় হয়। ধারা বদলাতে বদলাতে এমন অবস্থা হবে না তো, যেদিন মেলার পুরো চরিত্রই পালটে যাবে? নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতায় ঢেকে যাবে না তো তারা? হয়তো বৃথাই ভাবছি। কিন্তু তবু আসছে সে ভাবনা। ধারা বদল করেও রাস বা হুজুরের মেলা যেভাবে আমাদের বৃহৎ সুরে বেঁধেছে, তার থেকে সামান্য বিচ্যুতি মানেই মেলার অপমৃত্যু। ধারা পরিবর্তনের নিরন্তর খেলায় আর যাই হোক, সেটি কখনওই কেউ চাই না।

রাস বা হুজুরের মেলা বহুদিন আগেই শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর উৎসবে পরিণত। সেটা না হলে, দুই মেলাতেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীদের দেখা যেত না।

বদলের দুই ঐতিহ্য

তেরোর পাতার পর

বিশ্বভারতীর নিজস্ব পূর্বপল্লির মাঠে, ৭ই পৌষের শান্তিনিকেতন মেলার টানই অন্য। বিকল্প মেলায় সেই প্রাণ নেই।

অতীতের শান্তিনিকেতন মেলা আর বিগত কয়েক বছরের শান্তিনিকেতন মেলার ভিন্নতা অনেকখানি। গ্রামীণ শিল্পীদের অংশগ্রহণ কমেছে। বেড়েছে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের দাপট। তাঁতিবাজার আসে না। বাঁশ-বেত শিল্পীরাও কম আসেন। বাউলদের বাইরে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পী মেলার মঞ্চে গান করেন। অতীতের মেলার বহুগুণ বেড়েছে বর্তমান মেলায় ভিড়। অনেকেই আসেন শান্তিনিকেতন দেখতে। বর্তমানে মেলাকে ঘিরে শান্তিনিকেতন, বোলপুরে লজ, রিসর্ট ব্যবসার রমরমা শুরু হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মেলায় যেন বিশ্বভারতীর অংশগ্রহণ কমেছে।

খাঁচা ভাঙা পাখির

তেরোর পাতার পর

মোড়ের বাজারে সবজি কিনতে আসা ভাবির মন্তব্য ঃ হাগে কঠে যাছেন, মেলাত! জিলাপি আনেন! এটা দশ বছর আগে হলে নিছক ভালোবেসে করা একটি আবদার মনে হত, কিন্তু এখন এটা ইনিয়ে বিনিয়ে জানতে চাওয়া, বুঝে নিতে চাওয়া নারীর পদস্খলনের নিশ্চয়তা। গ্রামে আসা তক, পেছন পেছন সব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ভাইপোর দেখা মিলল সেই মোড়ে। চল, মেলায় যাই, বলতেই সেও বলে উঠল -

মুই ওইলা মেলাত যাও না! মেলাত যাওয়া না যায়!

একটা কেমন অদৃশ্য বিধিনিষেধের খাঁচার অনুভবে তেতো লাগছিল মুহূর্তটা। কিন্তু মাঠের দুই প্রান্তের ঘন সবুজ অন্ধকারে জোনাকির ক্ষীণ অথচ দৃঢ় উপস্থিতি মন ভালো করে দিল এক লহমায়। ক্ষীণ জীবন নিয়েও আলোয় মিলিয়ে যাওয়া যায়, বিপুল, বিশাল অন্ধকারের কাছে না হেরে জোনাকি তার জীবন দিয়ে রোজ শেখায়। এই মুহূর্তগুলোতে সুনির্মল বসুর কথা মেনে সবার ছাত্র হতে মন চায়। সেই রাত্রে জোনাকি, প্রগাঢ় অন্ধকারের ছাত্র হতে ইচ্ছে করছিল।

মাঠের অন্ধকার আর খোলা হাওয়া মেখে নদীর তীরে পৌঁছে নৌকো নিয়ে মাঝির উপস্থিতি দেখে নিজের মনে সেই ছোটবেলার আনন্দের হাওয়া! সবাইকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে আসা কুমলাই নদীর কম্পিত বুকে চাঁদ টুকরো টুকরো হয়ে জ্বলছিল। আর বিরান চরে মেলার পথযাত্রীরাও যেন প্রকৃতির কথা কান পেতে শুনবে বলে উচ্ছ্বাসের আদিখ্যেতায় কোনও হুল্লোড়ে না গিয়ে শান্ত পায়ে নদী পার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোর দিকে পা বাড়াল। সবুজ চা বাগানের ভিতর দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় এক কিলোমিটার পেরিয়ে তারপর মেলা। মেলায় ঢুকতেই সেই ছোটবেলার গন্ধ। গরম গরম পিঁয়াজি। গ্রামের মেলাগুলোর কিছু খেলনার দোকানে এলে মনে হয় সময় থমকে আছে যেন ঃ কাগজের হাওয়াকল থেকে পয়সা জমানোর জন্য মাটির আম-এর ঘট। তবে একটু এগিয়ে মনে হল আস্তে আস্তে সব পালটে গিয়ে জায়গা নিচ্ছে নতুন। বিক্রি হচ্ছে বার্গার।

মেলার বিন্যাসের মধ্যে ব্যবসার শ্রেণি চরিত্রের একখণ্ড চিত্রও ধরা পড়ে। মালবাজার ব্লকের এই প্রত্যন্ত গ্রামের এই মেলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন মূলত খরিদ্দার। ব্যবসায়ী হতে গেলে যে আপওয়ার্ড মোবিলিটি অর্থাৎ আর্থিক সিঁড়ির একটু ওপরের দিকে ওঠা প্রয়োজন ও তার জন্য দরকার যে পুঁজির সেই পুঁজি চা বাগানকেন্দ্রিক এই সম্প্রদায়ের এখনও গড়ে ওঠেনি। এক চাচার কাছে বাড়ির সবার জন্য মিঠা পাতা মিষ্টি পান, আর এক চাচার কাছে জিলিপি, ফুচকাওয়ালা ভাইয়ার কাছে মেয়ে খেল ফুচকা। পুঁজির নিজস্ব নিয়মে মেয়েদের মেলায় আসাতে আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু মেলায় দোকানে তো আপত্তি নেই! বাজারে জয় তো এমন করেই হয়।

এবার ফেরার পালা। ফিরতে গিয়ে টোটোতে দেখা হল এক নিয়ম না মানা নারীর সঙ্গে, পাশের গ্রামের। আমাদের দেখেই যেন সাহস পেলেন, "কায় কীভাবে ভাবুক, ছাওয়া পাওয়া গুলাক কি একেলায় ছাড়া যায় নাকি! মুই প্রতিবার আইস মেলায়! ঈমান এত সস্তা নাকি যে মেলাত আসিলে ঈমান নষ্ট। কায় কী কয় কউক! নিজে ঠিক থাকিলে জগৎ ঠিক! হমারা কী পূজা করিবার আসিছি! হামরা আসছি মেলা ঘুরিবার!"

আশ্বস্ত হলাম। শুধু খাঁচা আমি ভাঙছি না একা। আরও কেউ ভাঙছে তাদের নিজেদের মতন করে। চাঁদের আলোয় হলুদ বাতাসে খেলনা বেলুন হাঁস বাঁধন খুলে উড়ে পড়ল দূরে।

ফেরার ফেরিতে পারাপারের টাকা নিল না মাঝি। সেও বোধহয় ভাবল খাঁচা ভাঙা পাখিদের পালে একটু হাওয়া দিতে। আলো ছায়ার খেলায় আমাদের ছায়া লম্বা হয় নদীর চরে। পা দুটো রণপা হয়ে যায় ছায়ায়। খাঁচা ভাঙা পাখির পা বোধহয় এমনই লাগে, গান গাইতে ইচ্ছে হয়ঃ

একটি মুক্ত পাখি লাফ দেয়
হাওয়ার পিঠে ভর করে
ভেসে যায় হাওয়ার স্রোত বরাবর
যতক্ষণ না স্রোত ফুরিয়ে আসছে
কমলা সূর্যের রশ্মিতে তার ডানা ডুবিয়ে
সে আকাশ জয় এর সাহস দেখায়
(বন্দী পাখি, মায়া অ্যাঞ্জেলো)

সেই মেলার রাতে আমরা সাহস দেখিয়েছি খাঁচা ভাঙার, এই খাঁচা ভাঙতে হবে রোজ, যতদিন না উন্মুক্ত হয় আকাশ।

হেমন্তের সংকীর্তন

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি : মাজিদুর সরদার

'টহল' কথাটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কতগুলো দৃশ্য। আগ্নেয়াস্ত্র কাঁধে দেশের সীমান্তে জওয়ানদের অতন্দ্র প্রহরা অথবা দাঙ্গাহাঙ্গামা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেনা-আধা সেনাদের টহল। কখনও বা ভেসে ওঠে লোকসভা কিংবা বিধানসভা ভোটের আগে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকার রাস্তায় রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে জওয়ানদের রুটমার্চ অথবা গভীর রাতে শহরের পথে পথে পুলিশ ভ্যানের টহল। এরকম আরও অনেক ধরনের টহল চালু আছে। তার মধ্যে একটার কথা না বললেই নয়। শহরতলি এলাকা বা মফসসল বা গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায় এখনও চালু রয়েছে রাতপাহারার ব্যবস্থা। সারারাত হুইসল বাজিয়ে, হাতের লাঠি দিয়ে ঠকঠক আওয়াজ করে, কখনও 'আমরা ভলান্টিয়ার' বলে চিৎকারে রাতপাহারার কাজ করে যান এঁরা। রাঢ়বাংলার কোনও কোনও অঞ্চলে গান গেয়ে রাতপাহারারও চল ছিল একসময়। তাঁদের বলা হত টহলদার। অনেক সময় দেখা যায়, গৃহকর্তারা জানেনই না, সারাবছর কে বা কারা তাঁদের সুরক্ষিত রাখেন। মাসের শেষে সামান্য কিছু টাকাকড়ি দিয়েই তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সারেন। অথচ শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা অচেনা, অজানা কয়েকটা মানুষই তাঁদের নিশ্চিন্তে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

আজকের এই লেখা অবশ্য অন্য এক টহলকে নিয়ে। কার্তিক মাসের টহল। হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস কার্তিক। রাঢ়বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান সহ বেশ কিছু জেলায় এই টহল গানের প্রচলন ছিল। ভোরে টহল আর সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে আকাশপ্রদীপ। এটাই ছিল কার্তিক মাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পয়লা কার্তিক থেকেই ভোররাতে খঞ্জনি বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রভাতি সংগীত গাওয়ার রেওয়াজ ছিল বৈষ্ণব গায়কদের। মূলত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরসুন্দর সম্পর্কিত ছোট ছোট গানই গাইতেন তাঁরা। চলত সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত। কোথাও কয়েকজন মিলে দলবেঁধে, আবার কোথাও কেউ একা। সবরকমভাবেই দেখা যেত। পুরো কার্তিক মাস এই টহল গান গেয়ে বেড়ানোর পর অঘ্রানের প্রথম দিনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৈরাগীরা সিধে তুলতেন। যে গৃহস্থ যা দিতেন, তাতেই তাঁরা খুশি। কেউ চাল, কেউ ডাল, কেউ আলু আবার কেউ নগদ পয়সাকড়ি।

হেমন্তের আগে শরৎকাল। শরৎ মানেই দুর্গাপুজো। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। পুজোর ধুম, তার সঙ্গে মানুষের আবেগ, উদ্দীপনা, উন্মাদনা। প্রকৃতিও যেন শামিল হয় মানুষের উৎসবে। আর পুজো শেষ হতেই এসে পড়ে হেমন্ত। সন্ধ্যা নামলেই বাতাসে ঠান্ডার ছোঁয়া, হিম পড়া। অদ্ভুত একটা আবহাওয়া। গরম নেই, আবার লেপও ঢাকা নেওয়া যায় না। সবচেয়ে ভালো হয় গায়ে একটা চাদর জড়াতে পারলে। কার্তিকের ভোররাত মানে চারপাশ তখন যথেষ্ট অন্ধকার। সেই অন্ধকারে খঞ্জনির খঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত গলায় কেউ গাইছেন, 'রাই জাগো রাই জাগো বলে/ শুক-সারি ডাকে/ কত নিদ্রা যাও হে তুমি/ কালো মানিকের কোলে।' অথবা 'জাগো গো শ্যামের কমলিনী রাই/ পুব দিকে চেয়ে দেখ আর নিশি নাই/ শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া/ কত সুখে রও ঘুমাইয়া।' এই টহল গাইয়েদের বিশেষ কিছু রীতিনীতি মেনে চলতে হত। তাঁদের পরনে থাকত ধুতি, মাথায় পাগড়ি, খালি পায়ে, কপাল থেকে নাক পর্যন্ত তিলক, ভালো করে চাদর জড়িয়ে গাইতে হত ভৈরব রাগে। গাওয়ারও একটা বিশেষ স্টাইল ছিল। একটু থেমে থেমে গাওয়া এবং শেষ অংশটাকে অনেকক্ষণ ধরে রাখা। সেই গান শুনে দিনের শুরুতেই কী এক আশ্চর্য অনুভূতি জেগে উঠত মানুষের মনে। এই প্রভাতি সংগীতে ঘুম ভাঙত বাঙালির। টহল গান কোনও কোনও অঞ্চলে ভোরাই নামেও পরিচিত। মুসলিম ধর্মেও এই টহল গানের প্রচলন ছিল। সেটা হত ইদুলফিতর উৎসবের আগের এক মাস। ফকিররা মুসলিমপাড়ায় ভোররাতে গান গেয়ে বেড়িয়ে মানুষের ঘুম ভাঙাতেন। এঁদের বলা হত টহলে ফকির। তারপর ইদের দিনে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাবারদাবার বা কিছু দক্ষিণা মিলত এই ফকিরদের। ঘটনাচক্রে ইদও কার্তিক মাসেই পড়ে কোনও কোনও বছর।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, বেছে বেছে কার্তিক মাসেই কেন এই টহল গান? তার একটা ব্যাখ্যা হল, মোগল সম্রাট আকবর নতুন বাংলা বছর চালু করার আগে পর্যন্ত অঘ্রান মাস থেকে নতুন বছর শুরু হত। সেই হিসেবে কার্তিক ছিল বছরের শেষ মাস। পুরো কার্তিক মাস চলত টহল গান। অঘ্রানে নতুন ধান উঠলে নবান্ন উৎসবে শামিল হতেন সকলে।

কার্তিক মাসের টহল গানের সঙ্গে এই প্রতিবেদকেরও একটা বাল্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। রাঢ়ের এক মফসসল শহরে কেটেছে ছোটবেলা। ভাইফোঁটা অবধি বইখাতার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকত না। কিন্তু তারপর স্কুল খুললেই অ্যানুয়াল পরীক্ষার তোড়জোড়। বাড়িতেও উঠতে-বসতে পড়াশোনা নিয়ে

নিবন্ধ

লেকচার হজম করতে হত। বাবা-মায়ের ধারণা ছিল, ছেলেমেয়েরা ভোরে উঠে পড়লে রেজাল্ট ভালো হবে। আমরা শুধু ভাবতাম, রেজাল্ট যার ভালো হওয়ার, এমনিই হবে। তার জন্য ঘুম বরবাদ করে কাকভোরে পড়তে বসে কী হবে? কিন্তু বাবা-মায়ের কড়া শাসন ছিল। তাই ভোরে উঠে পড়তে বসতেই হত আমাদের ভাইবোনদের। বলা বাহুল্য, তখনও কার্তিক মাস। আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে শুয়ে আছি। ভোররাতে দূর থেকে ভেসে আসছে কীর্তনের সুর, 'ভজগৌরাঙ্গ, কহগৌরাঙ্গ/ লহগৌরাঙ্গের নাম রে...'। ওই গানেই ঘুম ভেঙে যেত আমাদের। পড়তে পড়তেই শুনতে পেতাম কীর্তন। যতই ঘুম পাক, বহু দূর থেকে ভেসে আসা সেই প্রভাতি গানে মন পবিত্র হয়ে উঠত। ভোরের সুমধুর গানের রেশ সারাটা দিন মনটাকে উজ্জীবিত রাখত। আর ছিল সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে ছাদে আকাশপ্রদীপ। পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে দেওয়া হত এই প্রদীপ। উত্তরসূরিদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য নিজের ভিটে চিনে নিতে তাঁদের যাতে ভুল না হয়, সেজন্যই জ্বালানো হত আকাশপ্রদীপ। ছাদে উঠলেই দেখা যেত আশপাশের সব বাড়ির আকাশপ্রদীপ। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কোন বাড়ির আকাশপ্রদীপ সেরা, যেন তার প্রতিযোগিতা চলছে। সেই আমলে কার্তিক মাসের এগুলোই ছিল মহিমা।

দিনের পর দিন ভোররাতে যাঁর সুরেলা কণ্ঠের গান এবং খঞ্জনির খঞ্জনে আমার ঘুম ভাঙত, তিনি ছিলেন এক দৃষ্টিহীন বৈরাগী। আমরা বলতাম, মহাদেবদা। সারাবছর খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতেন। বাড়ির দরজায় এসে 'হরে কৃষ্ণ' বলে ডাক দিতেন। তারপর শুরু হত গান। ভিক্ষা কেউ না দিলেও গান থেকে তাঁকে

পয়লা কার্তিক থেকেই ভোররাতে খঞ্জনি বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রভাতি সংগীত গাওয়ার রেওয়াজ ছিল বৈষ্ণব গায়কদের। মূলত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরসুন্দর সম্পর্কিত ছোট ছোট গানই গাইতেন তাঁরা। চলত সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত। কোথাও কয়েকজন মিলে দলবেঁধে, আবার কোথাও কেউ একা।

বঞ্চিত করতেন না। আমাদের অবাক লাগত, দৃষ্টিহীন হয়েও মহাদেবদা শহরময় কীভাবে ঘুরে বেড়াতেন। তার একটা কারণ বোধহয়, তখন রাস্তায় যানবাহনও অনেক কম ছিল। মহাদেবদার অদ্ভুত একটা গুণ ছিল, কবে মকর সংক্রান্তি, কবে নীলষষ্ঠী, কবে রাধাষ্টমী, কবেই বা রথযাত্রা সব বলে দিতে পারতেন। আমার মা মাঝেমধ্যেই দুপুরে মহাদেবদাকে খাবার নিয়ে যেতে বলতেন। আমাদের বাড়ির কাছেই মসজিদ। ভোরে মসজিদ থেকে আজানের সুরও ভেসে আসত। তারও কী মনকেমন করা আবেদন। এসব কত দশক আগের কথা। কার্তিকের ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে আজও যেন বাতাসে ভেসে আসে মহাদেবদার প্রভাতি কীর্তন এবং মসজিদের আজান। মুহূর্তের জন্য হলেও আমি তখন পৌঁছে যাই শৈশবের আনন্দলোকে।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

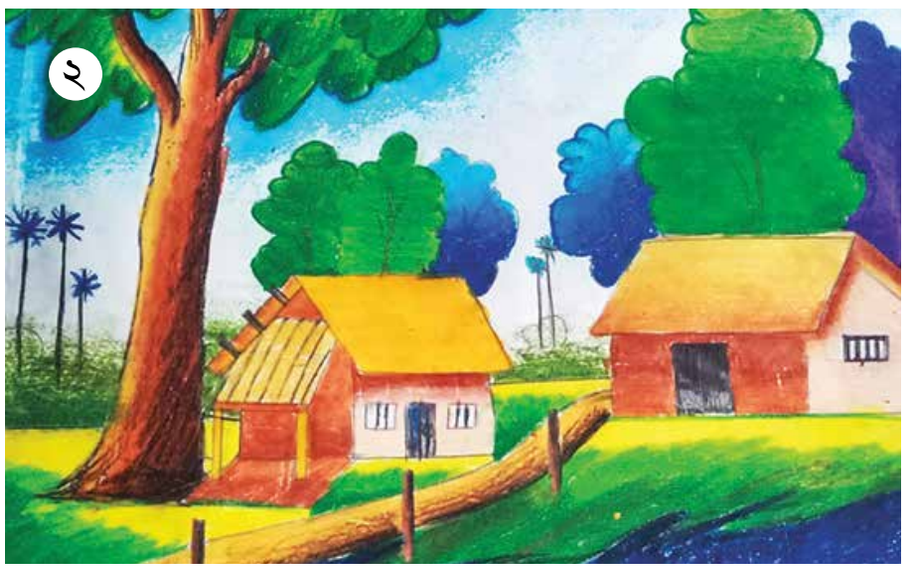

১) অর্চিশা রায়, প্রথম শ্রেণি, কুচলিবাড়ি রয়্যাল অ্যাকাডেমি, কোচবিহার।

২) সুতপা বর্মন, পঞ্চম শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

৩) শুভঙ্কর ভৌমিক, নবম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

৪) শ্রীনিধি দাস, পঞ্চম শ্রেণি, সেন্ট মেরি'জ স্কুল, মালদা।

৫) ইন্দ্রাগ্নি ভৌমিক, চতুর্থ শ্রেণি, কেভি. জিসি. সিআরপিএফ, শিলিগুড়ি।

৬) দেবরাজ দাস, তৃতীয় শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

৭) অদ্রিজা দাস, তৃতীয় শ্রেণি, নিবেদিতা অ্যাকাডেমি, কালিয়াগঞ্জ।

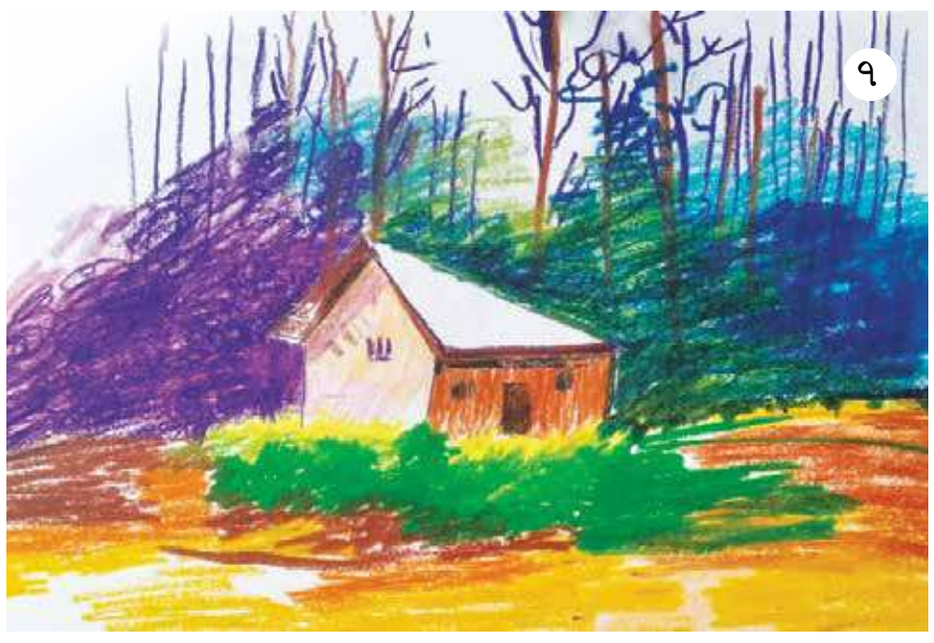

সপ্তাহের সেরা ছবি

ভূতেদের শোভাযাত্রা! মেক্সিকোর জাপোটলানেজোয় চলছে ‘ডে অফ দ্য ডেড সেলিব্রেশনস’। বাংলা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে ঠিক যেন বাঙালিদের ভূতচতুর্দশীর রাত।

কবিতা

শব্দচাষা
উত্তম চৌধুরী

বোধ, বুদ্ধি, মনীষার ধার কমে গেলে
অক্ষরেরা বিষণ্ণ নদীতে ডুবে যায়।
যে হারায় প্রবেশের পথ--ক্রান্তিকাল
উঠে আসে পায়ে। অনুতাপ খুঁটে খায়

বিবেকের পুরোনো দেয়াল। কে বেহাল
সময়ের কঠিন সড়কে! রোদ্দুরকে
খেলাতে পারে না যার চোখ-তার বড়
বিপর্যয় দিনযাপনের। কার ডাকে

রেখেছ ভরসা! শব্দচাষা মানুষের
অন্য কোনও উঠোন, বিকল্প ঠিকানা
জরুরি কি! বাতাসও ভাবছে তেমন।
নয়ানজুলির বুকে নেমে এলে দানা

ওলট-পালট সব। জলজ শরিক
আতঙ্কিত, ভুলে যায় বেরোনোর দিক।

একটি অসমাপ্ত গদ্য কবিতা
জয়ন্ত সাহা

আমার কোনও নিরপেক্ষ অবস্থান নেই
ভেসে থাকা মানুষের যেমন হয়
খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখি
যেমন দেখেছি সূর্যোদয়
দিন যাপনের ক্লান্ত বিকেলে ভালোবাসার ছিটেটুকুও থাকে না
কান পাতলে শোনা যায় নীরব ব্যথার গান
আপন মানুষ বেমালুম ভুলে যায়
জীবনভর মেঘ বৃষ্টির গল্প
আস্ত একটা জীবনকে ঘরে এনে দেখলাম
শুধু পড়ে আছে এক ছটাক বিশ্বাস
স্বপ্নরা একলাই হাঁটবে
হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাবে জীবনের দরজায়
যেখানে পৌঁছাতে গেলে জবাব দিতে হয় না

আপনহারা
মেঘালী চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসতে গিয়ে হারিয়ে ফেলাটা আমার নেশা
যদি প্রান্তিকের খোঁজে তুমিও আমাকে ফিরে পেতে চাও?
না আমি পিছু ফিরে তাকাব না আর!
চাঁদের আলোর দুর্গম মত্ততা আমায় আজও গ্রাস করে -
আমায় বয়ে নিয়ে চলে উজান স্রোতের টানে!
আমি কাঠফাটা রোদের কাতর পথিকের মতো
হতাশ নয়নে বর্তমানের পানে চোখ মেলে দেখি -
এ কি! কাঠিন্যের মাপকাঠি হাতে কে যেন
আমারই পানে চেয়ে আছে আমারই মতো করে!

সুযোগ
মণিদীপা সান্যাল

খোলা মুঠি থেকে
অনেক কিছুই গড়িয়ে পড়ে যায়
বেহিসাবি খাবার মসৃণ ধাতব জিনিস
অথচ মানুষের হাহাকারে শুধু
ফসকে যাওয়া সুযোগের কথা
সুযোগের পরিমাণ কেউ মাপে কি না
সুযোগ কতটা মসৃণ
হাত ফসকে যাবার আগে
সে কীভাবে করতলে ছিল
অথবা মাটিতেই কতটা অবিন্যস্ত
সে কথা স্পষ্ট নয়
শুধু করতলের চৌহদ্দির বাইরে
সুযোগের অনিবার্য পতনের গল্প
মানুষ করেই চলেছে।

আলো আঁধার
যাদব চৌধুরী

উপত্যকায় দুধের বজরা ঠেলে
এক সকাল হাসি সীমানা পেরিয়ে
মুহূর্তে ভাগ হয়ে যায় প্রহরে।
দিনের আলো, রাতের আঁধার
কুহেলির আবছা কুয়াশা
আরশিতে মিশে যায় বিভিন্ন সত্তা।
ফিরে ফিরে এসে ছিঁড়ে দেখে অতীত
ঘুমের নরম চাদর সরে গিয়ে প্রতিচ্ছবি।

নীরব উচ্চারণ
কণিকা দাস

স্খলিত সময়ের সাথে আঁতাত ছিল না কোনওদিন
অথচ বারবার পথভ্রষ্ট হওয়ার সাহস জুগিয়েছে
নির্জীব ভালোবাসায় ভাটা পড়েছিল সেই কবে জানা নেই
চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁটা... উদম সাহসে
অট্টহাসিও একসময় হাহাকারের মতো
বিদ্ধ করেছে মননের প্রতিটি স্তর
এখন আর অসময়কে ভয় পায় না সে।
যতই আসুক অন্ধকার নেমে...

ডানা
আরিফ আনাম

সব তারা নিষ্প্রভ দিনের আলোতে
তাই বলে অস্তিত্ব মিলায় না।
সব প্রিয় কাছে নেই
তাই বলে ভালোবাসা ফুরায় না।
সব জোছনায় উড়ে না কাশের দানা,
সব স্বপ্ন পায় না তীরের ঠিকানা,
যাপিত জীবন শুধু বয়ে যাওয়া-
এক ঝড়ের ডানা।
ফুরায় জীবনের গান
আশা ফুরায় না।

ভিড়ে আসুক শব্দরাজি
পিয়ালী হোড়

অপসৃয়মাণ অবয়বগুলো
অপসৃত হবার আগে কিছু প্রশ্ন রেখে গেল
সম্পর্ককে বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে
কেমন নির্লিপ্ততার হাসি হাসছে দ্যাখো-
ভুবনডাঙার মাঠের পাশ দিয়ে নির্বিকার বয়ে চলা নদীরও
গা গুলিয়ে উঠছে
অস্তাচলগামী সূর্যেরও একটাই জিজ্ঞাসা-
শত্রু তুমি কবে হলে?
অভিমানগুলো ও পর্ণমোচী গাছের
মতো পাতা ঝরে যাওয়ার ঝোঁকে আকৃষ্ট,
বয়স বাড়ছে, পায়ে আমার ক্যালকেনিয়াল স্পার,
বাজা মেয়েমানুষটার মতোই তার অন্তর্দাহী প্রদাহ-
ককিয়ে উঠে কত কথা, কত শব্দকুহক
ছাইপাশ ভাবতে ভাবতে পেরিয়ে গেলাম মালাক্কা প্রণালি

রাজপুত্রকে নিয়ে পালালেন রাজপুরোহিত

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব - ১৯

কুসুমডিহা গ্রাম থেকে আমরা ছুটে চলেছি অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে। বাঁকুড়া ছুঁয়ে পুরুলিয়ার মানভূম অঞ্চলে। পর্যটনস্থল রূপে অযোধ্যা বেশি প্রসিদ্ধ হলেও ইতিহাস কিন্তু পঞ্চকোট রাজত্বে আরও বেশি বাঙ্ময়। আমরা পঞ্চকোট কাশীপুরের কুলদেবতা কেশব রায় জিউ-এর কথা আলোচনা করব। কুলদেবতা কেবল নিজ কুল বা পরিবারের অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। এই কুলদেবতাকে কেন্দ্র করেই একদেশের মানুষ ভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। সেইখানে সৃষ্টি হয় দুটি স্থান ও দুই সংস্কৃতির সামাজিক সংযোগ। সংস্কৃতির আদানপ্রদানের এক বিচিত্র ধারা। কুলদেবতাকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক সচলতা সম্ভব তা আমরা এই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করলে অনুধাবন করতে পারতামই না। সত্যই এই চলনের ধারা খুবই অদ্ভুত। আমরা বরং গল্পে ফিরে আসি।

ট্রেনে যেতে যেতে জয়চণ্ডী পাহাড় আর একেবারে মাথার উপর সাদা মন্দির দেখেননি এমন মানুষ খুব কমই আছেন। এই জয়চণ্ডী পাহাড়ের নীচেই বেরো গ্রাম। আমরা সেই বেরো গ্রামেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব। কিন্তু বেরো গ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গড় পঞ্চকোট রাজাদের ইতিহাস। রাজত্বের ইতিকথা।

উজ্জয়িনীর রাজা জগৎ দেও সিংহ তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বীরমূর্তিকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে নির্গত হন। এই তীর্থ পরিক্রমায় তিনি শ্রীক্ষেত্র পুরী থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ঝালদার কাছে একটি বটবৃক্ষের তলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। এই সময়, বটবৃক্ষর তলায় বীরমূর্তি এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। কিন্তু সেই সন্তান জন্মক্ষণেই অজ্ঞান হয়ে গেল। তাই সকলে সেই পুত্রের সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবলেন বীরমূর্তি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। জগৎ সিং দেও সেই সদ্যোজাত সন্তানকে সেখানে ফেলে রেখে উজ্জয়িনী ফিরে যান। যে স্থানে তিনি পুত্রটিকে বিসর্জন দিলেন সেই স্থানটিতে তখন গভীর জঙ্গল। সদ্যোজাত শিশু জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদতে থাকল। কয়েকজন সর্দার সেই শিশুকে দেখতে পেয়ে সযত্নে তুলে আনলেন। আরেক নিঃসন্তান সর্দার সেই শিশুকে সন্তানের মতো মানুষ করতে শুরু করলেন। তাঁরা এই শিশুর নাম রাখলেন দামোদর শেখর।

জগৎ সিং দেও উজ্জয়িনী ফিরে গেলেন বটে। কিন্তু সন্তানের কষ্ট ভুললেন না। একদিন রাজজ্যোতিষী বনমালী তাঁর হাত দেখে বললেন, ‘আপনার পুত্রসন্তান জীবিত আছে এবং সে সর্দারদের কাছে মানুষ হচ্ছে।’ এই কথা শুনে রাজা জগৎ সিং দেও আবার ফিরে এলেন বাংলায় এবং দেখলেন সত্যই তাঁর পুত্র জীবিত। এবার তিনি পড়লেন এক সংকটে। সন্তান জীবিত আছে বটে কিন্তু তা প্রথম পুত্র। তাঁদের বংশে অভিশাপ আছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু হবে রাজার। জগৎ সিং দেও যদি পুত্র দামোদর শেখরকে নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যান তবে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবেন। পুত্রের জন্য নিজের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন না রাজা। তিনি সর্দারদের প্রচুর অর্থ দিলেন যাতে রাজশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন দামোদর শেখর, তারপর নিজে ফিরে গেলেন উজ্জয়িনীতে।

বড় হলেন দামোদর শেখর। প্রচলিত কিংবদন্তি, তিনি পাঁচজন ভিন্ন জনজাতির প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি রাজত্বের সূচনা করেন। সেই রাজ্যই হল গড় পঞ্চকোট। এই বংশের কীর্তি নারায়ণ শেখর প্রথম রাজ উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে এই রাজাদের মধ্যে দিগ্বিজয় নারায়ণ শেখরের সময় বর্গি আক্রমণে শেখর বংশ প্রায় শেষ হয়ে যায়। রাজার একমাত্র পুত্র মুনিলালকে নিয়ে রাজপুরোহিত পালিয়ে যান এবং প্রথমে লালগড়ে তারপর সেখান থেকে ছাতনা। ছাতনা যাওয়ার পথে মুনিলাল হারিয়ে যান। সেই রাজপুত্র ছয় মাস পর ছাতনার রাজা বিবেক নারায়ণ সিং দেও-এর কাছে পাওয়া যায়। সেই থেকে রাজবংশের ধারা শেখরের পরিবর্তে সিং দেও নামে পরিচিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে মুনিলাল নিজ রাজ্যে ফিরে এসে রাজত্ব অধিকার করেন। তাঁর সময় প্রতিষ্ঠিত হয় কাশীপুর রাজবাড়ির। আমরা সেই রাজবাড়ির কুলদেবতাকে নিয়ে আলোচনা করব।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুনিলালের মা ছিলেন কর্ণাটকের মানুষ। সুতরাং এই বংশের মধ্যে দক্ষিণ দেশের ধারা প্রবাহিত ছিল। সুপ্ত সেই ধারাই একদিন জাগ্রত হল বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে।

সবুজ আর সবুজ, চারিদিকের পাহাড়ে ঘন সবুজের আস্তরণের মধ্যে ইতস্তত মন্দির। সেই মন্দিরের টেরাকোটার কাজ আমাদের জানায় বিষ্ণুপুরের মল্লভূমের রাজপরিবারের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তীকালে এই মন্দিরের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ টেরাকোটার কাজের মধ্যে রয়েছে মোগল যুগের নানা বিষয়ের ইঙ্গিত।

আমরা আবার সেই পঞ্চকোট রাজবংশের একটি অংশ কাশীপুর রাজের কুলদেবতা কেশব রায় জিউ-এর প্রসঙ্গে ফিরে যাব। কাশীপুর রাজবাড়িতে তখন রাজত্ব করছেন গরুড় নারায়ণ সিং দেও। সেই সময় এক দক্ষিণী আয়েঙ্গার তামিল ব্রাহ্মণ পায়ে হেঁটে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের তীর্থ পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি উপস্থিত হলেন চণ্ডী পাহাড়ে। সেখানে এক গুহার মধ্যে যখন তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন, এই সময় একদল রাখাল বালক গোরু চরাতে চরাতে সেই গুহার মধ্যে উঁকি দিতেই এক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখলেন, একজন সাধু ধ্যান করছেন আর তাঁর গা থেকে বিচিত্র জ্যোতির রেখা নির্গত হচ্ছে। সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে তারা সকলকে ডেকে আনল। ধীরে ধীরে সব জায়গায় সেই খবর রটে গেল এবং রাজা গরুড় নারায়ণ সিং দেও এই সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলেন সেই গুহায় যেখানে কাঞ্চি থেকে পরিভ্রমণ করে এসেছেন আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ ত্রিলোচন আচার্য আয়েঙ্গার। তিনি ত্রিলোচন আচার্য বা তিরুরঙ্গাচারিয়াকে তাঁদের রাজ্যের কুলপুরোহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই রমতা সাধু কোনওমতেই বাঁধা পড়তে চাইলেন না। তিনি রাজার একান্ত অনুরোধে নিজের ভাই, অন্যমতে জামাতা রঙ্গরাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। রাজা তাঁর নির্দেশমতো রঙ্গরাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাঁকে নিজ রাজ্যে নিয়ে এলেন। ভিন্নমতে তিরুরঙ্গাচারিয়াই দেশে ফিরে তাঁকে এই ছোট্ট গ্রামে পাঠিয়েছিলেন।

যাই হোক, ১৬৫১ সালে কাশীপুর রাজাদের কুলপুরোহিত রূপে রঙ্গরাজন আয়েঙ্গারের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যগণ তাঁর কাছে দীক্ষগ্রহণ করলেন। সুতরাং কেবল তাঁরা কুলপুরোহিত রইলেন না, গুরুবংশ রূপে রাজ সম্মানে সম্মানিত হলেন। এই সময় রঙ্গরাজন আয়েঙ্গারের হাত ধরে ধীরে ধীরে প্রায় চল্লিশটি দক্ষিণী তামিল পরিবার চণ্ডী পাহাড়ের কোলে বসতি স্থাপন করল। বেরো তামিল শব্দটির অর্থ হল ঘর বা গৃহ। তাই দক্ষিণ দেশীয়দের ঘর রূপে স্থানটির নাম হল বেরো গ্রাম।

বেরোর বিগ্রহ। ছবি তুলেছেন মনোজিত দাস।

একটুকরো পাহাড় যেন উপর থেকে নীচে নেমে এসে কোলাকুলির হাত বাড়িয়েছে। রাস্তার উপর দিয়ে সেই পাহাড়ের অংশটুকুর বিন্যাস দেখে মনে হয় যেন উড়ালসেতু চলে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গিয়েছে, যার তলা দিয়ে গ্রামে চলার পথ। যেখানে পাহাড়ের অংশটি বেরিয়ে এসে থেমেছে ঠিক তার মুখেই বেরোর রাজবাড়ি। আমরা কাশীপুর রাজার কথা আলোচনা করছিলাম, সেখানে হঠাৎ বেরোর রাজপরিবারের প্রসঙ্গ এল কোথা থেকে? রাজা গরুড় নারায়ণ সিং দেও কেবল রঙ্গরাজনকে কুলগুরু করলেন না। তিনি এই কুলদেবতা কেশব রায় জিউ-এর দেখাশোনা ও পুজোর জন্য সাতান্নটি মৌজা দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে দান করলেন। সেই সম্পত্তির সেবায়েত করলেন রঙ্গরাজনের পরিবারকে। সেই থেকে তামিল ব্রাহ্মণ পরিবার হলেন বাংলার অধিবাসী। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে রঙ্গরাজন আয়েঙ্গারও খুব উন্নত আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। স্থানীয় মানুষ তাঁকে ডাকতেন ‘রাজা’ নামে, সুতরাং ধীরে ধীরে কেশব রায় জিউ-এর আবাস হল বেরো গ্রামের রাজাবাবুর বাড়ি। ধীরে ধীরে তা বেরোর রাজবাড়ি রূপে পরিচিত হতে লাগল।

কেশব রায় জিউ রাধাসঙ্গে বিরাজিত। তাঁর মন্দির আগে থেকে বিরাজ করলেও এই দক্ষিণী পরিবারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু মন্দির সংযুক্ত হল। সেগুলি হল, রাস মন্দির, রাম মন্দির, রাধামাধব মন্দির। কেশব রায় জিউ থাকতে কেন রাধামাধব এলেন তার কারণ কিন্তু স্পষ্ট নয়। আবার এর সঙ্গে আরেকটি অভিনব বিষয় হল নাট্যশালা গঠন। আমরা মন্দিরের সঙ্গে নাটমন্দির গড়ে তুলি। কোনও নাটমন্দির গর্ভমন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত। আবার কোনও মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখ অংশ নাটমন্দিরের দিকে থাকলেও, মূল মন্দিরের সঙ্গে তার ব্যবধান আছে। নাট্যশালা মূল পুজোর স্থান থেকে পৃথক এক নাটমন্দির যা দক্ষিণ ভারতীয় প্রথায় পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছে। নাট্যশালা দেড়শো থেকে দুশো বছর পূর্বে হয়েছিল। কাশীপুর রাজার কুলদেবতা কেশব রায় জিউ-এর মূর্তি কালো কষ্টিপাথরের। সঙ্গে রাধার ধাতুমূর্তি। কিন্তু মূল আসনের নীচে বিরাজ করছেন অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। তাদের মধ্যে একজনের টিপু সুলতানের মতো মাথায় তাজ একেবারেই দক্ষিণ দেশের প্রভাবে প্রভাবিত। পাশে এক ধাতুমূর্তি মূল বিষ্ণুর রূপকে স্মরণ করিয়ে দেবে। মূল বিগ্রহের পাশে রৌপ্যনির্মিত রাধাকৃষ্ণ। বহু যুগ যে এই অর্চনাক্ষেত্রের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে তা এই বিগ্রহসেবা দেখেই বুঝতে পারা যায়।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আয়েঙ্গার সম্প্রদায় হাজার বছর আগে নাথমুনির দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আচার্য রামানুজ এই নাথমুনির দর্শনকে একটি ধর্মীয় ধারাতে রূপদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই আয়েঙ্গারদের মধ্যেও দুটি ভাগ আছে। একটির নাম ভাদাগলাই যা উত্তর ভারতে উদ্ভূত সম্প্রদায়। অপরটি টেনকালি বা তেনকালি, যা তামিল উদ্ভূত। কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তিরূপে দুই সম্প্রদায়ের ভিত্তিভূমি এক। কেবল তিলকের ধরনটি দেখে এই পার্থক্য বুঝতে পারা যায়। প্রথমটির কপালে ইংরেজি অক্ষর ইউ (U) আকৃতির তিলক। আর দ্বিতীয়টির কপালে ওয়াই (Y) আকৃতির তিলক।

দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আয়েঙ্গার সম্প্রদায় যদিও দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে বসবাস করে তবুও তাদের ছোট্ট একটি অংশের পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ‘গদি বেরো’-তে বসবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গদি বেরোর অর্থ দেবসেবার জন্য সেবায়েতের আসন। ছোটনাগপুরে বিকে গোখলে নামে এক সেটলমেন্ট অফিসার তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ Survey and Settlement operation 1928-এ আয়েঙ্গারদের বেরো গ্রামে আগমন ও তার সামাজিক তাৎপর্য তুলে ধরেছিলেন। এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিল Government printing press.

এই রিপোর্টে বলা হয়েছে,

‘It has been recorded that in the middle of 17th Century and virtuous Brahamin named Trilochanacharya alias Tiruranga charya alias Trilochan of Kanchi while returning from pilgrimage of various North Indian shrines on foot came to the foot hills of Panchakot for rest.’

পঞ্চকোট রাজ গরুড় নারায়ণ সিং দেও-এর দক্ষিণ দেশীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রতি খুব ভালোলাগা ছিল। আমরা আগেই বলেছিলাম, মুনিলালের রক্তে ছিল কর্ণাটক এলাকার প্রভাব। তা গরুড় নারায়ণ সিং দেও-কেও নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল। তাঁর এই দুর্বলতাই একটি বিশেষ ঘটনার কারণ হয়েছিল। রঙ্গরাজন যিনি প্রথম কেশব রায় জিউ-এর সেবায়েত হয়েছিলেন তিনিও দক্ষিণ দেশে কোনও বৈষ্ণব মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই বেরোর মঠকে ‘সন্ন্যাসী রাজার মঠ’ও বলা হয়।

রঙ্গরাজনের পর থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দেশ থেকে চল্লিশটি পরিবার এই অঞ্চলে আসে আর তাদের প্রত্যেককেই রাজপরিবারের পক্ষ থেকে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী করা হতে থাকে। আয়েঙ্গার সম্প্রদায়ও নিজেদের ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল। যদিও তাঁরা নিজেদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক ধরন পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখেছিলেন। স্থানীয় অঞ্চলে তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি এই সম্প্রদায়ের এক সদস্য রাজাগোপাল আচারিয়া গোস্বামী স্থানীয় অঞ্চলে মেয়েদের জন্য একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতের স্বাধীনতালাভের পরবর্তী সময় জমিদার প্রথা বিলুপ্ত হলে কৃষিকাজ থেকে আয় বা উপার্জন করা দুঃসাধ্য হয়। ফলে এই সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে শিক্ষালাভ করে বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রতি ভোটে প্রায় পঞ্চাশটি ভোট এই সম্প্রদায়ের থেকে আসে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিককালে রামানুজ আচার্য নামে এই সম্প্রদায়ের এক সদস্য ভোটে নির্দল প্রার্থী হয়েও দাঁড়িয়েছিলেন। এক রাজার কুলদেবতাকে নিয়ে এই সামাজিক সচলতা আমাদের নিশ্চয়ই চমৎকৃত করে।

রাজা গরুড় নারায়ণ সিং দেও কেবল রঙ্গরাজনকে কুলগুরু করলেন না। তিনি এই কুলদেবতা কেশব রায় জিউ-এর দেখাশোনা ও পুজোর জন্য সাতান্নটি মৌজা দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে দান করলেন। সেই সম্পত্তির সেবায়েত করলেন রঙ্গরাজনের পরিবারকে। সেই থেকে তামিল ব্রাহ্মণ পরিবার হলেন বাংলার অধিবাসী। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে রঙ্গরাজন আয়েঙ্গারও খুব উন্নত আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

খেলায় আজ

১৯৭৫ : ডব্লিউটিএ টুর র‍্যাংকিংয়ের সূচনাতেই শীর্ষস্থান দখল করলেন ক্রিস এভার্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মহিলা টেনিস খেলোয়াড় র‍্যাংকিংয়ে প্রথম ২৬ সপ্তাহ এক নম্বরে ছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

আংটি রহস্য

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য হার্দিক পান্ডিয়ার বিশেষ আংটি বানানোর খবর আগেই জানা গিয়েছিল। এবার জানা গেল আংটির অন্দরেও রয়েছে রহস্য। আংটির উপরিভাগে খোদাই করা বিশ্বকাপ ট্রফি সরালে বেরিয়ে আসছে বিশ্বজয়ের পর তেরঙা হাতে হার্দিকের ছবি। বিশ্বজয়ের পর হার্দিকের এই ছবি ভাইরাল হয়েছিল।

ভাইরাল

বিরাট ব্যাটে একই পরিণতি

বিরাট কোহলির উপহার দেওয়া ব্যাটে এর আগে ছক্কা হাঁকাতে দেখা গিয়েছে আকাশ দীপকে। কিন্তু মুম্বই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটের মালিকের মতোই পরিণতি হল বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসারের। বিরাটের মতোই অল্পের জন্য রানআউট হতে হয় তাঁকে। ওয়াশিংটন সুন্দর শট নিয়ে দুই রানের জন্য কল করেছিলেন। কিন্তু বল সরাসরি ফিল্ডারের হাতে গিয়েছে দেখে তিনি সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। আকাশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরার সময় গাছাড়া মনোভাবের মাশুল দিতে হয় তাঁকে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাচিন রবীন্দ্রর থ্রো করা বল ধরে স্টাম্প ভেঙে দেন নিউজিল্যান্ডের উইকেটরক্ষক টম ব্লান্ডেল।

ইনস্টা সেরা

ব্রাসেলসে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালসে দ্বিতীয় হওয়ার পর হরিয়ানায় পানিপথের বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছেন নীরজ চোপড়া। সেখানেই কৃষকের ভূমিকায় হাজির হয়ে ট্রাক্টর নিয়ে ক্ষেতে নেমে পড়তে দেখা গেল তাঁকে। একই সঙ্গে সবাইকে হরিয়ানা দিবস ও দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সংখ্যায় চমক

ছয় ছক্কা

হংকংয়ে আন্তর্জাতিক সিক্স ক্রিকেটে রবিন উথাপ্পার বোলিংয়ে ছয় ছক্কা হাঁকালেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার রবি বোপারা। ম্যাচে ইংল্যান্ড ১৫ রানে জয় পায়।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. বিশ্বনাথন আনন্দ প্রথমবার কাকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মার্নাস লাবুশেন,
২. ১৯৮৫ সালে।

সঠিক উত্তরদাতারা

রুদ্র নাগ, নীলরতন হালদার, প্রবালকান্তি দে, নিবেদিতা হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, নীলেশ হালদার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, অসীম হালদার।

গিল-ঋষভের তৈরি মঞ্চে

জাদু জাড্ডুর

নিউজিল্যান্ড : ২৩৫ ও ১৭১/৯
ভারত : ২৬৩

মুম্বই, ২ নভেম্বর : দিনের খেলা শেষ।

অথচ, টিম হোটেলে ফেরার কোনও তাড়া নেই রোহিত শর্মার। হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত। অনিল কুম্বলে, সাইমন ডুলদের দিনের খেলার পর্যালোচনার মাঝে বারবার ক্যামেরার মুখ ঘুরছিল সেদিকে। যদিও রোহিতদের ভ্রূক্ষেপ নেই। হয়তো রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ম্যাচের দখল নেওয়ার স্ট্র্যাটেজি মাঠেই সেরে রাখলেন।

ম্যাচের প্রথম দিনে ১৪ উইকেট পড়েছে। আজ ১৫। দুইদিনে ২৯। বোলারদের যে আধিপত্যে একটা জিনিস পরিষ্কার, আগামীকাল তৃতীয় দিনেই ফয়সালা প্রায় নিশ্চিত। হোয়াইটওয়াশ আটকানোর টক্করে ভারতের পাল্লা কিঞ্চিত ভারী হলেও নিউজিল্যান্ডের ৩-০-র স্বপ্ন এখনও অটুট।

ল্যাথাম ব্রিগেডের ২৩৫ রানের জবাবে ভারত ২৬৩। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় দিনের শেষে ১৭১/৯। লিড ১৪৩ প্লাস। ক্রিজে আজাজ প্যাটেল (৭)। ব্যাট হাতে নামা বাকি উইলিয়াম ও'রৌরকের। রবিচন্দ্রন অশ্বীন জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল লিডটাকে আর বাড়তে দেওয়া যাবে না। যত দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নামবেন।

পিচের যা হাল, দেড়শো প্লাস টার্গেটও সহজ নয়। ওয়াংখেড়েতে চতুর্থ ইনিংসে সবাধিক ১৬৩ রান তাড়া জেতার নজির দক্ষিণ আফ্রিকার। ২৪ বছর আগে হ্যান্সি ক্রোনিয়ের দল হারিয়েছিল শচীন তেন্ডুলকারের ভারতকে। এছাড়া তিন অঙ্কের রান তাড়া করে জয়ের নজির নেই এখানে। আগামীকাল যে ইতিহাস স্পর্শ করার চ্যালেঞ্জ।

ওয়াংখেড়ের ট্র্যাডিশন মাথায় রাখলেও অ্যাডভান্টেজ ভারতই। নেপথ্যে দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে ঋষভ পন্থ-শুভমান গিল ব্যাটিং-দাপট। অন্তিম সেশনে রবীন্দ্র জাদেজা-অশ্বীনের স্পিন যুগলবন্দি।

শুরুর ধাক্কা ফের আকাশ দীপের হাত ধরে। প্রথম ওভারে টম ল্যাথামের উইকেট ভেঙে দেন। ডেভন কনওয়েকে (২২) ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর। এরপর মিডলঅর্ডারকে ধসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সারেন দুই রবি। উইল ইয়ং (৫১) ছাড়া জাদেজা-অশ্বীন জুটির স্পিনের উত্তর ছিল না রাচিন রবীন্দ্র (৪), ড্যারিল মিচেল (২১), টম ব্লান্ডেল (৪), গ্লেন ফিলিপসদের (২৬) কাছে।

প্রথম ইনিংসে উইকেটহীন অশ্বীন। এদিন তূনের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন। স্পিন-বৈচিত্র্য, ক্যারাম বলের প্রদর্শনীতে ঝোলায় রাচিন, ইয়ং, ফিলিপস। ১৯-২০ মিটার দৌড়ে ধরলেন মিচেলের ক্যাচও।

জাদেজা (৫২/৪)

দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস রবীন্দ্র জাদেজার।

উত্তেজক জয়ের আশায় ভারত

পরিণত ইনিংসেও শতরান অধরা থেকে গেল শুভমান গিলের। মুম্বইয়ে শনিবার।

সেখানে টার্ন আর বাউন্সকে কাজে লাগিয়ে আগাগোড়া আনপ্লেয়বল। চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে অশ্বীনের (৬২টি) পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ৫০ উইকেটের নজিরও গড়েন। দুই ভারতীয় ছাড়া জোশ হ্যাজেলউড (৫১) একমাত্র উইকেটের হাফসেঞ্চুরি করেছেন।

জাদেজা-অশ্বীনের দাপটে অন্তিম সেশনই আসে ৮ উইকেট। দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ড ১৭১/৯। দিনের শুরুটা অবশ্য শুভমান-ঋষভের।

পুনে টেস্টে সিরিজ হারের মধ্যে গম্ভীরকে দেখা গিয়েছিল শুভমানের ক্লাস নিতে। ভুল শুধরোনোর তাগিদ। ফুটওয়ার্কে হালকা বদল। সুফল মুম্বই টেস্টে। জমাটি রক্ষণকে পাথেয় করে দলকে টানলেন। ৮৬/৪-এর উৎকণ্ঠা কাটাতে ঋষভ আবার শুরু থেকেই আগ্রাসী। দিনের প্রথম দুই বলই বাউন্ডারিতে। বুঝিয়ে দেন চাপ কমাতে পালটা মারই হাতিয়ার।

ঋষভের যে তাগিদে তৈরি নয়া নজির। ৩৬ বলে হাফসেঞ্চুরি, টেস্ট ফর্ম্যাটে যা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম। জুটিতে ৯৬। ঋষভ মূলত টার্গেট করেন মুম্বইয়ের জন্মগ্রহণ করা আজাজকে। কখনও ইনসাইড-আউটে গ্যালারিতে, কখনও স্লিপের ওপর দিয়ে স্কুপ।

ফিলিপস অবশ্য বারবার বেকায়দায় ফেলেন। যদিও শুভমান, ঋষভের সহজ ক্যাচ মিস করে, সেই প্রয়াসে জল ঢালেন সতীর্থরা। লাঞ্চে ঋষভের (৬০) উইকেট খুইয়ে ভারত ১৯৫/৫। ৪০ রান পিছিয়ে। যে ব্যবধান মেটাতে অতিক্রম করতে মাঝের সেশনে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হল। দুর্ভাগ্য শুভমানের। দশ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেন।

হতাশ করেন সরফরাজ খান (০)। ঘরের মাঠ। দর্শকাসনে বাবার সঙ্গে ভাই মুশির খানও (ভারতীয় যুব দলের সদস্য)। কিন্তু বাড়তি বাউন্সে ঠকে যান। তবে আট নম্বরে সরফরাজকে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রোহিত-গম্ভীরের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দাগেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। যুক্তি, এরফলে মাঠে নামার আগেই সরফরাজকে চাপে ফেলা হচ্ছে।

জাদেজাও (১৪) ফেরেন বাউন্স সামলাতে না পেরে। শেষদিকে দলকে ২৬৩-তে পৌঁছে দেন ওয়াশিংটন (অপরাজিত ৩৮)। তিন বছর আগের ইনিংসে দশ উইকেটের স্মৃতি উসকে দিয়ে এদিন আজাজের পকেটে পাঁচ শিকার।

রান তাড়া সহজ হবে না : অশ্বীন

অন্যতম সেরা ইনিংস, বলছেন শুভমান

মুম্বই, ২ নভেম্বর : একজন গড়লেন। অপরজন ভাঙলেন। সঙ্গে নিলেন অবিশ্বাস্য ক্যাচও।

শুভমান গিল ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের ক্রিকেট স্কিলের সুবাদে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। শুভমান-অশ্বীনের পাশে ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাদেজার অবদানও রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার মায়াবী প্রত্যাবর্তনে।

কিন্তু তারপরও কি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার ভারত টেস্ট জিততে পারবে? নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ এড়ানো কি সম্ভব হবে ভারতীয় দলের পক্ষে? জবাব আগামীকালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, বড় অঘটন না হলে রবিবারই ম্যাচের ফয়সালা হয়ে যাবে। তার আগে আজ দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৩ রানে এগিয়ে থাকা কিউয়িদের নিয়ে সতীর্থদের সতর্ক করেছেন অভিজ্ঞ অফস্পিনার অশ্বীন। খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে একসময়ের সতীর্থ দীনেশ কার্তিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অশ্বীন বলেছেন, 'ওয়াংখেড়ের এই পিচ পরিচিত মুম্বইয়ের উইকেটের মতো নয়। এখানে আরও বেশি বাউন্স আশা করেছিলাম। যাই হোক না কেন, এখানে প্রতিটা রানই মহাগুরুত্বপূর্ণ। আর এই পিচে রান তাড়ার কাজটা আর যাই হোক না কেন, সহজ নয় কারোর জন্যই।'

প্রথম ইনিংসে কোনও উইকেট পাননি অশ্বীন। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ইনিংস ২৬৩ রানে শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে ভেলকি দেখিয়েছেন তিনি। তিন উইকেট নিয়ে দলকে ভরসা দেওয়ার পাশে সতীর্থ জাদেজার কাজটাও সহজ করে দিয়েছেন। গ্লেন ফিলিপসকে অসাধারণ ক্যারম বলে বোল্ড করার পাশে ড্যারিল মিচেলের ক্যাচও ধরেছেন। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে উপচে পড়েছে প্রশংসা। এতসবের পরও অশ্বীনের কথায়, 'দল আমার থেকে কী চায়, ভালোই জানি। মাঠে সেটাই করার চেষ্টা করেছি। ফিলিপসকে বোল্ড করার পিছনে যেমন পরিকল্পনা রয়েছে, তেমনই মিচেলের ক্যাচ নেওয়ার সময় নিজেকে যতটা সম্ভব বলের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আর একবার বলের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর নিজের হাতের উপর ভরসা রেখেছি।'

দ্বিতীয় দিনের খেলা যখন শুরু হয়েছিল, নিউজিল্যান্ড এগিয়ে ছিল ১৪৯ রানে। দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডই এগিয়ে রয়েছে ১৪৩ রানে। মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটের জন্য এমন ঘটনা নিশ্চিতভাবেই নয়া নজির। কিউয়িদের সেই নজির গড়ার পথে যিনি কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেই শুভমান ওয়াংখেড়ের ঘূর্ণি বাইশ গজে তাঁর ইনিংসকে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শুভমান বলেছেন, 'আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা একটা ইনিংস খেললাম আজ। পরিস্থিতি একেবারেই সহজ ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, পিচে ধৈর্য ধরে থাকতে পারলে রান আসবে। সেটাই করেছি। আর স্পিনারদের বিরুদ্ধে বরাবরই পায়ের ব্যবহারে খেলি আমি। আজও সেটাই করেছি।' শুভমানের ৯০ রানের পাশে ঋষভ পন্থের ৬০ রানও পরিস্থিতির বিচারে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের ৯৬ রানের পার্টনারশিপ ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে। শুভমান বলছেন, 'চাপের মধ্যে থেকে যদি বিপক্ষ বোলারদের উপর চাপ তৈরি করা যায় একবার, তাহলে বোলাররা ব্যাকফুটে চলে যায়। আমি আর ঋষভ ঠিক সেটাই করেছি একসময়। যদিও এখনও অনেক কাজ বাকি।'

বাকি থাকা সেই চ্যালেঞ্জ সামলে টিম ইন্ডিয়া অবশেষে টেস্ট জয়ের মুখ দেখতে পায় কিনা, তারই অপেক্ষায় ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

ছন্দে ফিরে তিন উইকেট শিকার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। শনিবার মুম্বইয়ে।

প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর আজাজ প্যাটেল।

ভারতীয়দের টিকিট ও বিশেষ ভিসার আশ্বাস

লাহোর, ২ নভেম্বর : পাকিস্তানে দল না পাঠানো নিয়ে এখনও অনড় ভারত। অবস্থান বদলের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। যদিও হাল ছাড়তে নারাজ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের ভিসা নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থার আশ্বাস। ম্যাচ টিকিটেও অগ্রাধিকার পাবে ভারতীয়রা। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এদিন সেই আশ্বাসের কথা প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন। ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় সমর্থকদের জন্য টিকিটের বিশেষ কোটা রাখব। একইভাবে পাকিস্তানে আসার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের দ্রুত ভিসার ব্যবস্থাও করা হবে।'

বাবরের পাশে টেস্ট অধিনায়ক মাসুদ

পিসিবি-র পাশাপাশি বর্তমান পাক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি আশাবাদী, লাহোরেই অনুষ্ঠিত হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। যা দেখতে গ্যালারি ভরাবে ভারতীয় সমর্থকরাও। কয়েকদিন আগেও দাবি করেছিলেন, ভারত পাকিস্তানে খেলতে আসবে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনে তারা আত্মবিশ্বাসী।

আইসিসি চূড়ান্ত সূচি এখনও ঘোষণা করেনি। তাকিয়ে রয়েছে ভারত সরকারের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়। কারণ, পাকিস্তানে খেলার অনুমতি না মিললে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্টের আয়োজনের পথে হাঁটতে হবে। অর্থাৎ, ভারতের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ কোনও দেশে হবে। এমনকি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা যদি ফাইনালে উঠে, সেই ম্যাচও সরবে পাকিস্তান থেকে।

এদিকে, বাবর আজমকে নিয়ে চলতি ডামাডোলের মাঝে সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়েছেন শান মাসুদ। পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়কের বিশ্বাস, চলতি বিশ্রামে উপকৃত হবে বাবর। দলে ফিরবে অনেক শক্তিশালী হয়ে। মাসুদ বলেছেন, 'বিশ্বের অন্যতম সেরা বাবর। আমি ওকে না বলার কে? টেস্টেও সেরাদের তালিকায় জায়গা করার সমস্ত রসদ রয়েছে ওর মধ্যে।'

বাবরের সমর্থনে মাসুদ আরও বলেছেন, 'আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সবসময় উপরের দিকে বাবরের অবস্থান। কিন্তু মাঝেমধ্যে সবারই বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিশ্রাম আরও শক্তিশালী করে। বাবর একটানা খেলেছে দীর্ঘদিন ধরে। বিশ্রাম নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। ও সবসময় পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভই থাকবে।'

'ধোনির পক্ষে সব ম্যাচ খেলা কঠিন'

নিলামে ঋষভ, অবাক প্রাক্তন কোচ পন্টিং

সিডনি, ২ নভেম্বর : টিম দিল্লি মানে ঋষভ পন্থ।

২০১৬ থেকে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখ হয়ে উঠেছিলেন। অধিনায়কও। সেই ঋষভ পন্থকে দিল্লি না রাখায় রীতিমতো অবাক রিকি পন্টিং। হেডকোচ হিসেবে দীর্ঘদিন পার্থ জিন্দালদের ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্বে ছিলেন। ছাত্র হিসেবে পেয়েছেন ঋষভকে। নিজের পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির ঋষভকে রিটেনশনের তালিকায় না রাখার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না পন্টিং।

দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে পাঞ্জাব কিংসের হেডকোচের দায়িত্ব পাওয়া পন্টিং বলেছেন, 'আসন্ন মেগা নিলামে একঝাঁক দুর্দান্ত ক্রিকেটার থাকবে। আমি রীতিমতো উত্তেজিত। একই সঙ্গে বেশ অবাকও রিটেনশনে অভারতীয়দের গুরুত্ব পাওয়া এবং ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আইয়ারের মতো নিলাম তালিকা থাকা নিয়ে।'

গতবারের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকেও রাখেনি লখনউ সুপার জায়েন্টস। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্রাঞ্চাইজির যে পদক্ষেপও অবাক করার মতো বলে মনে করেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। পন্টিং মনে করেন, দলগুলি নতুন দিশায় এগোতে চাইছে আগামী বছর। লক্ষ্যপূরণে নির্দিষ্ট কিছু নতুন প্লেয়ারকে টার্গেট করতে হয়তো। তাই ঋষভ, লোকেশদের ধরে না রাখার মতো পদক্ষেপ দেখা গিয়েছে।

চেন্নাই সুপার কিংস সেখানে অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। রবীন্দ্র জাদেজা, মাথিশা পাথিরানা, ডেভন কনওয়ে, শিবম দুবের সঙ্গে 'আনক্যাপড' কোটায় তেতাল্লিশের মহেন্দ্র সিং ধোনি। পন্টিংয়ের মতে, ধোনির পক্ষে সব ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। কিন্তু লিডার, মেন্টর হিসেবে মাহির উপস্থিতি যে কোনও দলের কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

পন্টিং জানান, ২০২৩ সালের লিগ মাহির অত্যন্ত খারাপ কাটলেও গতবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ছোট ছোট ইনিংসেও প্রভাব ফেলেছেন। আর মাহি মানে শুধু ব্যাটিং-উইকেটকিপিং নয়, তার চেয়েও বেশি। তবে পন্টিং মনে করেন, তেতাল্লিশে পা রাখা এমএসের পক্ষে সব ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়, তাই বিকল্প উইকেটকিপার-ব্যাটার দরকার চেন্নাইয়ের। কানাঘুষো খবর, ঋষভের নতুন আইপিএলের ঠিকানা হতে পারে চেন্নাই।

পন্টিংয়ের চোখ নভেম্বরের ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও। ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে অজি শিবিরের চাপানউতোর থামাতে রাস্তাও বাতলে দিলেন। উসমান খোয়াজার ওপেনিং সঙ্গী হিসেবে বিশ্বকাপজয়ী অজি অধিনায়কের বাজি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের অধিনায়ক নাথান ম্যাকসুইনি।

এক সাক্ষাৎকারে পন্টিং বলেছেন, 'সপ্তাহখানেক আগে স্যাম কোনস্টাসের কথা বলেছিলাম। শেফিল্ড শিল্ডে

শনিবার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভারতের চাপ কমালেন ঋষভ পন্থ। ছবি : এএফপি

পরপর শতরান করেছিল। তবে বিশদে ভাবার পর মনে হচ্ছে, ওর বয়সটা কম। অপটাস স্টেডিয়াম (পারথে) বা গাব্বার চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ হবে না। গোলাপি বলে অ্যাডিলেড টেস্টে পথের কাঁটা হতে পারে ওর অনভিজ্ঞতা। নির্বাচকরাও মনে হয় না ক্যামেরন ব্যানক্রফট, মার্কাস হ্যারিসের কথা ভাববে। ফলে একটা নামই হাতে থাকে, নাথান ম্যাকসুইনি। 'এ' দলের হয়ে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। অভিজ্ঞ। দলের অধিনায়কও।'

হারের মুখে রুতুরাজরা

ভারতীয় 'এ' দল- ১০৭ ও ৩১২
অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল- ১৯৫ ও ১৩৯/৩

ম্যাকে, ২ নভেম্বর : তৃতীয় দিনের খেলার পর হারের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় 'এ' দল। শনিবার দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের দ্বিতীয় ইনিংসে স্কোর ১৩৯/৩। জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন মাত্র ৮৬ রান। ক্রিজে রয়েছেন অধিনায়ক নাথান ম্যাকসুইনি (৪৭) ও বিউ ওয়েবস্টার (১৯)। প্রসঙ্গক্রমে, এদিনই ম্যাকসুইনির হয়ে মাঠে নেমেছেন প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তিনি জানিয়েছেন, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য অজি দলে ওপেনার হিসেবে তাঁর পছন্দ ম্যাকসুইনি। ৪৭ রানের ইনিংসে নিজের দাবি তিনি জোরালো করলেন।

গতকাল বি সাই সুদর্শন (১০৩) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (৮৮) অপরাজিত ১৭৮ রানের জুটি গড়েন। এদিন তাঁরা ফিরে যান শুরুতেই। শতরান করে সুদর্শন আউট হন টড মার্ফির (৭৭/৩) বলে। পাডিক্কালও মার্ফির শিকার। তাঁরা ফিরতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে যাবতীয় প্রতিরোধ। ভারত শেষ আট উইকেট হারায় মাত্র ৮৬ রানে। ফলে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২২৫ রান।

রান তাড়ায় নেমে শুরুতেই তিন উইকেট হারায় অজিরা। স্যাম কোনস্টাস (১৬), মার্কাস হ্যারিস (৩৬) ও ক্যামেরন ব্যানক্রফট (১৬) ভালো শুরু করেও বড় রান করতে ব্যর্থ হন। যদিও তারপর চতুর্থ উইকেটে ম্যাকসুইনি ও ওয়েবস্টারের অপরাজিত ৫৪ রানের জুটি কাজ সহজ করে দেয় অজিদের।

রান তাড়ার 'এক্স' ফ্যাক্টর যশস্বী : কুম্বলে

মুম্বই, ২ নভেম্বর : ব্যাট-বলের কাঁটে কা টক্কর! মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট জমে গিয়েছে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ১৪৩ রানে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া। যদিও নিউজিল্যান্ড এখনও অলআউট হয়নি।

> মুম্বইয়ের পিচে রান তাড়ার কাজটা সহজ নয়। যশস্বী ও বাকি ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য বলছি, আজাজ প্যাটেলকে একটু দেখে, সতর্কভাবে খেলতে হবে। না হলে সমস্যা বাড়বে।
>
> **অনিল কুম্বলে**

এমন অবস্থায় ঘরের মাঠে কিউয়িদের বিরুদ্ধে ম্যাচে হোয়াইটওয়াশ আতঙ্ক এড়িয়ে টিম ইন্ডিয়া জয়ের সরণিতে ফিরতে পারবে কিনা, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। দিনের খেলার শেষে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বীন তাঁর সতীর্থদের রান তাড়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। জানিয়েছেন, কাজটা সহজ হবে না।

প্রাক্তন ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সহজ পথ বাতলে দিয়েছেন আজ। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কুম্বলে ভারতীয় ক্রিকেটের তরুণ প্রতিভা যশস্বী জয়সওয়ালকে জয়ের 'এক্স' ফ্যাক্টর হিসেবে তুলে ধরেছেন। কুম্বলের কথায়, 'ভারতের রান তাড়ার কাজটা সহজ হবে না। কিন্তু এই কাজটাই সহজ হতে পারে, যদি শুরুতে যশস্বী ওর স্বাভাবিক ব্যাটিংটা করতে পারে। আমার মতে, ভারতের রান তাড়ার ক্ষেত্রে যশস্বী এক্স ফ্যাক্টর। শুরুতে দ্রুত কিছু রান ও করে দিতে পারলে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট জয়ের কাজটা সহজ হয়ে যাবে।'

যশস্বী শেষপর্যন্ত সফল হবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে যশস্বীর জন্য পরামর্শও দিয়েছেন কুম্বলে। জানিয়েছেন, কিউয়ি স্পিনার আজাজ প্যাটেলকে সাবধানে খেলতে হবে যশস্বী সহ বাকি ভারতীয় ব্যাটারদের। কুম্বলের কথায়, 'মুম্বইয়ের পিচে রান তাড়ার কাজটা সহজ নয়। যশস্বী ও বাকি ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য বলছি, আজাজ প্যাটেলকে একটু দেখে, সতর্কভাবে খেলতে হবে। না হলে সমস্যা বাড়বে।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্বের দাবি জানিয়েছিলেন সূর্য

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর : চোট-আঘাতে জর্জরিত মায়াঙ্ক যাদব।

দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশ সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটলেও ফের চোটের তালিকায়। যদিও চোটকে পাত্তা না দিয়ে রিটেনশনের তালিকায় দেড়শো কিলোমিটার গতির স্পিডস্টারে ভরসা রেখেছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কারা। চোটআঘাতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দাবি, মায়াঙ্ক নির্ণায়ক ফ্যাক্টর। যে ফ্যাক্টরকে কোনওভাবে হাতছাড়া করতে রাজি নন তাঁরা।

১১ কোটি টাকার রিটেনশন মূল্যে মায়াঙ্ককে ধরে রাখা প্রসঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'যখন খেলবে দলকে জেতাবে। আমরা এভাবেই দেখেছি মায়াঙ্ক যাদবকে। গত বছর চারটি ম্যাচ খেলেছিল। সাত উইকেট নেয়। তার মধ্যেই ওর দক্ষতা বুঝিয়ে দিয়েছিল।' গতবার আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম দুই ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান মায়াঙ্ক।

চোট নয়, লখনউয়ের ভাবনায় মায়াঙ্ক-জাদু

লখনউয়ের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার বলেছেন, 'ভারতের অন্যতম সেরা চার প্রতিভাবান প্লেয়ারকে (মায়াঙ্ক, রবি বিষ্ণোই, আয়ুষ বাদোনি, মহসিন খান) ধরে রাখতে পেরেছি আমরা। ওদের নিয়ে আমি উত্তেজিত। নিকোলাস পুরান অপরদিকে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম নাম। এছাড়াও হাতে একটা আরটিএম কার্ড রয়েছে।'

এদিকে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্দরমহলের খবর, সূর্যকুমার যাদব নাকি অধিনায়ক হওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দায়িত্ব পেলে দলের মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের সমর্থন হার্দিক পান্ডিয়ার দিকে থাকায় সূর্যর দাবি পূরণ হয়নি। শেষপর্যন্ত নেতৃত্ব নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে কোনওরকম প্রতিশ্রুতি ছাড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে থেকে যেতে রাজি হন ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্য।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ যোয়া সাহা : শুভ জন্মদিন। এই দিনটি তোমার জীবনে আসুক শতবার। –বাবাই, মমজী, ভাই, ঠাকুরমা, শিলিগুড়ি।

মধ্যপ্রদেশে ম্যাচে ফিরতে পারেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বর : সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাংলা ক্রিকেট দলের। রনজি অভিযানের শুরুতেই বিহার ও কেরলের বিরুদ্ধে ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর ধাক্কা রয়েছে। উপরি হিসেবে বাংলা দলের প্রথম একাদশের একাধিক ক্রিকেটার নেই। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপরা আপাতত জাতীয় দলে। বাকি মরশুমে তাঁদের পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। এমন অবস্থায় আগামীকাল কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচের লক্ষ্যে রওনা হওয়ার আগে আজ বিকেলে সরকারিভাবে বাংলা দল ঘোষণা হল। দলে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি প্রত্যাশিতভাবেই। ১৬ সদস্যের স্কোয়াডে নেই কোনও চমকও। দল ঘোষণার পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'সেরা দল নিয়েই কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে খেলতে রওনা হচ্ছি আমরা। যারা আছে, তাদের নিয়েই পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব আমরা।' ৬ নভেম্বর থেকে কর্ণাটক ম্যাচের পর বেঙ্গালুরু থেকেই মধ্যপ্রদেশ ম্যাচ খেলতে চলে যাবে বাংলা দল। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে বাংলার ম্যাচ শুরু ১৩ নভেম্বর। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সূত্রে রাতের দিকের খবর, তারকা পেসার মহম্মদ সামি এখন প্রায় ফিট। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। ফলে সব ঠিক চললে মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে বল হাতে মাঠে ফিরতে পারেন সামি।

ঘোষিত বাংলা দল : অনুষ্টুপ মজুমদার (অধিনায়ক), ঋদ্ধিমান সাহা, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপকুমার ঘরামি, শাহবাজ আহমেদ, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, অভিলিন ঘোষ, শুভম দে, সাকির হাবিব গান্ধি, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, আমির গনি, ঈশান পোড়েল, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মহম্মদ কাইফ, রোহিত কুমার ও ঋষভ বিবেক।

সুনীলদের হার

ফতোরদা, ২ নভেম্বর : চলতি আইএসএলে প্রথম হার বেঙ্গালুরু এফসি-র। ৩-০ গোলে জিতে তিন ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখল এফসি গোয়া। ৬৩ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন আর্মান্দো সাদিকু। এই নিয়ে চলতি আইএসএলে ৭টি গোল করে ফেললেন আলবেনিয়ান স্ট্রাইকার। গোয়ার হয়ে বাকি দুইটি গোল করেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ ও ডেজান ড্রাজিচ। উলটোদিকে একাধিকবার গোল করার মতো জায়গায় পৌঁছোলেও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ সুনীল ছেত্রীরা। এদিকে, এই জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ৭ থেকে পয়েন্ট টেবিলের ৫ নম্বরে উঠে এল গোয়া।

অনেক কাজ বাকি : ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বর : কাজ শেষ নয়, সবে শুরু হল বলে মনে করছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

শুক্রবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এদিনই থিম্পু থেকে কলকাতায় ফিরে এল গোটা দল। সেখান থেকে কোচ-ফুটবলারদের নিয়ে যাওয়া হয় ক্লাব তাঁবুতে। স্বাভাবিকভাবেই নতুন কোচের দল পরিচালনাতেই এই সাফল্য বলে মনে করছেন কর্তা থেকে সমর্থক সকলেই। দল সেই একই থাকলেও এএফসির টুর্নামেন্টে প্রথমে ড্রয়ের পর দুইটি জয় দলকে

কোয়ার্টারে সামনে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব

বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে বলে মনে করছেন তাঁরা। বিশেষ করে এই টুর্নামেন্ট খেলতে যাওয়ার আগে যখন গোটা দলটাই টানা আট ম্যাচ হেরে ধুঁকতে শুরু করেছে তখন এই সাফল্য টনিকের কাজ করতে পারে। তুর্কমেনিস্তানের আর্কাদাগের বিরুদ্ধে আগামী মার্চে কোয়ার্টার্র ফাইনাল খেলবে ইস্টবেঙ্গল। মাঝে আইএসএলের কঠিন সময় পার করতে হবে। তাই এখনই উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে রাজি নন ব্রুজোঁ নিজে। ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি শুধু এটুকুই বলে গেলেন, 'এটা সবে শুরু। এখনও অনেক কিছু করতে হবে।' অনেক কিছু বলতে যে তিনি আইএসএলের কথাই বলছেন, সেটা বলাই বাহুল্য। কারণ তিনিও জানেন, এএফসি-র টুর্নামেন্টে যেখানে ৬ বিদেশিকে সবসময় মাঠে রাখা যায়, সেখানে তাঁকে আইএসএলে খেলতে হবে চার বিদেশি নিয়ে। ফলে অনেক পারমুটেশন-কম্বিনেশন তাঁকে এখন করতে হবে। তাছাড়া, থিম্পুতে গ্রুপ লিগের দলগুলির তুলনায় শক্তিশালী দল আইএসএলে আছে। থিম্পুতে প্রায় সব দলই একটা সময়ে উচ্চতার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতার ঘাটতি সেভাবে চোখে পড়েনি।

দলের এই পারফরমেন্স সম্পর্কে ব্রুজোঁর চমৎকার ব্যাখ্যা, 'আমরা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করেছি। আর সেটা কোয়ার্টার্র ফাইনালে যাওয়া নয়। বরং নিজেদের স্থিতিশীলতা ধরে রাখা এবং লড়াই করার ইচ্ছাটাকে দেখানো।' বড় পর্যায়ে খেলতে গেলে যে চাপ থাকে সেটা কীভাবে সামাল দিতে হয় সেটাই দলের মধ্যে ছিল না বলে ঘুরিয়ে জানান এই কোচ। এই বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'বড় পর্যায়ে খেলতে গেলে তোমাকে কষ্টকর মুহূর্তের সঙ্গে লড়া শিখতে হবে। পুরো ৯০ মিনিট ধরে আধিপত্য করা অসম্ভব। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের ধরে রেখে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করা শেখা দরকার।' তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেন গত ১৯ অক্টোবর ডার্বির দিন। খুব অল্প সময়ই এখনও পর্যন্ত হাতে পেলেও নিজের ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'খুব অল্প সময় পেলেও ফুটবলাররা আমার উপর আস্থা রেখেছে। আমি ক্লাবে একেবারেই নতুন। কিন্তু সমর্থক ও ম্যানেজমেন্টের সমর্থন আমি অনুভব করেছি। আর সেটাই আমার এবং ফুটবলারদের কাছে বাড়তি শক্তি। আর এই সবই একটা দলকে সাফল্য এনে দেয়।'

তাঁর ফুটবল দর্শন শেষপর্যন্ত ঘরোয়া ফুটবলেও যদি ইস্টবেঙ্গলের সুদিন ফেরাতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবেই সেটা হবে ম্যানেজমেন্ট থেকে সমর্থক, সবার কাছেই বড় প্রাপ্তি।

থিম্পু থেকে কলকাতায় ফিরে ইস্টবেঙ্গলের দুই কোচ- অস্কার ব্রুজোঁ ও বিনো জর্জ। কলকাতায় শনিবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বিবর্ণ ফুটবলে হার আর্সেনালের

অ্যামোরিম-গুয়ার্দিওলা সাক্ষাৎ মঙ্গলবার

নিউক্যাসল, ২ নভেম্বর : আগাগোড়া বলের দখল ধরে রেখেও জয়ে ফিরতে পারল না আর্সেনাল। নিউক্যাসল ইউনাইটেডের ঘরের মাঠে মিকেল আর্তেতার দলের হার ০-১ গোলে।

এদিন অবশ্য ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিল আর্সেনাল। দ্বিতীয় মিনিটেই চাপে ফেলে দেয় প্রতিপক্ষ রক্ষণকে। পজেশন ধরে রাখলেও সেই ঝাঁঝ বাকি ম্যাচে উধাও। গোটা ম্যাচে একটি মাত্র শট লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে আর্তেতার দল। চোট সারিয়ে ফেরায় এদিন সালিবার সঙ্গে গাব্রিয়েল মাগালহায়েসকে রেখেই রক্ষণ সাজিয়েছিলেন আর্সেনাল কোচ। তবে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের মাঠে ফেরাটা সুখকর হল না। ম্যাচের ১২ মিনিটেই এগিয়ে যায় নিউক্যাসল। অ্যান্টোনি গর্ডনের ভাসানো বল হেডারে জালে জড়ান আলেকজান্ডার আইজ্যাক। এরপর বহু চেষ্টা করেও নিউক্যাসেল রক্ষণে চির ধরাতে পারেননি কাই হাভার্জ, লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডরা।

এদিকে, স্পোর্টিং লিসবন ছেড়ে ১১ নভেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব নেবেন রুবেন অ্যামোরিম। তার আগে মঙ্গলবার তাঁর বর্তমান দল স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে। তার আগে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য অ্যামোরিমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'ইংল্যান্ডে স্বাগত। মঙ্গলবার সাক্ষাৎ হবে।' একইসঙ্গে বলেছেন, 'ওইদিন স্পোর্টিং লিসবনের থেকে সেরাটাই আশা করছি। ওরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ম্যান সিটির মতো ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে। নিশ্চয়ই সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাছাড়া আমি যে কোনও প্রতিপক্ষকেই সেরা বলে মনে করি। সেভাবেই তৈরি করি দলকে।'

শূন্যে লাফিয়েও বলের নাগাল পেলেন না আর্সেনালের কাই হাভার্জ।

ভুটান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বর : এএফসি-র গ্রুপ পর্বে সাফল্য বাকি মরশুমের জন্য প্রেরণা জোগাচ্ছে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, মাদিহ তালালদের।

খারাপ সময় কাটিয়ে উঠছে ইস্টবেঙ্গল। বদলাচ্ছে শিবিরের ছবিটাও। টানা ৮ ম্যাচ হেরে লাল-হলুদ ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছিল। সেই ইস্টবেঙ্গলই ভুটান থেকে ফিরল একবুক আত্মবিশ্বাস নিয়ে। ভুটানে গিয়ে দলকে কিছুটা হলেও এক সুতোয় বেঁধে ফেলতে পেরেছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তারই ফসল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে নকআউটের ছাড়পত্র আদায় করা। দিয়ামান্তাকোসের মুখে শোনা গেল সেই কথাই। গ্রিক স্ট্রাইকার বলেছেন, 'এই মরশুমে এটাই আমাদের টার্নিং পয়েন্ট। ভুটানে গিয়ে কোচ আমাদের বলেছিলেন একটা টিম হিসাবে খেলতে। আমরা সেটাই চেষ্টা করেছি।'

শনিবার সকালে থিম্পু থেকে কলকাতায় ফিরল ইস্টবেঙ্গল। ফুল, মালা ও স্লোগানে দমদম বিমানবন্দরে আনোয়ার আলি, সাউল ক্রেসপোদের বরণ করে নেয় লাল-হলুদ জনতা। দলকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন ইমামি কর্তা বিভাস আগরওয়াল ও ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। হেক্টর ইউস্তে, হিজাজি মাহের বিমানবন্দর থেকে সরাসরি টিম হোটেলে ফেরেন। নাওরেম মহেশ সিংও বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। বাকি ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফরা আসেন লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব তাঁবুতে। সেখানে ক্লাব সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার সহ অন্যান্য কর্তা ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন কোচ ব্রুজোঁ। এরপর কেক কেটে সেলিব্রেশন।

এদিকে টিম ইস্টবেঙ্গলের ফোকাস এবার আইএসএলে। দিয়ামান্তাকোস বলেছেন, 'ভুটান থেকে বাকি মরশুমের জন্য মোটিভেশন নিয়ে ফিরলাম আমরা। আশা করি এবার আইএসএলেও ভালো খেলব।' ভুটান থেকে ফিরে আত্মবিশ্বাসের সুর তালালের গলাতেও। ফরাসি মিডফিল্ডার বলেছেন, 'বলতে পারেন এটা আমাদের প্রত্যাবর্তন। যা আমাদের প্রেরণা জোগাবে। এএফসি নক আউটের আগে অনেকটা সময় আছে। এখন আইএসএলে ফোকাস। এখানেও ধারাবাহিকতা দরকার।' সবমিলিয়ে লাল-হলুদ শিবিরে গুমোট ভাবটা আর নেই। আইএসএলে গত ছয়টা ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারেও প্রত্যয়ী টিম ইস্টবেঙ্গল।

দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে সেলফি নিতে ভিড় ভক্তদের। -ডি মণ্ডল

শ্রেয়সই থাকতে চায়নি, দাবি নাইট সিইও-র

মুম্বই, ২ নভেম্বর : শাহরুখ খানের জন্মদিনে তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল নিয়ে নয়া তথ্য সামনে এল। শ্রেয়স আইয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হওয়ার পরও তাঁকে কেন রিটেইন করা হয়নি, তা নিয়ে আজ মুখ খুলেছেন নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। কেকেআর সংসারে প্রাক্তন হয়ে যাওয়া শ্রেয়স নিজেই থাকতে চাননি, এমনই কথা আজ শুনিয়েছেন ভেঙ্কি।

দিল্লি ক্যাপিটালস যেমন তাদের অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে ধরে রাখেনি, তেমনই একই পথে হেঁটেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। অথচ, কেকেআর শেষ আইপিএল চ্যাম্পিয়ন। আর খেতাব জয়ী দলের অধিনায়ককে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দিচ্ছে, এমন ঘটনাও বিরল। নাইটদের সিইও ভেঙ্কির কথায়, 'রিটেনশনের প্রাথমিক তালিকায় প্রথম নামটাই আমাদের ছিল শ্রেয়সের। ওকে সেটা জানানোও হয়। কিন্তু সবসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে না।' শ্রেয়সের ক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছিল। নাইটদের দশ বছরের খরা কাটিয়ে তিন নম্বর আইপিএল ট্রফি এনে দিলেও ফের কেকেআর সংসারে থাকতে রাজি ছিলেন না শ্রেয়স। তিনি নিলামে উঠে নিজের ভাগ্য যাচাই করতে চাইছিলেন। কেকেআর সিইও-র কথায়, 'কোনও ক্রিকেটার যদি নিজের বাজারদর যাচাই করতে চায়, আর সেই কারণে নিলামে উঠতে তৈরি থাকে, তাহলে কারোর কিছু বলার থাকতে পারে না। সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে।'

নাইটদের সিইও-র কথায় স্পষ্ট, শ্রেয়স নিজের ইচ্ছাতেই কেকেআর ছেড়ে নিলামে উঠতে চলেছেন। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে ধরে রাখতে নাইটরাও বিশেষ আগ্রহ দেখাননি।

এএফসি-তে নাম প্রত্যাহার বহাল

জরিমানা দিতে হবে না বাগানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আর বাড়তি কোনও শাস্তি বা জরিমানা হচ্ছে না এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ খেলতে ইরানে না যাওয়ার জন্য।

শেষপর্যন্ত মোহনবাগানের চিঠির উত্তর দিয়ে আপৎকালীন পরিস্থিতির দাবি এএফসি মেনে নিল। এমনটাই দাবি সবুজ-মেরুন ক্লাব ম্যানেজমেন্টের। এদিন সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানানো হয়,

> এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচগুলি খেলতে পারলে ভালো হত। এশীয় স্তরে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ ছিল আমাদের কাছে। সেটা না হওয়ায় এখন প্রতিটি ম্যাচের মাঝে লম্বা বিরতি থাকছে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

'এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন মোহনবাগানের আবেদনে সাড়া দিয়েছে। এএফসি-র কম্পিটিশন কমিটি মোহনবাগানের তোলা 'ফোর্স মেজর' ইস্যুকেই মান্যতা দিচ্ছে। সেই অনুযায়ী প্রতিযোগিতার নিয়মে ৫.৭ ধারাটি মোহনবাগানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু একইভাবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের নিয়মে ৫.৫ ও ৫.৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিযোগিতা থেকে মোহনবাগানের নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি বলবৎ থাকল।' এর বেশি কিছু ক্লাবের এই বিবৃতিতে জানানো হয়নি। তবে ফোর্স মেজর বা আপৎকালীন কারণে নাম প্রত্যাহার করার জন্য ক্লাবের আর শাস্তি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকল না বলেই মনে করা হচ্ছে। কিন্তু একইসঙ্গে মোহনবাগান যে আর এই টুর্নামেন্টে এবার খেলতে পারবে না, সেই কথা আবারও জানিয়ে দিল এএফসি। প্রসঙ্গত, ইরানের ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে না যাওয়ার জন্য মোহনবাগান টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে ধরে নিয়ে তাদের গ্রুপের বাকি ম্যাচ থেকেও বাতিল করে দেওয়া হয় এশিয়ার সর্বোচ্চ সংস্থার তরফে। বিষয়টি কম্পিটিশন কমিটির কাছে পাঠানো হয় পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য। মোহনবাগান আবেদন করলে এদিন এএফসি-র তরফে চিঠির উত্তর দেওয়া হয়। তবে শাস্তির পরিমাণ না বাড়লেও টুর্নামেন্টে যে আর তাদের খেলতে দেওয়া হবে না, একথাও জানিয়ে দেওয়া হল।

এদিকে, এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের সূচির জন্যই আইএসএলে এখন লম্বা বিরতিতে খেলতে হচ্ছে বাগানকে। নভেম্বরে আবার থাকছে আন্তর্জাতিক বিরতি। এজন্য খানিকটা হলেও চিন্তায় কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচগুলি খেলতে পারলে ভালো হত। এশীয় স্তরে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ ছিল আমাদের কাছে। সেটা না হওয়ায় এখন প্রতিটি ম্যাচের মাঝে লম্বা বিরতি থাকছে। তবে এই পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই পরিস্থিতি যেরকম সেভাবেই আমাদের চলতে হবে।' এর ভালো দিকটাই তাই এখন দেখতে চাইছেন তিনি। বলেছেন, 'এই দীর্ঘ অবকাশের ফলে ফুটবলাররা কিছুটা বিশ্রামও পেয়ে যাচ্ছে। ফলে শারীরিক ও কৌশলগত সমস্যাগুলোর সমাধান এর মাঝে করে নিতে পারছি। পরিশ্রম ও বিশ্রামের ভারসাম্য দরকার ফুটবলাদের।'

MARBLE | GRANITE
MARBLE MOORTI
Eastern India's Finest Natural Stone Experience
Subh Marble
Floors To Walls
1985
9093260030
7828774703
www.subhmarbles.com

কাসপারভের চোখে ফেভারিট গুকেশ

মস্কো, ২ নভেম্বর : চলতি মাসের ১৫ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবারের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার ডোম্মারাজু গুকেশ মুখোমুখি হবেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেনের। তবে কিংবদন্তি রাশিয়ান দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ বলেছেন, 'আমি এই ম্যাচটিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ হিসেবে মানতে নারাজ। এই ধরনের ম্যাচে বিশ্বসেরা খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন। আমার মনে হয়, ১৮৮৬ সালে সেন্ট লুইসে স্টেইনিজ ও জুকারটর্টের ম্যাচ দিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ

হয়। আর শেষ হয়েছে ম্যাগনাস কার্লসেনকে দিয়ে। মোট ১৬ জন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। এঁরা সেই সময়ের বিশ্বসেরা খেলোয়াড়দের হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন।' নরওয়ের দাবাড়ু ম্যাগনাস না থাকায় এই ম্যাচের কোনও গুরুত্ব নেই বলেই মনে করেন কাসপারভ।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ নিয়ে কটাক্ষ করলেও এই ম্যাচে গুকেশকেই ফেভারিট মানছেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তিনি বলেছেন, 'দুইজনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি, এই ম্যাচে ফেভারিট গুকেশ। কারণ, বর্তমানে লিরেন অতীতের ছায়া মাত্র। অবশ্য যদি ও নিজের পুরোনো ছন্দে ফেরে তাহলে একটা উপভোগ্য লড়াই দেখতে পাব।'

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন ফতেহাবাদ-এর এক বাসিন্দা

বিজ্ঞাপন

27.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81A 41957 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার আনন্দ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে। আমার পরিবারের সকল সদস্যের আনন্দের মুহূর্তগুলো ভাষায় ব্যক্ত করা খুবই কঠিন। এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

হরিয়ানা, ফতেহাবাদ - এর একজন বাসিন্দা অঞ্জলি মিত্তল - কে

ভিনিসিয়াসের পাশে দাঁড়ালেন সেলেকাও কোচ ডোরিভাল

নেইমারকে ছাড়াই ব্রাজিল দল

ব্রাসিলিয়া, ২ নভেম্বর : দীর্ঘ একবছর পর চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। আল হিলালের জার্সিতে সৌদি প্রো লিগে খেলেছেন তিনি। কিন্তু ক্লাবের জার্সিতে খেললেও এখনই জাতীয় দলের হয়ে দেখা যাবে না তাঁকে। এই তারকাকে আরও কিছুটা সময় দিতে চান সাম্বা কোচ ডোরিভাল জুনিয়ার। সামনেই ভেনেজুয়েলা ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের খেলা রয়েছে ব্রাজিলের। ওই দুইটি ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলে জায়গা হয়নি নেইমারের। শুধু তাই নয়, আরেক ব্রাজিলিয়ান প্রতিভা এনড্রিককেও বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে ফর্মে থাকা রাফিনহাকে দলে রাখা হয়েছে।

নেইমারকে দলে না রাখা প্রসঙ্গে ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল বলেছেন, 'নেইমার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ও খুব বেশি গেমটাইম পায়নি। এটাই নেইমারকে দলে না রাখার অন্যতম কারণ।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'নেইমার দলে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ও পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছে। ও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।' যা পরিস্থিতি, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের মার্চে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে নেইমারকে ব্রাজিল দলে দেখা যাবে।

দলে ফিরেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। গত মাসে ঘাড়ের চোটের কারণে জাতীয় দলে ছিলেন না তিনি। তবে ব্যালন ডি'অর খেতাব না পাওয়ায় হতাশ এই তারকা। এই প্রসঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন ডোরিভালও। তিনি বলেছেন, 'আমার মতে ভিনিকে এই পুরস্কার না দেওয়াটা অনৈতিক। তবে যিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। এটা স্প্যানিশ ফুটবলের জন্য ভালো।' তিনি আরও বলেছেন, 'তবে ভিনির সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া। বেশিরভাগ ব্রাজিলিয়ান বুঝতে পারছেন, ওর সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে।'

দলে জায়গা না পেলেও পরিবারের সঙ্গে খোশমেজাজে নেইমার।